উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

MLD

সেনসেক্স : ৮০,১১৬.৪৯ (+৫২০.৯০)
নিফটি : ২৪,৩২৮.৯৫ (+১৬১.৭০)

পুলিশকেই দায়ী করছে সেকেন্দরপুর
বাড়িতে তিন মাসের অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী। তাঁকে রেখেই মঙ্গলবার রাতে পাহারায় গিয়েছিলেন নিমাই মণ্ডল। তাঁর এমন পরিণতির পর পড়শিদের প্রশ্ন, কী হবে এবার তাঁর পরিবারের। » ৩

পাঁচটি জারে ৭৭টি বল বোমা উদ্ধার
দিনকয়েক আগেই বোমা বিস্ফোরণে জখম হয় দুই নাবালক। সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই ফের কালিয়াচকে উদ্ধার হল প্রচুর সংখ্যক তাজা বোমা। » ৪

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

মালদা		রায়গঞ্জ		বালুরঘাট		শিলিগুড়ি	
৩৮° সর্বোচ্চ	২৭° সর্বনিম্ন	৩৭° সর্বোচ্চ	২২° সর্বনিম্ন	৩৭° সর্বোচ্চ	২৬° সর্বনিম্ন	৩৫° সর্বোচ্চ	২৩° সর্বনিম্ন

ভারতও বদলা নেবে হুংকার গম্ভীরের » ১১

১০ বৈশাখ ১৪৩২ বৃহস্পতিবার ৫.০০ টাকা 24 April 2025 Thursday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 334

পুলিশ-জনতার খণ্ডযুদ্ধ, টিয়ার গ্যাস

তরুণ খুনে উত্তাল অমৃতি

অমৃতিতে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে টিয়ার গ্যাস ছুড়ছে পুলিশ। বুধবার।

হরষিত সিংহ

মালদা, ২৩ এপ্রিল : গ্রাম পাহারার সময় দুষ্কৃতীদের হাতে খুন তরুণ। তাতেই বুধবার সকাল থেকে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে ইংরেজবাজার লাগোয়া অমৃতির সেকেন্দরপুর। রাজ্য সড়ক অবরোধ করে চলে বিক্ষোভ। পরিস্থিতির মোকাবিলায় গেলে পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ শুরু হয়। রাজ্য সড়কের একাধিক জায়গায় অবরোধ করে বিক্ষোভ শুরু হলে নিয়ন্ত্রণে নামে পুলিশ। তাতেই দফায় দফায় পুলিশের সঙ্গে জনতার খণ্ডযুদ্ধ বাধে।

পুলিশকে লক্ষ্য করে ইট পাটকেল ছুড়তে থাকে অবরোধকারীরা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পালটা লাঠিচার্জ করে পুলিশ। তারপর থেকেই আরও পরিস্থিতি খারাপ হতে থাকে। একাধিক জায়গা থেকে পুলিশকে লক্ষ্য করে আক্রমণ চলে। রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় সেকেন্দারপুর সহ অমৃতি। উত্তেজিত জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশও পালটা কাঁদানে গ্যাস ছুড়তে শুরু করে। প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে এলাকা উত্তপ্ত থাকে। বেশ কয়েকজনকে আটক করা হয়।

বেলা দু'টা নাগাদ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। মৃত তরুণের দেহ গ্রামে পৌঁছাতে কিছুটা স্বাভাবিক হয় এলাকা। ঘটনার পরে গ্রামজুড়ে থমথমে পরিবেশ। পুলিশি পাহারায় তরুণের দেহ বাড়িতে পৌঁছায়। এলাকায় নামে শোকের ছায়া। জেলা পুলিশ সুপার প্রদীপকুমার যাদব বলেন, 'গভীর রাতে দুষ্কৃতীদের হামলায় একজনের মৃত্যু হয়েছে। জখম হয়েছে দুইজন। ঘটনার প্রতিবাদে স্থানীয়রা রাস্তা অবরোধ করে। সেই সময় সাধারণ মানুষ রাস্তা পারাপার করতে গেলে বাধা দেয়। তাতেই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়। আপাতত অবস্থা স্বাভাবিক। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।'

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে মৃত তরুণের নাম নিমাই মণ্ডল ওরফে শিবু(২৩)। বাড়ি অমৃতি সেকেন্দরপুর গ্রামে। পেশায় পেট্রোল পাম্পের নৈশপ্রহরী।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কিছুদিন ধরেই গ্রামে দুষ্কৃতী উপদ্রব বাড়ছিল। গ্রামের তরুণ ও পুরুষেরা সমস্যার মোকাবিলায় রাতে পালা করে পাহারা দিচ্ছিলেন গ্রাম। মঙ্গলবার রাতে গ্রাম পাহারায় ছিলেন নিমাই। সঙ্গে আরও দুইজন ছিলেন। স্থানীয়দের অভিযোগ, গভীর রাতে দুষ্কৃতীরা গ্রামে ঢোকার চেষ্টা করে। বাধা দিতে গেলে নিমাই সহ আরও দুইজনকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপায়। গ্রামের বাসিন্দা ছুটে এসে তাদের উদ্ধার করে। হাসপাতালে নিয়ে গেলে মৃত্যু হয় ওই তরুণের। ঘটনায় গুরুতর জখম অবস্থায় মালদা মেডিকেলে চিকিৎসাধীন সূর্য মণ্ডল ও বিশ্বজিৎ রবিদাস। স্থানীয় বাসিন্দা পাপাই ঘোষ বলেন, 'গ্রামে চোরের উৎপাত বাড়ছে। আমরা রাতে গ্রাম পাহারা দিচ্ছি মহিলাদের রক্ষা করতে।

এরপর দশের পাতায়

বিক্ষোভ-অবরোধ

- মঙ্গলবার রাতে গ্রাম পাহারায় ছিলেন নিমাই। সঙ্গে আরও দু'জন ছিলেন। স্থানীয়দের অভিযোগ, গভীর রাতে দুষ্কৃতীরা গ্রামে ঢোকার চেষ্টা করে
- বাধা দিতে গেলে নিমাই সহ আরও দু'জনকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপায় দুষ্কৃতীরা
- ঘটনার জেরে বুধবার সকাল থেকে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে ইংরেজবাজার লাগোয়া অমৃতির সেকেন্দরপুর। রাজ্য সড়ক অবরোধ করে চলে বিক্ষোভ
- নিয়ন্ত্রণে নামে পুলিশ। তাতেই দফায় দফায় জনতার সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধ বাধে

পহলগামে পর্যটক গণহত্যার প্রতিবাদে উত্তাল হয়ে উঠেছে জম্মু ও কাশ্মীর সহ দেশের নানা অংশ। গত ৩৫ বছরে এই প্রথম বুধবার কাশ্মীরে এমন স্বতঃস্ফূর্ত বনধ দেখা গিয়েছে। দেশে ফিরে একের পর এক জরুরি বৈঠকে প্রধানমন্ত্রীর। চোখের সামনে নারকীয় কাণ্ডের দৃশ্য এখনও ভুলতে পারছেন না প্রত্যক্ষদর্শীরা। ছন্দপতন মানতে পারছেন না উপত্যকার মানুষ। তাঁদের বক্তব্য, শান্ত উপত্যকাকে আর অশান্ত হতে দেওয়া উচিত নয়।

মাথা হেঁট কাশ্মীরের

জলজ্যান্ত মানুষটা আর নেই

কিশোর চৌধুরী
(পর্যটক, মালদার বাসিন্দা)

সকালে যে লোকটাকে জলজ্যান্ত দেখলাম পরিবার নিয়ে হাসিখুশিভাবে ঘুরতে যাচ্ছেন, সন্ধ্যায় শুনলাম সেই মানুষটা আর নেই। শ্রীনগরে আমরা যে হোটেলটায় উঠেছি, ওঁরা সেখানেই উঠেছিলেন। কিন্তু এমন হবে কে জানত!

পরিবার নিয়ে এসেছি। আমরা মোট ৬ জন রয়েছি। সব কিছু ঠিকঠাকই ছিল। গতকাল আমরা সোনমার্গে ঘুরতে যাই। আমরা যখন ওখানে ঘুরছিলাম, আনন্দ করছিলাম, তখন যে এমন ভয়ংকর ঘটনা ঘটে যাচ্ছে, তা বুঝতেই পারিনি। হোটেলে ফিরেও সব স্বাভাবিক বলেই মনে হচ্ছিল। তবে সন্ধ্যা নামতেই আবহাওয়াটা বদলে যেতে থাকে। আশপাশের দোকানপাট সব বন্ধ হয়ে যায়।

হঠাৎ শুনি আমাদের হোটেলেরই একজন নাকি পহলগামে মারা গিয়েছেন। সন্ধ্যায় হোটেলের রিসেপশন থেকে ঘটনার কিছুটা জানতে পারি। যে ভদ্রলোক জঙ্গিদের গুলিতে মারা গিয়েছেন, তাঁর সঙ্গে অবশ্য আমার পরিচয় ছিল না। এক হোটেলে থাকার সুবাদে দেখেছিলাম মাত্র। গতকাল সকালে ওঁকেই পরিবার নিয়ে বেরোতে দেখেছিলাম। সন্ধ্যায় সব শেষ! ওঁর পরিবারের বাকি সদস্যরা যে অবস্থায় হোটেলে ফিরেছিলেন, তখন কারও সঙ্গে কথা বলার

এরপর দশের পাতায়

নৌসেনা লেফটেনান্ট বিনয় নরওয়ালের মরদেহের সামনে কান্নায় ভেঙে পড়লেন স্ত্রী। নয়াদিল্লির বিমানবন্দরে (উপরে)। আদিল হুসেন শাহের শেষকৃত্যে অনন্তনাগে স্থানীয় বাসিন্দারা। বুধবার। - পিটিআই

জবাবের প্রস্তুতি, ব্যস্ত নয়াদিল্লি

শ্রীনগর ও নয়াদিল্লি, ২৩ এপ্রিল : পহলগামে বৈসরণ উপত্যকায় পর্যটক গণহত্যায় কেঁপে উঠেছে সারা দেশ। জঙ্গিহানায় নিহত হয়েছেন ২৭ পর্যটক সহ ২৮ জন। সেই ঘটনা সংক্রান্ত ভূরিভূরি ছবি এবং ভিডিও ইতিমধ্যে প্রকাশ্যে এসেছে। সেরকমই একটি ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, জঙ্গিহানার পরেই কাশ্মীর ছাড়ছেন ভীতসন্ত্রস্ত পর্যটকরা। কাশ্মীরের বিভিন্ন রাস্তায় পর্যটকদের গাড়ির ভিড়। তাড়াহুড়ো করে কাশ্মীর ছাড়ার চেষ্টা করছেন তাঁরা। এর জেরে রাস্তায় যানজট তৈরি হয়েছে।

পর্যটক গণহত্যার প্রতিবাদে উত্তাল হয়ে উঠেছে জম্মু ও কাশ্মীর। উপত্যকায় জঙ্গি হামলা নতুন নয়। কিন্তু পর্যটকদের ওপর এমন বেপরোয়া হামলা আগে কখনও ঘটেছে বলে কেউই মনে করতে পারছেন না। পর্যটক গণহত্যার প্রতিবাদে বুধবার কার্যত পুরো কাশ্মীর স্তব্ধ হয়ে যায়। গত ৩৫ বছরে এই প্রথমবার কাশ্মীরে এমন স্বতঃস্ফূর্ত বনধ দেখা গিয়েছে। বুধবার সকাল থেকেই উপত্যকার মসজিদগুলির মাইক থেকে জনগণকে রাস্তায় নামার আহ্বান জানানো হয়। পহলগামে ঝাঁপ পড়ে যায় সমস্ত দোকানপাট, হোটেলের। শহরের অলিগলিতে বিক্ষোভ মিছিল চলে দিনভর। হাতে প্ল্যাকার্ড, কণ্ঠে ক্ষোভ, 'আমরা ভারতীয়, আমরা সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে।' বিক্ষোভকারীদের বলতে শোনা যায়, 'এই ঘটনা লজ্জায় মাথা হেঁট করে দিয়েছে।'

এদিকে ভূস্বর্গ ভয়ংকর হয়ে ওঠার ২৪ ঘণ্টা পরে জঙ্গিদের একটি দলের সন্ধান পেল ভারতীয় সেনা। দক্ষিণ কাশ্মীরের কুলগাঁও জেলার পাহাড়-জঙ্গল ঘেরা তংমার্গ এলাকায় বুধবার বিকেল থেকে দু'তরফের গুলির লড়াই শুরু হয়েছে। সেনা সূত্রের খবর, জঙ্গিদের একটি দলকে ঘিরে ফেলা হয়েছে।

পাক জঙ্গিগোষ্ঠী লস্কর-ই-তৈবার ছায়া সংগঠন 'দ্য রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্ট' (টিআরএফ)-এর ঘাতক বাহিনীর হামলায় মঙ্গলবার দুপুরে অনন্তনাগ জেলার পর্যটনকেন্দ্র পহলগামের বৈসরণ উপত্যকার জঙ্গিহানায় ২৬ জন পর্যটক এবং স্থানীয় এক টাট্টুওয়ালা নিহত হন। ঘটনাস্থল থেকে কুলগাঁওয়ের দূরত্ব প্রায় ৬০ কিলোমিটার। প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে, নিয়ন্ত্রণরেখা (এলওসি) পেরিয়ে অনুপ্রবেশকারী ওই দলটিই মঙ্গলবার হত্যালীলা চালিয়েছিল।

জম্মু এবং কাশ্মীরের পহলগামে হত্যালীলার দ্রুত জবাব দেওয়া হবে বলে বুধবারই নয়াদিল্লির তরফে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে দেশবাসীকে। ইতিমধ্যে বুধবার সন্ধ্যায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বাসভবনে জরুরি বৈঠকে বসে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার নিরাপত্তা সংক্রান্ত কমিটি (সিসিএস)। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং এবং বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকরও।

বুধবার সকালে সৌদি আরব থেকে

এরপর দশের পাতায়

DESUN HOSPITAL SILIGURI
শিলিগুড়ির সব থেকে বড়
ডিসান নার্সিং স্কুল ও কলেজ
এখন ফুলবাড়িতে
2025-26-এ ভর্তির জন্য যোগাযোগ করুন
90 5171 5171

প্রস্তুতি কেন্দ্রের

- পহলগামে হত্যালীলার দ্রুত জবাব দেওয়া হবে বলে বুধবারই নয়াদিল্লির আশ্বাস দেশবাসীকে
- এদিনই সন্ধ্যায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বাসভবনে জরুরি বৈঠকে বসে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার নিরাপত্তা সংক্রান্ত কমিটি
- উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং এবং বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকরও
- নয়াদিল্লিতে ফেরার পরেই জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভালের সঙ্গে বৈঠক করেন মোদি

শ্রীনগরের পথঘাট নিস্তব্ধ

বিশ্বজিৎ সাহা

শ্রীনগর, ২৩ এপ্রিল : বুধবার ঘড়ির কাঁটায় তখন সকাল ৮টা। অন্যান্য দিন এসময় ভূস্বর্গের রাজধানী শ্রীনগরের সমস্ত দোকানপাট খুলে যায়। পর্যটকরা সকাল থেকে ভিড় করেন। কিন্তু এদিনের সেই চেনা চিত্রটাই বদলে গিয়েছে গোটা উপত্যকাজুড়ে। সমস্ত দোকানপাট বন্ধ। প্রশস্ত রাস্তাগুলিও খাঁখাঁ করছে। বিগত দু'দশকে বনধের এমন চিত্র দেখেননি উপত্যকাবাসী।

মঙ্গলবার জঙ্গি হামলায় ২৭ জন পর্যটকের মৃত্যুর ঘটনায় এদিন শ্রীনগর সহ গোটা জম্মু-কাশ্মীরে স্বতঃস্ফূর্ত বনধ পালিত হয়। জম্মু-কাশ্মীরের বিভিন্ন ব্যবসায়ী সংগঠন, ট্রান্সপোর্ট ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন, ট্রেড ইউনিয়ন সহ বিভিন্ন সংগঠন ওই বনধের ডাক দিয়েছে। গুলমার্গ থেকে কাশ্মীর পর্যন্ত গোটা রাস্তা ঘুরে দেখা গেল ওষুধের দোকান এবং খাবারের দোকান ছাড়া খোলা নেই কিছুই। তবে রাস্তায় চোখে পড়েছে শ্রীনগরগামী পর্যটকবোঝাই বেশ কিছু যানবাহন এবং সেনা, আধাসেনা ও জম্মু-কাশ্মীর পুলিশের টহলদারি গাড়ি। প্রশিক্ষিত কুকুরের ঘোরাঘুরি। সবমিলিয়ে আতঙ্কের পরিবেশ।

পুলওয়ামা কাণ্ডের পর ভূস্বর্গ কাশ্মীর যখন ধীরে ধীরে স্বাভাবিক ছন্দে ফিরেছে সেই সময় পহলগামের ঘটনায় ফের ছন্দপতন যেন মেনেই নিতে পারছেন না উপত্যকার সাধারণ মানুষ। গুলমার্গ এবং শ্রীনগরের মাঝে অন্যতম হিল স্টেশন তানমার্গ। সকাল ন'টায় হোটেলে ফিরে আসা পর্যটকদের আশ্বস্ত করার ফাঁকে হোটেলের ম্যানেজার ইমতিয়াজ শেখ বলছিলেন, 'এই ঘটনার কোনও জবাব নেই আমাদের কাছে। মৃতদের পরিবারের সঙ্গে গোটা উপত্যকার মানুষ শোকস্তব্ধ। আমরা কোনও কিছু বলার ভাষা হারিয়েছি।'

তিন পুরুষ ধরে শ্রীনগরের বাসিন্দা পেশায় আইনজীবী বলবীর সিং মেহেতা। এদিন আদালত বন্ধ থাকলেও স্পেশাল কোর্ট থাকায় সকাল সাড়ে ১০টায় আদালতে যাওয়ার পথে বলবীর বলছিলেন, 'কেন এই ঘটনা ঘটল তার দ্রুত তদন্ত করে প্রকৃত দোষীদের গ্রেপ্তার করা প্রয়োজন। শান্ত উপত্যকা কোনওমতেই আর অশান্ত হতে দেওয়া উচিত নয় প্রশাসনের।'

প্রতি বছর মার্চ মাস থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত পর্যটনের ভরা মরশুম কাশ্মীর উপত্যকা। পর্যটকরা যাতে

এরপর দশের পাতায়

বিনপাড়ায় দ্বাদশের পড়ুয়ার গুলিবিদ্ধ দেহ

সেনাউল হক

কালিয়াচক, ২৩ এপ্রিল : ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের নওদা বিনপাড়া বর্ডার আউট পোস্ট থেকে সামান্য দূরে দ্বাদশ শ্রেণির এক পড়ুয়ার গুলিবিদ্ধ মৃতদেহ উদ্ধারকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়াল বুধবার সকালে। আর পাঁচটা দিনের মতো স্থানীয় চাষিরা জমি যাওয়ার সময় রক্তাক্ত অবস্থায় ওই তরুণের মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখেন। এই খবর চাউর হতেই গ্রামের লোকজন ভিড় জমান ওই এলাকায়। খবর দেওয়া হয় কালিয়াচক থানায়। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

মৃত তরুণের নাম শুভঙ্কর ঘোষ (১৯)। বাড়ি কালিয়াচক থানার আকন্দবাড়িয়া অঞ্চলের মিলিক সুলতানপুরের সাইলাপুর গ্রামে। সে এক বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের দ্বাদশ শ্রেণিতে পড়াশোনা করত। সীমান্তের প্রায় দেড়শো মিটার দূরে ঘটনাটি ঘটলেও বিএসএফের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। তবে প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, বাড়ি থেকে প্রায় দেড় কিলোমিটার দূরে দেহটি পড়েছিল। মৃতের বুকের ডান পাশে বুলেটের চিহ্ন লক্ষ করা গিয়েছে। ঘটনাকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে চনওদা বিনপাড়ার মানুষের মধ্যে।

মৃতের পরিবারের দাবি, শুভঙ্কর একটি আবাসিক মিশনে থেকে লেখাপড়া করত। প্রায় সাতদিন আগে বাড়ি থেকে আবাসিক মিশনে চলে যায়। এরপর বুধবার সকালে বাড়ি থেকে প্রায় দেড় কিলোমিটার দূরে রক্তাক্ত অবস্থায় তার নিথর দেহ উদ্ধার হয়। তবে কে বা কারা এবং কেন গুলি করল? তার উত্তর এখনও অধরা।

তবে গোয়েন্দা সূত্রে খবর ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকা দিয়ে চোরাপথে কাফ সিরাপ পাচার করার

এরপর দশের পাতায়

উদ্বিগ্ন সাইলাপুর গ্রামের বাসিন্দারা।

লরির ধাক্কায় মৃত নার্সারির ছাত্রী, জখম বাবা

বিপ্লব হালদার

গঙ্গারামপুর, ২৩ এপ্রিল : বায়না ধরেছিল বাড়ি ফিরে আইসক্রিম খাবে। কিন্তু খাওয়া আর হল না। স্কুল থেকে বাবার সঙ্গে বাইকে চেপে বাড়ি ফেরার সময় লরির ধাক্কায় মৃত্যু হল নার্সারির ছাত্রী দেবাংশীর(৩)। গুরুতর জখম তার বাবা হিমাংশু মণ্ডল (৪৫)। বুধবার ঘটনাটি ঘটেছে গঙ্গারামপুর থানার দুর্গাপুর শ্মশান সংলগ্ন এলাকায়।

পেশায় কৃষক হিমাংশু মণ্ডল নয়াবাজার মিলপাড়ার বাসিন্দা। তাঁর দুই মেয়ের মধ্যে দেবাংশী ছোট। গঙ্গারামপুর শহরের একটি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের নার্সারিতে পড়ত। স্কুল ছুটির পর বাবার মোটরবাইকে চেপে বাড়িতে ফিরছিল।

প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ানে জানা গিয়েছে, দুর্গাপুর শ্মশান ও নয়াবাজার ১ নম্বর মোড় এলাকায় আসতে গঙ্গারামপুরগামী একটি লরি হিমাংশুর মোটরবাইকে ধাক্কা মারে।

এরপর দশের পাতায়

তালিকা স্কুলে, তবুও অবস্থান

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ২৩ এপ্রিল : বুধবার কলকাতার বিকাশ ভবন থেকে জেলায় জেলায় বিদ্যালয় পরিদর্শকদের অফিসে দাগি নন এমন ১৫৪০৩ জন যোগ্য শিক্ষকদের তালিকা পাঠানো হয়েছে। এদিন বিকালের মধ্যেই ওই তালিকা জেলার স্কুলগুলিতে পৌঁছে যায়। স্কুলের প্রধানরা ওই তালিকা ধরে সংশ্লিষ্ট যোগ্য শিক্ষকদের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁদের স্কুলে আসার জন্য বার্তা পাঠিয়েছেন। তবে চিঠিতে স্পষ্টই বলা হয়েছে, ওই প্যানেলের শিক্ষাকর্মীদের বেতন বন্ধ থাকবে। চাকরিহারা যোগ্য শিক্ষকরা অবশ্য এই তালিকায় আদৌ সন্তুষ্ট নন। তাঁরা জানিয়ে দিয়েছেন, আন্দোলন জারি থাকবে। স্থায়ী সমাধান না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা স্কুলে যাবেন না। তবে রাজ্যের পাঠানো এই তালিকাই চূড়ান্ত কি না তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। কারণ, দিনের শেষে দেখা গেল যোগ্য শিক্ষকদের আন্দোলনের অন্যতম মুখ চিন্ময় মণ্ডলের নাম ওই তালিকায় নেই। তাঁর স্কুলের কাছে তাঁর সম্পর্কে কোনও খবরই পৌঁছায়নি।

প্রায় ৪৮ ঘণ্টা পর অবশেষে শর্তসাপেক্ষে বুধবার সকাল ৯টা ৩০ নাগাদ শিক্ষকদের ঘেরাওমুক্ত হলেন স্কুল সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মজুমদার। কিন্তু আন্দোলনকারী চাকরিহারা শিক্ষকরা স্পষ্ট করে দিয়েছেন, ধর্না-বিক্ষোভ যথারীতি চলবে। 'যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকা অধিকার মঞ্চ ২০১৬'-র মুখ্য আহ্বায়ক মেহবুব মণ্ডল এদিন বলেন, 'চেয়ারম্যান আমাদের মঙ্গলবার রাত থেকেই ক্রমাগত অনুরোধ করতে থাকেন তাঁকে এবং আরও ১৫ জন কর্মীকে ঘেরাওমুক্ত করার জন্য। তবে আমরা রাজি হইনি। আজ আমাদেরই মামলার শুনানি রয়েছে হাইকোর্টে। সেখানে চেয়ারম্যানের উপস্থিত থাকার কথা। তাই আমরা ঘেরাওমুক্ত না করলে পরে আমাদের ওপরেই দোষ পড়বে।'

তবে বিক্ষোভ মঞ্চের ভিড় তুলনায় বুধবার কমেছে। কিছু আন্দোলনকারী বাড়ি ফিরে গিয়েছেন, কেউ আবার স্কুলে ফেরার কথাও ভাবছেন। অধিকার মঞ্চের তরফে মেহবুব মণ্ডল অভিযোগ করেন, 'এভাবে আন্দোলন চালালে কোনও লাভ হবে না। বুধবার সকালে মাত্র একশো জনের কাছাকাছি শিক্ষক অবস্থানরত। লোকবল না হলে উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা আমাদের কথা মানবেনই বা কেন?'

আন্দোলনকারীরা জানান, এসএসসি'র চেয়ারম্যানের সঙ্গে আরও তিনজন মহিলা কর্মীকে মানবিকতার খাতিরে বুধবার সকালে মুক্তি দিয়েছেন তাঁরা। বাকি কর্মীরা এখনও আটকে রয়েছেন আচার্য সদনে। তবে নিঃশর্ত নয়, কয়েকটি শর্তসাপেক্ষে এসএসসি চেয়ারম্যানকে মুক্তি দিয়েছেন চাকরিহারা শিক্ষকরা। প্রথমত, ডিআই অফিসে পাঠানো যোগ্যদের তালিকা সকলের সামনে প্রকাশ করতে হবে। দ্বিতীয়ত, মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সঙ্গে বৈঠক করে 'টেন্টেড' বা 'দাগি'দের টার্মিনেশন লেটার দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। তৃতীয়ত,

এরপর দশের পাতায়

এসএসসি ভবনের সামনে ধর্নায় চাকরিহারা যোগ্য শিক্ষকরা। বুধবার।

তোর্ষা একটি জীবনের নাম

ব-এ বিনোদন

অনিমেষ দত্ত ও গৌরহরি দাস

শিলিগুড়ি ও কোচবিহার, ২৩ এপ্রিল : সদ্য কোচবিহারে বসবাস শুরু করে একটি উচ্চবিত্ত পরিবার। পরিবারে একমাত্র মেয়ে তোর্ষা। বাবা কোচবিহারের জেলা শাসক। তোর্ষাকে নামী বেসরকারি স্কুলে ভর্তি করানো হলেও মেয়ের পড়াশোনায় কিছুতেই মন বসে না। সে মানতে চায় না কোনও অনুশাসন। প্রকৃতির সান্নিধ্যে আসতে চায়। পাখি হয়ে তোর্ষা নদীর চরে উড়ে বেড়াতে চায়। কিন্তু বাদ সাধে তার উচ্চবিত্ত পরিচিতি। জেলেবস্তির সমবয়সিদের সঙ্গে মিশতে দিতে চান না বাবা-মা। তবে মেয়েও নাছোড়বান্দা। সে-ও বস্তির ছেলেমেয়ের মতো চায়ে রুটি ডুবিয়ে খেতে চায়।

তোর্ষার জীবনটা খরস্রোতা তোর্ষার মতোই চার দেওয়ালে সীমাবদ্ধ থাকে না আর। বয়ে যায়। আর এই দুই তোর্ষার এক হয়ে যাওয়ার গল্পই ক্যামেরায় তুলে ধরেছেন পরিচালক কৃষ্ণেন্দু ষান্নিগ্রাহী। তোর্ষাপাড়ের জনজীবনের রোজনামচার গল্প এই প্রথমবার উঠে এসেছে তাঁর 'তোর্ষা একটি নদীর নাম' ছবিতে। ইতিমধ্যেই প্যারিস, নিউ ইয়র্ক, নয়াদিল্লি সহ বেশ কয়েকটি জায়গায় ফিল্ম ফেস্টিভালে জায়গা করে নিয়েছে সিনেমাটি।

উত্তরবঙ্গের নদী বলতেই প্রথমে তিস্তার কথা মাথায় আসে। তারপর আসে তোর্ষার নাম। সাহিত্য, নাটক, গল্প, উপন্যাস, সিনেমায় বারবার তিস্তাই প্রাধান্য পেয়েছে। তোর্ষা যেন খানিকটা উপেক্ষিত। এই ভাবনা থেকেই কি ছবির চিত্রনাট্যটি কোচবিহারে তোর্ষার পাড়ে এনে ফেলেছেন? একবাক্যে তাতে সায় দিয়েছেন ছবির প্রযোজক নির্মল ঘোষ। তাঁর কথায়, 'তিস্তা-তোর্ষা দুই বোন হলে ছোট বোন কিছুটা দুঃখী বটে। তাই আমরা তোর্ষাকে বেছে নিই।'

তোর্ষা একটি নদীর নাম ছবির দৃশ্য। -সংবাদচিত্র

> অদ্বৈত মল্লবর্মনের কালজয়ী উপন্যাস সম্পর্কে কথা বলার ধৃষ্টতা আমার নেই। আর ঋত্বিক ঘটক আমাদের সবার গুরু। আমাদের গল্পটা এক বাচ্চা মেয়েকে কেন্দ্র করে। তার চোখ দিয়ে আমরা পৃথিবীটাকে দেখাতে চেয়েছি। তোর্ষা কোনও শ্রেণিবিভাজন মানতে চায় না। ধর্ম, জাতপাতের শিকল ভেঙে সে নিজেই খরস্রোতা তোর্ষা হয়ে ওঠে। তাই আমাদের মনে হয়েছে এই নামটা ছবির জন্য সঠিক অর্থ বহন করবে।
>
> **-কৃষ্ণেন্দু ষান্নিগ্রাহী**
> পরিচালক

২০২৩ সালে ছবিটি তৈরির ভাবনাচিন্তা শুরু করেন নির্মল এবং তাঁর স্ত্রী অভিনেত্রী দীপান্বিতা ঘোষ। তারপর গুটিগুটি পায়ে গতবছর ডিসেম্বরে শেষ হয় শুটিং। আগে বেশ কয়েকটি বাংলা ধারাবাহিকে অভিনয় করলেও এটাই দীপান্বিতার প্রথম ছবি। তোর্ষা মায়ের চরিত্রে অভিনয় করেছেন তিনি।

ছবির নাম থেকে মনে পড়ে যায় অদ্বৈত মল্লবর্মনের বিখ্যাত উপন্যাস 'তিতাস একটি নদীর নাম'। পরে ঋত্বিক ঘটক এই গল্পের চলচ্চিত্রায়ন করেন। 'তোর্ষা একটি নদীর নাম,' এহেন নামকরণের পিছনে কি মল্লবর্মনের উপন্যাস অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল? পরিচালক কৃষ্ণেন্দুর ব্যাখ্যা, 'অদ্বৈত মল্লবর্মনের কালজয়ী উপন্যাস সম্পর্কে কথা বলার ধৃষ্টতা আমার নেই। আর ঋত্বিক ঘটক আমাদের সবার গুরু। আমাদের গল্পটা এক বাচ্চা মেয়েকে কেন্দ্র করে। তার চোখ দিয়ে আমরা পৃথিবীটাকে দেখাতে চেয়েছি। তোর্ষা কোনও শ্রেণিবিভাজন মানতে চায় না। ধর্ম, জাতপাতের শিকল ভেঙে সে নিজেই খরস্রোতা তোর্ষা হয়ে ওঠে। তাই আমাদের মনে হয়েছে এই নামটা ছবির জন্য সঠিক অর্থ বহন করবে।'

ছবিতে কলকাতার পাশাপাশি কোচবিহারের থিয়েটার জগতের কলাকুশলীরাও অভিনয় করেছেন। বড় অংশের শুটিং হয়েছে হরিণচওড়ার ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ লাগোয়া তোর্ষা এলাকায়। কাকতালীয়ভাবে ছবির গল্পের সঙ্গে বাস্তবের একটা মিল রয়েছে। রিলে উচ্ছেদের নোটিশ ধরানো হয় জেলেবস্তির বাসিন্দাদের। বস্তি উচ্ছেদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় পাঁচ শিশু। বুলডোজারের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে স্বয়ং তোর্ষা। বাস্তবে তোর্ষাপাড়ের বাসিন্দাদের উচ্ছেদের পরিকল্পনা চলছে।

সিনেমার গল্প লিখেছেন পুলককুমার দাস। সংগীত পরিচালনা করেছেন দেবজ্যোতি মিশ্র। শিল্পী ইমন চক্রবর্তীর কণ্ঠে তোর্ষা নদীকে কেন্দ্র করে একটি গানও রয়েছে ছবিতে। একটি গান গেয়েছেন রূপম ইসলাম। আসন্ন গরমের ছুটিতে বাংলার সিনেমা হলগুলিতে মুক্তির অপেক্ষায় 'তোর্ষা একটি নদীর নাম।'

খাবার জোগানে নতুন ভরসা বেত-নলখাগড়া

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ২৩ এপ্রিল : ডুয়ার্সের বনাঞ্চল থেকে বেত-নলখাগড়ার মতো গাছ এবং সবুজ তৃণভূমি ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে। ফলে তৃণভোজীদের খাদ্যসংকট দেখা দিচ্ছে। গত কয়েকবছর ধরে নানা মহল থেকে এমনই আশঙ্কার কথা উঠে আসছে। তাই বেত-নলখাগড়ার চাষ জঙ্গল এলাকায় বাড়ানোর কাজ শুরু করল জলপাইগুড়ি বনবিভাগ।

দলগাঁও ফরেস্ট রেঞ্জে বেত গাছ পাইলট প্রকল্প হিসেবে রোপণ করে সাফল্য মেলায় এবার নাথুয়া ফরেস্টেও বেত গাছ রোপণের পরিকল্পনা নিয়েছে জলপাইগুড়ি বনবিভাগ। বেতের পরে নলখাগড়ার চাষ বাড়ানোর পরিকল্পনা নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করেছে বনবিভাগ। জলপাইগুড়ি বনবিভাগের ডিএফও বিকাশ ভি জানান, বেত গাছ হাতি, হরিণ, বাইসনের প্রিয় খাবার। কিন্তু সেই গাছ আজ ডুয়ার্সের জঙ্গল থেকে প্রায় হারিয়ে গিয়েছে। তাই বীরপাড়ার দলগাঁও ফরেস্ট রেঞ্জে ২ হেক্টর জমিতে ৩ হাজার ৬০০টি বেত গাছের চারা ২০২২ সালে পাইলট প্রোজেক্ট হিসেবে রোপণ করা হয়েছিল। এক বছরে তা থেকে বীজ তৈরি করে নাথুয়া রেঞ্জেও বেতের চারা রোপণ করা হচ্ছে। জলপাইগুড়ি বনবিভাগের সমস্ত রেঞ্জ ও বিটের আওতায় থাকা জঙ্গল এলাকায় বেত গাছ রোপণ করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এতে তৃণভোজীদের পর্যাপ্ত খাদ্যের জোগান হবে বলে মনে করছেন তাঁরা।

দলগাঁও ফরেস্ট এলাকায় এভাবেই বেত গাছ লাগাচ্ছে বনবিভাগ।

জলপাইগুড়ি সায়েন্স অ্যান্ড নেচার ক্লাবের সম্পাদক ডঃ রাজা রাউত বলেন, 'বেত ও নলখাগড়া তৃণভোজীর প্রিয় খাদ্য। কিন্তু জঙ্গলে বিভিন্ন সময়ে বন্যপ্রাণীর শুমারিতে গিয়ে দেখা যায়, সেসব গাছ প্রায় উধাও হয়ে গিয়েছে। বন দপ্তর সঠিক উদ্যোগ নিয়েছে।' একই বক্তব্য পরিবেশকর্মী শ্যামাপ্রসাদ পান্ডেরও।

গ্রামবাংলার ঐতিহ্যের সঙ্গেও জড়িয়ে আছে বেত ও নলখাগড়া। বাঁশ, বেতের মতো প্রাকৃতিক উপাদানগুলিই গ্রামীণ হস্তশিল্পকে বাঁচিয়ে রেখেছে। অন্যদিকে, নলখাগড়া সরস্বতীপুজো সহ নানা প্রয়োজনে দরকার পড়ে। এক দশক আগেও ডুয়ার্সের জঙ্গলে প্রচুর বেত ও নলখাগড়ার গাছ দেখা যেত। হাতি সহ অন্যান্য তৃণভোজী প্রাণীর প্রিয় খাদ্য ছিল গাছ দুটির কচি পাতা। কিন্তু বর্তমানে বেত গাছ ডুয়ার্সের জঙ্গল থেকে উধাও হয়ে গিয়েছে বললেই চলে। লোকসংস্কৃতির গবেষক দিলীপ বর্মা বলেন, 'বেতের কদর আছে বিভিন্ন ধরনের হস্তশিল্প সামগ্রী তৈরিতে। বাঁশ থাকলেও বেত গাছ লোপ পেয়েছে। পুনরায় ফিরিয়ে আনার এই উদ্যোগ প্রশংসনীয়।'

Government of West Bengal

Tenders are invited by the undersigned vide e-NIT No: 1542/KMD/2024-25; Dated : 22-04-2025 of the Block Development Officer, Kushmandi Dev. Block, Kushmandi, D/Dinajpur. For details in http://wbtenders.gov.in or in this Office notice board.

Sd/-
Block Development Officer
Kushmandi, D/Dinajpur

বিজ্ঞপ্তি

আমার ঠাকুরমা মৃত বঙ্কিম চন্দ্র নন্দি, পিতা মৃত চিন্তাহরণ নন্দি, সাকিন মহানন্দাপাড়া, শিলিগুড়ি, নিম্ন তপশীলভুক্ত জমি যাহা ৫২৬ ও ১৮১৮ নং দলিল উভয়ের সাল 1959 মূলে খরিদ করে এবং তিনি তার জীবনকালে কোনও জমি বিক্রি করে নাই। কিছু অসাধু ব্যক্তি একটি দলিল ও আমমোক্তারনামা দ্বারা সেই জমি বিক্রি করেন। উক্ত দলিল ও আমমোক্তারনামাতে পিঠদলিল এ ৫২৬ ও ১৮১৮ নং দলিল উল্লেখ নাই। তারাই উক্ত জমির মূল খতিয়ানের উত্তরাধিকার থেকেও দলিল মূলে সেই জমি বিক্রি করে। যদি কোনও ব্যক্তি নিম্ন তপশিলভুক্ত জমি ক্রয় করেন তবে তাহা নিজ দায়িত্বে করবেন। তপশিল- মৌজা বিন্নাগুড়ি শিট নং ১১, মোট জমি ১০ একর, দাগ নং ৪৩৪, ৪৩৬, ৪৩৭, ৪৫২, ৪৫৩, ৪৫৪, ৪৫৫, ৪৫৬, ৪৫৭, ৪৫৮, ৪৫৯, ৫৮২, ৫৮৩, ৫৮৪ ও ৫৮৫, খতিয়ান নং ৪৮৩/১ ও ৪৮৩/২, জেলা জলপাইগুড়ি।

VACANCY

Dr. P. K. Saha Hospital, Cooch Behar

Position : Technician-Operation Theatre
Qualification : Degree/Diploma in Operation Theatre Technology
Experience : At least 1 to 3 years.

Position : Cleaner-Housekeeping
দায়িত্বসমূহ :
পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্তকরণ : সমস্ত হাসপাতালের এলাকা মান অনুযায়ী পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত করা
বর্জ্য ব্যবস্থাপনা : চিকিৎসা ও সাধারণ বর্জ্য প্রোটোকল অনুযায়ী নিষ্পত্তি করা
উপকরণ রক্ষণাবেক্ষণ : পরিষ্কার উপকরণ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা
সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ : সংক্রমণ প্রতিরোধের জন্য প্রক্রিয়া অনুসরণ করা
রিপোর্টিং কর্তৃপক্ষ : রক্ষণাবেক্ষণ সমস্যা বা বিপদ হলে কর্তৃপক্ষকে রিপোর্ট করা
রোগীর সাথে কথোপকথন : রোগী ও কর্মীদের সাথে শিষ্টাচারপূর্ণভাবে কথোপকথন করা
নিয়ম মেনে চলা : সমস্ত হাসপাতালের নীতি ও নিয়মাবলি মেনে চলা

Interested candidates are invited to submit their applications by email to recruitment@drpksahahosp.in or contact us at 7797676888

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলে পে' এণ্ড ইউজ টয়লেটের জন্যে ই-নিলাম

নিউ আলিপুরদুয়ার এবং দিনহাটা স্টেশনে পে এণ্ড ইউজ টয়লেটের জন্যে ই-নিলাম ঠিকা। রেট ইউনিটঃ বার্ষিক অনুজ্ঞাপত্র প্রদানের শুল্ক। ট্রিপস/দিনঃ ১০৯৬।

অঞ্চল ক্যাটালগ সংখ্যা. পাণ্ডু-১৩

এগ্রিমেন্ট সংখ্যা.	এলওটি সংখ্যা./শ্রেণী	বিবরণ
৩এ/১	পিএনইউ-এপিডিজে-ডিএইচএইচ-টিওআই-১১-২২-১ (পে এণ্ড ইউজ-টয়লেট)	দিনহাটার প্ল্যাটফর্ম নং. ১ এ পে এণ্ড ইউজ টয়লেট
৩এ/২	পিএনইউ-এপিডিজে-এনওকিউ-টিওআই-৫৩-২৪-১ (পে এণ্ড ইউজ - টয়লেট)	নিউ আলিপুরদুয়ারে পে এণ্ড ইউজ টয়লেটের পরিচালন
এবি/১	পিএনইউ-এপিডিজে-এনএমজেড-ডব্লিউআরএল-৪৫-২২-১ (পে এণ্ড ইউজ-লাউঞ্জেস/ওয়েটিং/রিটায়ারিং/ক্লোক রুমস)	নিউ মাল জংশনের ক্লোক রুমে মানব নিযুক্তি এবং পরিচালন

নিলাম প্রারম্ভ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ২৮-০৪-২০২৫ তারিখে ১০.০০ ঘন্টায়। নিলাম বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ২৮-০৪-২০২৫ তারিখে ১০.৫০ ঘন্টায়। প্রত্যাশিত ডাককর্তাগণকে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in এ ই-নিলাম লীজিং মোডিউল অবলোকন করার জন্য অনুরোধ করা হল।

মণ্ডল রেলওয়ে প্রবন্ধক (সি), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

ইউপিএসসিতে সাফল্য অ্যাপটি প্লাসের

নিউজ ব্যুরো

২৩ এপ্রিল : ইউপিএসসি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় অ্যাপটি প্লাস অ্যাকাডেমির ষাটজনের বেশি পড়ুয়া তাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছেন। ছাত্রছাত্রীরা এআইআর ৮, এআইআর ৩৪, এআইআর ৪৮, এআইআর ৪৫২ এবং এআইআর ৭৮৯ পেয়েছে। সফল প্রার্থীদের মধ্যে কলকাতার সাতজন রয়েছেন। পূর্ব ভারতের সবচেয়ে পুরোনো সিভিল সার্ভিস কোচিং প্রতিষ্ঠান হল অ্যাপটি প্লাস অ্যাকাডেমি। ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিশিষ্ট শিক্ষকদের কলকাতায় এনে ক্লাস পরিচালনা করানো হচ্ছে। ২০২৩ সালে ইউপিএসসি-র পরীক্ষাতেও ওই অ্যাকাডেমির ৮০ জনের বেশি পড়ুয়া সফল হয়েছিলেন। এছাড়া, ওই বছরের রাজ্য পিএসসি পরীক্ষায় প্রায় পাঁচশো প্রার্থী সফল হয়েছিলেন।

গ্রেপ্তার

ফালাকাটা, ২৩ এপ্রিল : প্রথমে কুপ্রস্তাব দেওয়া হয়। তাতে রাজি না হওয়ায় এক তরুণীর আপত্তিকর ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল করে গ্রেপ্তার হল এক তরুণ। নাম অরূপ বিশ্বাস (২৬)। তার বাড়ি ফালাকাটা থানার ধনীরামপুর-১ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। ফালাকাটা থানার আইসি অভিষেক ভট্টাচার্য বলেন, 'তরুণীর পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে তরুণকে গ্রেপ্তার করা হয়। সাতদিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছে আদালত।'

আজ টিভিতে

দুগ্গামণিকে গায়ত্রীর বিষয়ে প্রশ্ন করে কঠিন সত্যের মুখোমুখি প্রকাশ। এদিকে আশ্রমে গায়ত্রীর পিছু নিয়ে হাজির নীলাভ।
দুগ্গামণি ও বাঘমামা রাত ৯.৩০ **জি বাংলা।**

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৭.০০ গরীবের সম্মান, ১০.০০ রাজাবাবু, দুপুর ১.০০ আই লভ ইউ, বিকেল ৪.১৫ টোটাল দাদাগিরি, সন্ধ্যা ৭.১৫ বিদ্রোহ, রাত ১০.১৫ লভ ম্যারেজ
জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.৩০ বৌমার বনবাস, দুপুর ২.৩০ মানুষ কেন বেইমান, বিকেল ৫.০০ আসল নকল, রাত ১০.০০ বউরাণী, ১.০০ লকডাউন
জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ স্বামীর ঘর, বিকেল ৪.৩০ অমানুষ, সন্ধ্যা ৭.৩৫ হার জিত, রাত ১০.২০ ওয়ান
কালার্স বাংলা : বিকেল ৩.০০ গ্যাঁড়াকল
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ রাজা রামমোহন
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ মায়াবী রাত
জি সিনেমা এইচডি : বেলা ১১.৪৯ আরআরআর, বিকেল ৩.৩৩ বিজনেসম্যান-টু, সন্ধ্যা ৬.২৭ তুম্বাড়, রাত ৮.৩০ স্কন্দ, ১১.৫২ রাজা সাহেব কা কমরা
অ্যান্ড পিকচার্স এইচডি : সকাল ১০.৫৯ নাচ লাকি নাচ, দুপুর ১.৩০ স্পাইডার, বিকেল ৪.১১ আ অব লওট চলে, সন্ধ্যা ৭.৩০ শাদি মে জরুর আনা, রাত ১০.০৫ ভৈরবাকোনা
অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : বেলা ১১.১৩ হাফ গার্লফ্রেন্ড, দুপুর ১.৩৩ মিশন মজনু, বিকেল ৩.৪৬ ডন-টু, ৬.১৫ এজেন্ট বিনোদ, রাত ৯.০০ কেদারনাথ, ১০.৫৮ মর্দ কো দর্দ নহি হোতা
মুভিজ নাউ : সকাল ১০.২০ রকি, দুপুর ১২.১৫ দ্য হবিট : অ্যান আনএক্সপেক্টেড জার্নি, ২.৫৫ এক্স মেন : ফার্স্ট ক্লাস, বিকেল ৫.০৫ স্পিসিজ, সন্ধ্যা ৬.৪০ দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ নট এনাফ, রাত ৮.৪৫ এলিয়েন ভার্সেস প্রিডেটর, ১০.২০ শাটার, ১১.৪০ আওয়ার্স

ডন-টু বিকেল ৩.৪৬
অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি

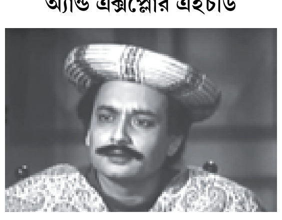
রাজা রামমোহন
দুপুর ২.৩০ ডিডি বাংলা

দ্য অ্যাডভেঞ্চার্স অফ টিনটিন
বিকেল ৫.৪৮ রমেডি নাউ

ডেডলিয়েস্ট স্নেকস অফ সাউথ আফ্রিকা
রাত ৯.৫০ অ্যানিমাল প্ল্যানেট হিন্দি

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : পরিবারের সঙ্গে ভ্রমণের পরিকল্পনা। নতুন ব্যবসা শুরু করতে পারেন। বৃষ : অল্পেই সন্তুষ্ট থাকুন। বিপন্ন কোনও পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে তৃপ্তি। মিথুন : বন্ধুর সঙ্গে সামান্য ব্যাপারে বাগবিতণ্ডা। অফিসের কাজে দূরে যেতে হতে পারে। কর্কট : অনৈতিক কাজ এড়িয়ে চলুন। বাবার শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা। সিংহ : সামান্য বিষয় নিয়ে প্রিয় বন্ধুর সঙ্গে তর্কে গিয়ে অনুশোচনা। বাড়ি কেনার সুযোগ পাবেন। কন্যা : কোনও প্রিয়জনের ব্যবহারে দুঃখ পেতে পারেন। বিদেশে যাওয়ার বাধা কাটবে। তুলা : যেচে কাউকে উপকার করতে গিয়ে অপমানিত হতে পারেন। পেটের অসুখে সমস্যা হতে পারে। বৃশ্চিক : পিঠ ও কোমরের ব্যথায় কাহিল হতে পারেন। বাড়িতে অতিথিদের আগমনে আনন্দ। ধনু : পথে চলতে খুব সতর্ক থাকুন। মেয়ের বিয়ে ঠিক হয়ে যাওয়ায় মানসিক স্বস্তি। মকর : পরিবারের সঙ্গে সারাদিন কাটিয়ে আনন্দ। রাজনীতি থেকে সমস্যা হতে পারে। কুম্ভ : খুব কাছের লোকের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন। বাড়িতে পুজোর আয়োজন। মীন : শান্ত মাথায় থাকুন। কোনও অপরিচিত লোকের মিষ্টি কথায় ভুলবেন না।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১০ বৈশাখ, ১৪৩২, ভাঃ ৪ বৈশাখ, ২৪ এপ্রিল, ২০২৫, ১০ বহাগ, সংবৎ ১১ বৈশাখ বদি, ২৫ শওয়াল। সূঃ উঃ ৫।১৩, অঃ ৫।৫৮। বৃহস্পতিবার, একাদশী দিবা ১০।৫। শতভিষানক্ষত্র দিবা ৬।৪৫। ব্রহ্মযোগ দিবা ১২।২৭। বালবকরণ দিবা ১০।৫ গতে কৌলবকরণ রাত্রি ৯।৭ গতে তৈতিলকরণ। জন্মে- কুম্ভরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী রাহুর দশা, দিবা ৬।৪৫ গতে নরগণ বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা, রাত্রি ১১।৫৩ গতে মীনরাশি বিপ্রবর্ণ। মৃতে-দোষ নাই, দিবা ৬।৪৫ গতে দ্বিপাদদোষ, দিবা ১০।৫ গতে ত্রিপাদদোষ। যোগিনী- অগ্নিকোণে, দিবা ১০।৫ গতে নৈর্‌ঋতে। কালবেলাদি ২।৪৭ গতে ৫।৫৮ মধ্যে। কালরাত্রি ১১।৩৬ গতে ১।০ মধ্যে। যাত্রা- মধ্যম দক্ষিণে নিষেধ, দিবা ৬।২৯ গতে অগ্নিকোণে ঈশানেও নিষেধ, দিবা ১০।৫ গতে যাত্রা নাই। শুভকর্ম- দিবা ২।৪৭ মধ্যে দীক্ষা ধান্যরোপণ কুমারীনাসিকাবেধ, দিবা ৬।৪৫ মধ্যে নামকরণ দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য পুণ্যাহ শান্তিস্বস্ত্যয়ন হলপ্রবাহ বীজবপন বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যস্থাপন ধান্যনিষ্ক্রমণ কারখানারম্ভ বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন, দিবা ৬।৪৫ গতে ১০।৫ মধ্যে ভূমিক্রয়বিক্রয় দিবা ৬।৪৫ গতে ২।৪৭ মধ্যে বিক্রয়বাণিজ্য ধান্যচ্ছেদন। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- দ্বাদশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। একাদশীর উপবাস। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৬।৪৬ মধ্যে ও ১০।১৫ গতে ১২।৫১ মধ্যে। অমৃতযোগ-রাত্রি ১২।৪০ গতে ২।৫০ মধ্যে।

JOB

সাব-এডিটর
নিউজ ইন্টার্ন

উত্তরবঙ্গ সংবাদের শিলিগুড়ি অফিসের নিউজ পোর্টাল ডেস্কের জন্য উপরে উল্লিখিত পদে আবেদনপত্র গ্রহণ করা হচ্ছে। সাব-এডিটর পদে অভিজ্ঞতা আবশ্যিক, শিলিগুড়ি শহরের বাসিন্দা হতে হবে। গণমাধ্যম, সাংবাদিকতা নিয়ে যাঁরা স্নাতকোত্তর স্তরে পড়াশোনা করেছেন/করছেন, তাঁরা ইন্টার্নশিপের জন্য আবেদন করতে পারেন।

যোগ্য প্রার্থীরা ২৭ এপ্রিলের মধ্যে বায়োডেটা পিডিএফ ফর্ম্যাটে ই-মেল করুন।

ubs.torchbearer@gmail.com

উপরে উল্লিখিত শর্ত না মেনে ই-মেল করলে আবেদনপত্র গ্রাহ্য করা হবে না।

অ্যাফিডেভিট

I, Angmu Bhutia, D/o Dawa Bhutia, resident of Darjeeling, West Bengal, state that in my CBSE Class 10 Certificate (2022), my name appears as Angmu. An affidavit dated 11.06.2024 before the Executive Magistrate, Darjeeling, declares that Angmu and Angmu Bhutia are the same person.
(C/116204)

আমার প্যান কার্ড নং FDEPB5550C, আধার কার্ড নং 343350748290 নাম ভুল ছাপা হয়েছে। আমার আধার কার্ড, প্যান কার্ড এবং রেশন কার্ড নং SPHH 1220283978 জন্মের তারিখ ভুল ছাপা হয়েছে। আমার ঠিকানাও পরিবর্তিত হয়েছে। সে কারণে গত 22.4.25, 2nd Court (S)। কোচবিহার J.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Mampi Barman এবং Mapmpi Barman এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। আমার জন্মের তারিখ 01-01-1990 এর পরিবর্তে 12.01.1994 হলো। আমার পরিবর্তিত বর্তমান ঠিকানা-Shyam Nagar, New Sanganer road, P.S. Shyam Nagar, Jaipur, State : Rajasthan, Pin-302019-এর পরিবর্তে -Vill, Paschim Chakiarcharra, P.O. Nishiganj, P.S. Mathabhanga, Dist. Coochbehar, W.B., Pin-736157 হলো। স্বামীর নাম : Kanteshwar Barman.
(C/114697)

কর্মখালি

Wanted staff for book shop/tea shop near NBU, Girl with proficiency in English preferred. M : 8372059506. (M/M)

শিলিগুড়ি সেবক রোডে শপিংমলের জন্য 4 জন সিকিউরিটি গার্ড চাই, দিনে (২), রাতে (২)। বেতন হাতে 10,800/-, 9933119446.
(C/116201)

শিলিগুড়িতে বই দোকানের জন্য Tally জানা পুরুষ কর্মচারী প্রয়োজন। বই এর দোকানে কাজ জানা লোক অগ্রগণ্য। M: 94342-22599
(C/116206)

কিডনি চাই

কিডনি চাই O+, পুরুষ বা মহিলা অভিভাবক সহ যোগাযোগ করুন। M : 8653198671. (C/116200)

চিকিৎসা

আপনি কি পেট ও লিভারজনিত জটিলতায় ভুগছেন? কিংবা অস্থি ও স্পাইন-এর সমস্যা আছে? সমাধানের জন্য যোগাযোগ করুন চেন্নাই-এর বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের সাথে - ডাঃ সুমন্ত শ্রীবৎসন সি, গ্যাস্ট্রো-লিভার সার্জারি বিশেষজ্ঞ এবং ডাঃ দিলীপ চন্দ্র রাজা এস. কনসালটেন্ট স্পাইন ও সিনিয়ার অস্থি সার্জন। উপস্থিত থাকবেন - ২৬ এপ্রিল (শনিবার), সকাল ৯টা-দুপুর ২টা পর্যন্ত, বোধিস পলিক্লিনিকে, বিধান রোড, শিলিগুড়ি (হোটেল ডলি ইন-এর পাশে), ফোন : 96146-55466 / 94740-90952.

বিক্রয়

শিলিগুড়িতে উত্তম চালু অবস্থায় একটি Rewinding Machine বিক্রি হবে। আগ্রহীরা যোগাযোগ করতে পারেন। ফোন ঃ ৯৬৭৮০৭২০৮৭

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৫৯৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৬৪৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯১৬৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯৬৮০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯৬৯০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

কোচগুলির মেকানাইজড পরিষ্কারকরণ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ঃ জিইএম/২০২৫/বি/৬১৫৪৯৭২; তারিখ ঃ ২১-০৪-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা নিম্নোক্ত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে; কাজের নাম ঃ ৪ (চার) বছরের জন্য ক্লিন ট্রেন স্টেশন (সিটিএস) প্রকল্পের অধীনে হল্টের সময় কাটিহার প্ল্যাটফর্মে থ্রু পাসিং ট্রেনগুলির কোচের মেকানাইজড পরিষ্কারকরণ। টেন্ডার মূল্য ঃ ১৭,৮৭,৪৮,৫২৬.৮০/- টাকা; বায়না মূল্য ঃ ১০,৪৩,৭৫০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৮:০০ টায় এবং খোলা ১২-০৫-২০২৫ তারিখে ১৮:৩০ টায়। ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য এবং টেন্ডার নথি http://www.gem.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনিয়র ডিএমই, কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
হৃদয় দিয়ে মানুষের সেবায়

e-Tender Notice

The Undersigned is inviting Sealed Tender from Experienced & Resourceful bidders for 56 Nos work Nit No-01,02 & 03/2025-26 Ref Memo No 215,216 & 217/AGP Dated 17/04/2025 Out of Fund: 2-ND Installment of 15-th CFC TIED & UN TIED, PBG-IBRD, PBG-SFC. Details Office Notice Board. For details visit www.wbtenders.gov.in

Sd/-
Araidanga Gram Panchayet
Ratua-II, Panchayat Samity
Pukhuria, Malda

রেলওয়ের স্ক্র্যাপ সামগ্রী বিক্রির জন্য ই-নিলাম কর্মসূচি

নিম্নলিখিত বিবরণ অনুযায়ী জিএসডি/পাণ্ডু ডিপো অধিক্ষেত্রের অধীনে মে'/২০২৫-এর জন্য ই-নিলামের মাধ্যমে স্ক্র্যাপ লট বিক্রির জন্য ই-নিলাম সময়সূচি ধার্য করা হয়েছে:

ক্র. নং.	মাস/সাল	নিলামের নির্ধারিত সংখ্যা	নিলাম শুরুর তারিখ/সময়
১	মে/২০২৫	জিএসডিপিএন৩২৫এন২৬০৪	০৭/০৫/২০২৫/ ১১:০০:০০
২		জিএসডিপিএন৩২৫এন২৬০৫	১৪/০৫/২০২৫/ ১১:০০:০০
৩		জিএসডিপিএন৩২৫এন২৬০৬	২১/০৫/২০২৫/ ১১:০০:০০
৪		জিএসডিপিএন৩২৫এন২৬০৭	২৮/০৫/২০২৫/ ১১:০০:০০

ই-নিলামে পঞ্জিয়ন, প্রশিক্ষণ ও অংশগ্রহণের জন্য আগ্রহী বিডারদের আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের (www.ireps.gov.in) মাধ্যমে বিড জমা দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

ডিওয়াই. সিএমএম/পাণ্ডু
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

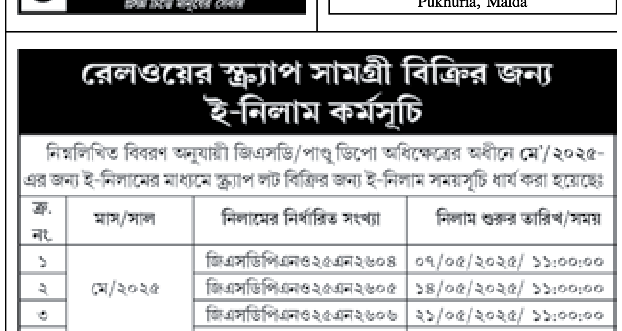

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

নিমাইকে হারিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েছে তাঁর পরিবার। - সংবাদচিত্র

নিহতের বাড়িতে তিন মাসের অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী

পুলিশকেই দায়ী করছে সেকেন্দরপুর

হরষিত সিংহ

মালদা, ২৩ এপ্রিল : বাড়িতে তিন মাসের অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী। তাঁকে রেখেই মঙ্গলবার রাতে গ্রামের মহিলাদের নিরাপত্তার স্বার্থে পাহারায় গিয়েছিলেন নিমাই মণ্ডল। তাঁর এমন পরিণতি মেনে নিতে পারছে না সেকেন্দরপুর। কী এমন দোষ ছিল ছেলেটার! গ্রামের মহিলাদের নিরাপত্তা দিতেই প্রাণ দিতে হল। পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার জন্য এমন ঘটনা ঘটল, দাবি গ্রামবাসীদের।

প্রতিবেশী নীলিমা মণ্ডল বলেন, 'রাত হতেই দুষ্কৃতীদের আনাগোনা। বাড়িতে বাড়িতে ঠকঠক আওয়াজ। মহিলাদের উপর হামলা করছে। সাতদিন ধরে পুরুষেরা গ্রাম পাহারায়। পুলিশকে বললেও কোনও ব্যবস্থা হয়নি। আজ এক প্রতিবেশী এইভাবে খুন হল। কী এমন দোষ ছিল ছেলেটার?'

বুধবার দুপুর নাগাদ দেহ পৌঁছায় গ্রামে। তখনও মোতায়েন পুলিশবাহিনী। থমথমে রাস্তার পাশে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে মহিলারা। সকলের চোখেমুখে আতঙ্ক। সরু গলির রাস্তায় নিমাই মণ্ডলের অর্ধসমাপ্ত বাড়ি। দেহ নিয়ে যাওয়ার পরেও ঠাঁই দাঁড়িয়ে রয়েছে পাড়াপ্রতিবেশীরা।

তিন বছর বয়সে অসুস্থ হয়ে মা মারা গিয়েছেন। তারপর ঠাকুমা দুই ভাইবোনকে বড় করে। বাবা ষষ্ঠী মণ্ডলের বয়স হয়েছে। এখন আর কাজ করতে পারছেন না। সংসারের দায়িত্ব নিমাইয়ের উপরেই ছিল। বোনের বিয়ে দিয়ে নিজেও বিয়ে করেন প্রায় দুই বছর আগে। বাড়িতে বৃদ্ধ বাবা, ঠাকুমা ও স্ত্রীকে নিয়ে সংসার। পেট্রোল পাম্পে নৈশপ্রহরী কাজ করে সংসার চলত। বাড়িতে ছিলেন না ঠাকুমা হেমা মণ্ডল। এতদিন যাননি নিমাই মণ্ডল। মঙ্গলবার রাতেই তিনি প্রথম গ্রাম পাহারায় ছিলেন। সঙ্গে আরও তিন জন ছিল। তাঁদের সঙ্গেই যে এমন ঘটনা ঘটবে কে জানত।

স্ত্রী টুম্পা তিন মাসের অন্তঃসত্ত্বা। স্বামীর মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ হয়ে পড়েছেন। পাড়াপ্রতিবেশী থেকে আত্মীয়-পরিজন সকলেই সান্ত্বনা দিয়ে চলেছেন। কিন্তু পরিবারটির এখন কী হবে? কে দেখবে অসহায় তিন জনের এই সংসার! এই প্রশ্নই এখন সেকেন্দরপুর গ্রামজুড়ে।

> আমি কেন বাড়িতে ছিলাম না। বাড়িতে থাকলে নাতিকে যেতে দিতাম না। সাতদিন ধরে সেকেন্দরপুর গ্রামে গড়ে ৩০-৪০ জন পুরুষ, তরুণ রাত করে পাহারা দিচ্ছেন।
>
> **হেমা মণ্ডল**
> মৃত নিমাইয়ের ঠাকুমা

ভূস্বর্গের বিভীষিকা দেখে বাড়ির পথে দক্ষিণ দিনাজপুরের দম্পতি

উদ্বেগে বিনিদ্র রাত কাটিয়েছে পরিবার

পঙ্কজ মহন্ত

বালুরঘাট, ২৩ এপ্রিল : বালুরঘাটে জেলা শাসকের দপ্তরের ছাদে অর্ধ নিমজ্জিত জাতীয় পতাকা। ঠিক সেই সময় অনুরাগের বাড়িতে তাঁর বাবা-মায়ের চোখেমুখে চাপা আতঙ্ক। মা মিনতি মণ্ডলের চোখে অঝোরে জল বয়ে যাচ্ছে। আঁচল দিয়ে চোখের জল মুছে শুধু তার ছেলে, বৌমা নয়, সকল সন্তান তাদের বাবা-মার কাছে ফিরে যাক এই প্রার্থনা করে চলেছেন।

বালুরঘাট শহরের খাদিমপুর এলাকার রবীন্দ্রনগরে বাড়ি অনুরাগ মণ্ডলের। তিনি পেশায় গ্রাফিক্স ডিজাইনার। গত জানুয়ারি মাসের ২৪ তারিখ বালুরঘাটের নামাবঙ্গী এলাকার দীপান্বিতা দে'র সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। বিয়ের তিন মাসের মাথায় মধুচন্দ্রিমায় যাওয়ার জন্য ঠিক হয় 'ড্রিম ডেস্টিনেশন' কাশ্মীর। ১৬ এপ্রিল বালুরঘাট থেকে রওনা দেন তাঁরা। কোনও ট্যুর এজেন্সি বা দল নিয়ে নয়, দুজনেই রওনা দেন কাশ্মীরের উদ্দেশে। মঙ্গলবার পহলগামতে জঙ্গি হানার সময় তাঁরা তখন ঘটনাস্থলে। কিন্তু বাড়ির সদস্যরা যাতে দুশ্চিন্তা না করেন তাই কিছুই খুলে বলেনি ছেলে। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ছেলের সঙ্গে মায়ের কথা হয়। তখনই জানায় সমস্ত বিষয়। বাড়ির সকলের নজর তখন টিভির পর্দায়। অন্য সন্তানদের মৃত্যুর খবরে ভেঙে পড়ছেন অনুরাগের বাবা-মা। তখনই বাড়ির হেঁশেল কার্যত স্তব্ধ। রাতে উনুন জ্বলেনি মণ্ডলবাড়িতে। সকলের খাওয়াদাওয়া বন্ধ হয়ে যায় রাতেই। অনুরাগের দাদা গোপাল মণ্ডল সেখানকার পরিস্থিতির খোঁজখবর নিতে শুরু করেন। নাশকতার বীভৎসতা দেখে বাড়ির কারওরই রাতে দুচোখের পলক এক হয়নি। রাতে ফোন করা হয় ছেলেকে। বৌমা ফোন ধরে তাঁদের ছেলে কথা বলার মতো পরিস্থিতিতে নেই বলে জানায়। পরে দাদার সঙ্গে কান্নার সুরে 'আপাতত সুরক্ষিত' আছে বলে জানান অনুরাগ। বুধবার সকালে তাঁর বাড়িতে গিয়ে দেখা গেল তখনও টিভির পর্দায় চোখ বাড়ির সকলের। অনবরত তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হচ্ছে। কিন্তু মাঝেমধ্যেই তা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে।

অবশেষে জানা যায় বিপদ কাটিয়ে শ্রীনগরে ফিরেছে ছেলে। ইতিমধ্যেই বালুরঘাট থানার পুলিশ খোঁজখবর করতে গিয়েছে বাড়িতে। বাবা-মায়ের মুখে তাঁদের সন্তান ভালো আছে, জেনে স্বস্তি নিয়ে ফেরেন পুলিশ আধিকারিকরা। তাঁদের বাড়িতে পৌঁছায় স্থানীয় ওয়ার্ড কাউন্সিলার দীপান্বিতা দেব সিংহ। তখন পাড়াপ্রতিবেশীদের ভিড়ে গমগম করছে খাদিমপুরের মণ্ডলবাড়ি।

অনুরাগের বাবা মৃণালচন্দ্র মণ্ডল বলেন, 'এ যে কী দুশ্চিন্তা, ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। খবরে শুধু মৃত্যুর সংবাদ পাচ্ছি, আর শিউরে উঠছি। ছেলেও ঠিক করে কিছু বলছিল না। অবশেষে বুধবার সুরক্ষিত আছে বলে জানায়। কলকাতায় ফিরে এক আত্মীয়ের বাড়িতে উঠবে। সেখান থেকেই বালুরঘাটে আসবে।'

সস্ত্রীক অনুরাগ মণ্ডল। - সংবাদচিত্র

> কত মায়ের কোল খালি হয়ে গেল ভেবে কূল পাচ্ছি না। আমার ছেলে-বৌমা ভালোয় ভালোয় ফিরে আসছে। সবাই যেন তাদের পরিবারের কাছে ফিরে যায় এটাই কামনা করছি। মঙ্গলবার দুপুরের পর থেকে কিছুই খায়নি ছেলে-বৌমা। বুধবার সকালে চা-বিস্কুট খেয়েছে। বাড়ির রান্না বন্ধ করে পরিবারের সকলেই তাদের সঙ্গে না খেয়ে ছিলাম।
>
> **মিনতি মণ্ডল,** কাশ্মীরে সফররত অনুরাগের মা

'ওয়াপাস যাও, হামলা হুয়া হ্যায়'

অনুরাগ মণ্ডল,
খাদিমপুর রবীন্দ্রনগর, বালুরঘাট

'ওয়াপাস যাও, হামলা হুয়া হ্যায়।' জওয়ানদের এই সতর্কবার্তা হয়তো তাড়া করে বেড়াবে জীবনভর। মৃত্যুভয় কাকে বলে উপলব্ধি করলাম। এখনও সেই ভয় পিছু ছাড়ছে না। বুলেটের শব্দ, মানুষের আর্তনাদ এখনও কানে বাজছে। আক্ষরিক অর্থে প্রাণ হাতে নিয়ে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পালানো কাকে বলে চাক্ষুষ করলাম। এমন ভয়ংকর অভিজ্ঞতা, সারা জীবনেও ভোলার নয়।

গত জানুয়ারি মাসে বিয়ে করেছি। দীর্ঘদিনের ইচ্ছে ছিল স্ত্রীকে নিয়ে পাহাড়ে ঘুরতে যাব। বাংলা নববর্ষের প্রথম দিন কাটিয়েই ভূস্বর্গে যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল। সেই অনুযায়ী ১৮ এপ্রিল কাশ্মীরে যাই। বিভিন্ন জায়গা ঘুরে ২১ তারিখ আমরা শ্রীনগরে ছিলাম। মঙ্গলবার সকালেই পহলগামে এসেছি। যার প্রাকৃতিক শোভা প্রত্যক্ষ করা ভাগ্যের বিষয়। কিন্তু ভাগ্য যে অন্যদিকে মোড় নেবে, কেউই বুঝতে পারেনি তখনও। পহলগামে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা অন্য পর্যটকদের মতো স্ত্রীকে নিয়ে আমিও হোটেল ভাড়া নিই। অনেকেই ট্যুরিজম বা গ্রুপ করে এসেছিলেন। কিন্তু আমরা দুজন নিজেরাই গিয়েছিলাম। দুপুর নাগাদ হোটেল থেকে বেরিয়ে প্রথম গন্তব্য ছিল এই 'অভিশপ্ত' বৈশারণ বা বাইসারেন। দুজনে খাওয়াদাওয়া করে মিনি সুইজারল্যান্ডের উদ্দেশে রওনা দেই। জায়গাটা অনেক উঁচুতে থাকায় কেউ হেঁটে তো কেউ ঘোড়ায় চেপে উঠছিল। আমরা কিছুটা হেঁটে ঘোড়ায় চেপে বসেছি। কিছুটা যেতেই হঠাৎ দূর থেকে চিৎকার ভেসে আসছিল, 'ওয়াপাস যাও, হামলা হুয়া হ্যায়...।' উপর থেকে সকলেই হুমড়ি খেয়ে নীচে নামছে। বুলেটের শব্দে তখন চারিদিকে ছুটোছুটি শুরু হয়েছে। ওই ঢালু জায়গায় কার্যত গড়িয়ে নামতে শুরু করেছি আমরা। হুড়োহুড়িতে ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে জামাকাপড় ছিঁড়ে গিয়েছে আমাদের। তখন কোনওদিকে খেয়াল নেই। শুধু মনে হচ্ছিল এই মুহূর্তেই হয়তো জীবন চলে যাবে। দৌড়ে পালিয়ে দুপুর আড়াইটা নাগাদ ফিরে আসি হোটেলে। রাতে কারও চোখে ঘুম নেই। তখন থেকে বুধবার সকাল সাড়ে দশটা পর্যন্ত হোটেলেই আমরা বন্দি। তারপরে সেনাবাহিনী ও পুলিশের আশ্বাসে হোটেল থেকে বেরিয়ে আসি। সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে শ্রীনগরের উদ্দেশে রওনা দিই। তবে রাস্তায় কিছুক্ষণ পরপরই পুলিশ ও সেনাবাহিনী প্রচুর পরিমাণে রাখা হয়েছিল। বৃহস্পতিবার আমাদের ফ্লাইট ছিল। সরকারি তরফে সেটিকে শিফট করে বুধবার রাত ন'টার ফ্লাইট করা হয়েছিল। দুপুর নাগাদ শ্রীনগরে পৌঁছে নিরাপত্তারক্ষীদের নজরদারিতে সেখানেই সকলে বসে আছি। রাত ১২টায় কলকাতা বিমানবন্দরে ফিরব। তারপরেই বালুরঘাটে ফেরার পালা। আতঙ্ক এত সহজে কাটার নয়। এখনও বুকের ভেতরে যেন চাপা ভয় কাজ করছে।

অনুলিখন : পঙ্কজ মহন্ত

কন্যাসন্তানের জন্ম দেওয়ায় নির্যাতন

বিশ্বজিৎ প্রামাণিক

কুমারগঞ্জ, ২৩ এপ্রিল : কন্যাসন্তান জন্ম দেওয়ায় শ্বশুরবাড়ির নির্যাতনের শিকার গৃহবধূ। মানসিক নির্যাতনের সঙ্গে চলে শারীরিক নির্যাতন। বধূকে তাঁর বাপের বাড়ি থেকে টাকা আনার জন্য চাপ দেওয়া হচ্ছিল। এই নিয়ে পরিবারে অশান্তি কম হয়নি। মঙ্গলবার ফের পরিবারে অশান্তি বাধে। গৃহবধূকে মারধর করা হয়। বাবাকে ডেকে ওই নির্যাতিতাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। সুবিচারের আশায় গৃহবধূ কুমারগঞ্জ থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন।

গার্হস্থ্য হিংসার শিকার খামার মতিজাপুরের জান্নাতুন খাতুন। ১০ বছর আগে বটুনের খোট্টাপাড়ার সাদ্দাম হোসেনের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। শুরুর দিকে নবদম্পতির সংসার ভালোই চলছিল। গোল বাধল কন্যাসন্তান জন্ম নেওয়ার পর। জান্নাতুনের ওপর শুরু হয় নির্যাতন।

নির্যাতিতা জানান, 'মেয়ে হওয়ার পর থেকেই আমার ওপর শুরু হয় নির্যাতন। তারপরেও মুখ বুঝে সহ্য করেছি। গতকাল আমাকে ফের মারধর করে। বাবাকে ফোন করে ডেকে এনে আমায় বাড়ি থেকে বের করে দেয়। আমি এর সুবিচার চাই।' জান্নাতুন কুমারগঞ্জ থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

> মেয়ে হওয়ার পর থেকেই আমার ওপর শুরু হয় নির্যাতন। তারপরেও মুখ বুঝে সহ্য করেছি। গতকাল আমাকে ফের মারধর করে। বাবাকে ফোন করে ডেকে এনে আমায় বাড়ি থেকে বের করে দেয়। আমি এর সুবিচার চাই।
>
> **জান্নাতুন খাতুন,** নির্যাতিতা

৪ দফা দাবিতে ডেপুটেশন

হরিশ্চন্দ্রপুর, ২৩ এপ্রিল : ওয়াকফ সংশোধনী বিল প্রত্যাহারের দাবি সহ মোট চার দফা দাবিতে হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নম্বর ব্লকের বিডিও সৌমেন মণ্ডলকে ডেপুটেশন দিল ওয়েলফেয়ার পার্টি অফ ইন্ডিয়ার সদস্যরা। বুধবার ডেপুটেশনে ওয়াকফ এর ধারণা স্বচ্ছ করা, মুসলিম প্রতিনিধিদের সঙ্গে অর্থপূর্ণ আলোচনা, ওয়াকফ সম্পর্কে ভুল তথ্য সম্প্রচার বন্ধ করা, সরকারকে ধর্মীয় স্থানগুলির রক্ষা করার দাবিগুলি পেশ করা হয়। সংগঠনের রাজ্য সভাপতি মোঃ শাহজাহান আলি বলেন, 'সদ্য পাশ হওয়া ওয়াকফ সংশোধনী আইনটি ভারতের সংবিধান ও মুসলিম সম্প্রদায়ের অধিকার বিরোধী। সেই সাথে সাম্প্রদায়িক বিভেদ সৃষ্টি করার জন্য এই আইন আনা হয়েছে।'

খোলা হবে কর্মতীর্থ

কুশমণ্ডি, ২৩ এপ্রিল : কুশমণ্ডি কর্মতীর্থ তৈরি হয়ে পড়ে আছে প্রায় দুই বছর ধরে। স্থানীয়রা বহুবার ওই কর্মতীর্থ খোলার দাবি জানিয়েছিলেন। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর আগামী সোমবার থেকে কর্মতীর্থ খুলে দেওয়া হবে। বুধবার এখবর জানিয়েছেন বিডিও নয়না দে।

এই প্রথম মালদায় ইউএপিএ ধারা

জাল টাকা পাচারে ৭ বছরের কারাদণ্ড

অরিন্দম বাগ

মালদা, ২৩ এপ্রিল : উত্তরবঙ্গে এই প্রথম দেশদ্রোহীতার মামলায় সাজা ঘোষণা করল মালদা জেলা আদালত। জাল নোট পাচারের চেষ্টায় ধৃতদের জাল নোট মজুত করা ও ষড়যন্ত্রের জন্য সাত বছরের কারাদণ্ড ও ২৫ হাজার টাকা করে জরিমানা, জাল নোট চালানে পাঁচ বছরের কারাদণ্ড এবং বেআইনি কার্যকলাপে ৫ বছরের কারাদণ্ড ও ২৫ হাজার টাকা করে জরিমানার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য, গত ২০২১ সালের ১১ ডিসেম্বর মালদা শহরের রথবাড়ি এলাকা থেকে ১ লক্ষ ৪৮ হাজার টাকার জাল নোট সহ দুই কারবারিকে গ্রেপ্তার করে রাজ্য পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স ও ইংরেজবাজার থানার পুলিশ। এই ঘটনায় ইংরেজবাজার থানায় একটি কেস শুরু হয়। তদন্তে উদ্ধার হওয়া জাল নোট পরীক্ষার জন্য শালবনীতে পাঠানো হয়। পরীক্ষার পর দেখা যায়, উদ্ধার হওয়া জালনোট অত্যন্ত উন্নতমানের। খুব সহজে এই জাল নোটগুলিকে ধরা সম্ভব হবে না। এরপরেই এই ঘটনার সঙ্গে ইউএপি অ্যাক্ট জোড়া হয়। ২০২২ সালে ৩ জুন পুলিশ এই ঘটনার চার্জশিট পেশ করে। ৯ জনের সাক্ষীর ভিত্তিতে ধৃতদের আজ দোষী সাব্যস্ত করে মালদা জেলা আদালত।

আইনজীবী সুদীপ্ত গঙ্গোপাধ্যায় জানিয়েছেন, ২০২১ সালে ১১ ডিসেম্বর মেহবুব আনসারি ও নাজির হোসেন রথবাড়ি এলাকায় জাল নোটের পাচার চালাচ্ছিল। সেই ঘটনার খবর পেয়ে রাজ্য পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স ও ইংরেজবাজার থানার পুলিশ যৌথভাবে রথবাড়ি এলাকায় হানা দেয়। দু'জনের হেপাজত থেকে ১ লক্ষ ৪৮ হাজার টাকার জাল নোট উদ্ধার হয়। উদ্ধার হওয়া সমস্ত নোটগুলি ৫০০ টাকার ছিল। এই ঘটনায় ৯ জনের লাক্ষীর ভিত্তিতে দুজনকে দোষী সাব্যস্ত করে মালদা জেলা আদালত। বিচারক শুভায়ু বন্দ্যোপাধ্যায় জাল নোট মজুত করা ও ষড়যন্ত্রের জন্য সাত বছরের কারাদণ্ড ও ২৫ হাজার টাকা করে জরিমানা, জাল নোট চালানে পাঁচ বছরের কারাদণ্ড এবং বেআইনি কার্যকলাপে ৫ বছরের কারাদণ্ড ও ২৫ হাজার টাকা করে জরিমানার নির্দেশ দিয়েছেন।'

বাঁধের জন্য জমি আদায়ে বৈঠক সাবিত্রীর

আজাদ

মানিকচক, ২৩ এপ্রিল : আগে দিতে হবে ক্ষতিপূরণের টাকা। না হলে জমি দিতে রাজি নন মালিকেরা। তাদের এই সিদ্ধান্তের ফলে রায়তি সম্পত্তির উপর বাঁধ তৈরি বন্ধ। জমি জট কাটাতে উঠে-পড়ে লেগেছে জেলা ও ব্লক প্রশাসন। বিধায়ক সাবিত্রী মিত্রও মাঠে নেমেছেন। জেলা ও ব্লক প্রশাসনকে সঙ্গে নিয়ে বিধায়ক মানিকচক ব্লক কমিউনিটি হলে জমি মালিকেদর নিয়ে বৈঠক করেন। বৈঠক থেকে সেচমন্ত্রী মানস ভুঁইয়ার সঙ্গেও যোগাযোগ করেন। যদিও জমি মালিকেরা বাঁধ নির্মাণে সম্মতি দেবেন কি না, তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েই গেল।

গত দুটি ভাঙন মরশুমে ভূতনির কালুটোনটোলায় নিশ্চিহ্ন হয়ে পড়ে প্রায় দুই কিলোমিটার রিংবাঁধ। বাঁধ নির্মাণের জন্য বরাদ্দ করা হয় প্রায় ছয় কোটি টাকা। দুই সপ্তাহ আগে শুরু হয় বাঁধ নির্মাণ। বাঁধের দৈর্ঘ্য ২৪০০ মিটার। এর মধ্যে মাত্র ২৭০ মিটার রয়েছে খাসজমিতে। বাকি অংশ তৈরি হবে রায়তি সম্পত্তির উপর। জমি মালিকরা সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, ক্ষতিপূরণ না পেলে জমি দেবেন না।

জট কাটাতেই মঙ্গলবার প্রায় ৮৬ জন জমির মালিকদের নিয়ে বৈঠক করেন জেলা ও ব্লক প্রশাসন কর্তারা। বৈঠকে ছিলেন বিধায়ক সাবিত্রী মিত্র। আগামীকাল থেকে জমি মাপার কাজ হবে বলে বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়। বিধায়ক বলেন, 'জমিদাতাদের ক্ষতিপূরণের টাকার দায়িত্ব আমি নিজ কাঁধে নিয়েছি। সেচমন্ত্রীর সঙ্গে কথা হয়েছে। খুব শীঘ্রই জমি মালিকেরা ক্ষতিপূরণের টাকা পাবেন। শুরু হবে বাঁধ নির্মাণ।'

রক্তদান

সামসী, ২৩ এপ্রিল : এক গর্ভবতীকে রক্ত দিয়ে প্রাণ বাঁচালেন এক কলেজ ছাত্রী। গর্ভবতীর প্রয়োজন ছিল বি-পজিটিভ রক্তের।

চাঁদমুনির গর্ভবতী নার্গিস খাতুন (৩৫) ভর্তি ছিলেন একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে। অপারেশনের জন্য প্রয়োজন ছিল বি-পজিটিভ গ্রুপের রক্ত। সামাজিক মাধ্যম থেকে সেটা জানতে পারেন সামসী কলেজের প্রথম বর্ষের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রী সাইরা বানু। সাইরা বানু নার্সিংহোমে গিয়ে নার্গিসের জন্য এক ইউনিট বি-পজিটিভ রক্তদান করেন। নার্গিসের পরিবার সাইরার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে।

সিভিকের বাইক চুরি

হরিশ্চন্দ্রপুর, ২৩ এপ্রিল : হরিশ্চন্দ্রপুর থানার প্রধান প্রবেশদ্বারের কাছ থেকেই এক সিভিক ভলান্টিয়ারের বাইক চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল। চুরির সমস্ত ঘটনা এলাকার একটি সিসিটিভি ফুটেজেও ধরা পড়েছে। ওই সিসিটিভি ফুটেজ দেখেই তদন্তে নেমেছে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ।

পুলিশ এবং স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, হরিশ্চন্দ্রপুর থানায় কর্মরত সিভিক ভলান্টিয়ার মশিউর রহমান গতকাল মেয়েকে স্কুলে রেখে প্রতিদিনের মতোই থানার সামনের ফাঁকা জায়গাতে তার বাইকটি পার্ক করায়। তারপর সেখান থেকে বাজারে গিয়েছিলেন। এরপরই ফিরে এসে দেখেন বাইকটি চুরি হয়ে গিয়েছে।

মশিউর জানান, 'থানার সামনে রোজ এই জায়গাতে বাইক রাখি। গতকালও সেখানেই রেখেছিলাম। তারপর বাজার করতে যাই। ফিরে এসে দেখি বাইক নেই। এলাকার একটি সিসিটিভি ক্যামেরাতে বাইক চুরির ঘটনা ধরা পড়েছে।' হরিশ্চন্দ্রপুর থানার আইসি মনোজিৎ সরকার বলেন, 'এবিষয়ে অভিযোগ হয়েছে পুলিশ সমস্ত ঘটনা তদন্ত করে দেখছে।'

ফরাক্কা স্টেশনে চলমান সিঁড়ির দাবি যাত্রীদের

ফরাক্কা, ২৩ এপ্রিল : ১১ দফা দাবিতে নিউ ফরাক্কা রেলওয়ে ডেইলি প্যাসেঞ্জার অ্যাসোসিয়েশন চিঠি দিল মালদার ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজারকে। নিউ ফরাক্কা স্টেশনে অনেক দূরে ফুট ওভারব্রিজ থাকায় তাড়াহুড়োর সময় দু'নম্বর প্ল্যাটফর্মে যেতে সমস্যা হয় যাত্রীদের। প্রায়শই ট্রেন মিস হয়। অন্যদিকে চলমান সিঁড়ি না থাকায় অনেক উঁচুতে অবস্থান করার স্টেশনে পৌঁছেতে সমস্যা হয় সাধারণ থেকে শুরু করে বয়স্ক এবং অসুস্থ মানুষদের। ছোট লিফটে চড়ে প্ল্যাটফর্মে উঠতেও ভিড় বাড়ে। এর পাশাপাশি তিন নম্বর প্ল্যাটফর্মে ঝড় বৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্য মাথার উপর আচ্ছাদন দরকার, প্ল্যাটফর্মে ঠান্ডা জলের ব্যবস্থা করা মালদা বর্ধমান লোকাল সহ বেশকিছু ট্রেনের স্টপেজ দাবি করেছেন তারা।

নিউ ফরাক্কা রেলওয়ে ডেইলি প্যাসেঞ্জার অ্যাসোসিয়েশনের তরফে মৃণাল শেখ বলেন, 'অমৃত ভারত স্টেশন হচ্ছে ভালো কথা, কিন্তু আমাদের ডেইলি প্যাসেঞ্জারদের বিষয়টা অবিলম্বে ভাবতে হবে রেলকে। এই নিয়ে আমরা চিঠি দিয়েছি ডিআরএমকে এবং ফরাক্কার স্টেশন সুপারের সঙ্গেও আলোচনা হয়েছে।'

ব্রহ্মদেব পাল বলেন, 'নিউ ফরাক্কা স্টেশন প্রথম থেকেই উঁচুতে অবস্থান করায় প্ল্যাটফর্ম উঠতে কষ্ট হয়। এই নিয়ে রেলের কোনও ভ্রুক্ষেপ নেই। আগে যাও বা একটা র্যাম্পি ছিল, নতুন প্ল্যাটফর্ম হওয়ায় সেসব ভেঙে ফেলা হয়েছে। এখন সিঁড়ি ভেঙে প্ল্যাটফর্মে উঠতে মুশকিল হচ্ছে। একটা লিফট আছে, তাও কখনও খোলা কখনও বন্ধ থাকে। ভিড়ও সেখানে কম হয় না।'

স্বামীর দেহ আনতে বিডিও'র দরজায় স্ত্রী

গাজোল, ২৩ এপ্রিল : আবার ভিনরাজ্যে মৃত্যু হল এক পরিযায়ী শ্রমিকের। বাড়ি নির্মাণের কাজ করতে গিয়ে দেওয়াল চাপা পড়ে মারা যান ওই শ্রমিক। মৃত ওই শ্রমিকের দেহ ফিরিয়ে আনার জন্য দরজায় দরজায় ঘুরে অর্থ সংগ্রহ করছেন হতদরিদ্র ওই পরিযায়ী শ্রমিকের স্ত্রী। স্বামীর দেহ যাতে ভিনরাজ্য থেকে ফিরিয়ে আনা যায়, তার জন্য এদিন ব্লক প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছেন তিনি। বিষয়টি নিয়ে বিধায়কের কাছেও আবেদন জানিয়েছেন স্থানীয় বিজেপি নেতা।

গাজোলের আলাল পঞ্চায়েতের রাজারামচক গ্রামের বাসিন্দা আতাউর রহমান (৪৫)। প্রায় বছরখানেক ধরে কাজ করছেন কেরালায়। গতকাল বেলা এগারোটা নাগাদ দেওয়াল চাপা পড়ে মারা গিয়েছেন তিনি। এদিন স্বামীর দেহ ফিরিয়ে আনার জন্য ব্লক প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছিলেন তাঁর স্ত্রী মানসুরা বিবি।

তিনি বলেন, 'আমাদের নিজেদের এক ছটাক জমিও নেই। খাসজমিতে বসবাস করি। দুই ছেলে আলাদা থাকে। সংসার চালানোর জন্য গত এক বছর ধরে আমার স্বামী কেরালায় নির্মাণ শ্রমিকের কাজ করতেন। সেই কাজ করতে গিয়ে গতকাল বেলা এগারোটা নাগাদ দেওয়াল চাপা পড়ে মারা যান তিনি। তাঁর সঙ্গে গ্রামের যাঁরা ছিলেন তারাই ফোন করে বিষয়টি জানান। কিন্তু বর্তমানে স্বামীর মৃতদেহ ফিরিয়ে আনার জন্য যে পরিমাণ অর্থ দরকার, তা আমাদের কাছে নেই। তাই দরজায় দরজায় ঘুরে অর্থ সাহায্য করছি। পাশাপাশি বিডিও সাহেবের দ্বারস্থ হয়েছি। বছরখানেকের বেশি সময় স্বামীর মুখ দেখতে পাইনি আমি। অন্তত শেষবার স্বামীর মুখ দেখতে চাই। তবে সরকার যদি সহযোগিতা না করে, তাহলে আর স্বামীর মৃতদেহ ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়।'

সাধ্যমতো সহযোগিতা করে চলেছেন মানসুরা বিবির আত্মীয় ওই গ্রামের বিজেপি নেতা জহুর আলি। তিনি বলেন, 'বিপদে মানুষের পাশে দাঁড়ানোকে নিজের কর্তব্য বলে মনে করি। তাই সাহায্যের জন্য মানসুরা বিবিকে নিয়ে কখনও থানায়, কখনও বিডিও অফিসে দৌড়াদৌড়ি করছি।'

> খাসজমিতে বসবাস করি। দুই ছেলে আলাদা থাকে। সংসার চালানোর জন্য গত এক বছর ধরে আমার স্বামী কেরালায় নির্মাণ শ্রমিকের কাজ করতেন। সেই কাজ করতে গিয়ে গতকাল বেলা এগারোটা নাগাদ দেওয়াল চাপা পড়ে মারা যান তিনি।
>
> **মানসুরা বিবি**
> মৃত পরিযায়ীর স্ত্রী

ঝুলন্ত দেহ

হরিশ্চন্দ্রপুর, ২৩ এপ্রিল : গতকাল গভীর রাতে নিজের বাড়ির শোয়ার ঘর থেকে এক কিশোরীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করল বাড়ির সদস্যরা। তড়িঘড়ি তাঁকে হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক ওই কিশোরীকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃত কিশোরীর নাম টুম্পা খাতুন (১৬)। তাঁর বাড়ি হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকার ভবানীপুর গ্রামে।

পরিবারের দাবি, গতকাল রাতে ওই কিশোরী মোবাইলে কথা বলা নিয়ে মায়ের সঙ্গে তর্কাতর্কি হয়। এরপরই ওই কিশোরীকে বাড়িতে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার করে পরিবারের সদস্যরা। নটা নাগাদ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করে। দেহটি উদ্ধার করে মালদা মেডিকেলে পাঠিয়েছে ময়নাতদন্তের জন্য।

টুকরো খবর

প্রতিষ্ঠা দিবস

বালুরঘাট, ২৩ এপ্রিল : বালুরঘাটের পুরোনো ক্লাব গুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য মিলন সংঘ ক্লাব। মিলন সংঘ ক্লাবের ৫৫তম প্রতিষ্ঠা দিবসকে সামনে রেখে একাধিক কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হল। বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, বৃক্ষরোপণ সহ একাধিক সমাজসেবা মূলক কর্মসূচি ক্লাবের প্রতিষ্ঠা দিবস হিসেবে নেওয়া হয়।

সেনার প্রচার

বালুরঘাট, ২৩ এপ্রিল : ভারতীয় বায়ুসেনার প্রচার ও সচেতনতার কর্মসূচি আয়োজিত হল বালুরঘাটে। অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় বালুরঘাট উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে। ছিল নবম থেকে দ্বাদশের পড়ুয়ারা। বায়ুসেনার আধিকারিকরা তাদের সঙ্গে বার্তালাপে শামিল হন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা মহুয়া চৌধুরী সহ স্কুলের অন্য শিক্ষিকারা।

বাম্পারে রং

বালুরঘাট, ২৩ এপ্রিল : উত্তরবঙ্গ সংবাদে খবর প্রকাশের জের বালুরঘাট শহর ও শহর সংলগ্ন জাতীয় সড়কে তৈরি করা স্পিডব্রোকারগুলিতে করা হল সাদা ও হলুদ রং। ট্রাফিক পুলিশের তরফে জানা গেছে, শুধু বালুরঘাট নয়, জেলার প্রত্যেক স্পিডব্রোকারে সাদা ও হলুদ রং করা হবে। প্রসঙ্গত, সম্প্রতি জাতীয় সড়ক ও সড়কে ওঠার পকেট রুটে স্পিডব্রোকার দেওয়া হয়েছিল। সেই স্পিডব্রোকারগুলো বৈজ্ঞানিকভাবে না দেওয়ার কারণে পথ দুর্ঘটনা ঘটছিল।

৬টি পথবাতি

হিলি, ২৩ এপ্রিল : সাংসদ তহবিল থেকে ৩ লক্ষ টাকা খরচ করে হিলি থানার চকদাপট গ্রামে মঙ্গলবার ৬টি সৌরবাতি স্তম্ভ স্থাপন করল সুকান্ত মজুমদার। বরাত প্রক্রিয়ায় মাধ্যমে ঠিকাদারি সংস্থা এদিন দুপুরে ওই বাতিস্তম্ভ বসানোর কাজ শুরু করেছে। বাতিস্তম্ভের দাবি মানুষের দীর্ঘদিনের। সাংসদের উদ্যোগে মানুষের পথবাতির দাবিপূরণ হল।

স্বাস্থ্য বৈঠক

বালুরঘাট, ২৩ এপ্রিল : জেলার বিভিন্ন হাসপাতালে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে ও বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে বালুরঘাটে জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের অফিসে বিশেষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হল। উপস্থিত ছিলেন জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ সুদীপ দাস, বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে সুপার কৃষ্ণেন্দুবিকাশ বাগ সহ বিভিন্ন হাসপাতালের সুপার, বিএমওএইচ সহ অন্যান্য স্বাস্থ্য আধিকারিকরা।

বার্ষিক সভা

বালুরঘাট, ২৩ এপ্রিল : দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা কুইজ অ্যাসোসিয়েশনের পরিধি বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত হল বার্ষিক সভায়। রবিবার রাতে বালুরঘাটের কংগ্রেসপাড়া এলাকার কচিকলা ক্লাবে অ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক সাধারণ সভা আয়োজিত হয়। সেখানে ১৬ জন জেলার কুইজারদের নিয়ে কার্যকরী কমিটি তৈরি করা হয়েছে। সংগঠনের সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন প্রান্তিক তালুকদার ও সভাপতি নির্বাচন করা হয়েছে বাসুদেব চৌধুরীকে।

তৃণমূলে যোগ

বুনিয়াদপুর, ২৩ এপ্রিল : বংশীহারী ব্লকের সিহল গ্রামে রাজ্যের ক্রেতা সুরক্ষা মন্ত্রী বিপ্লব মিত্রের হাত ধরে বিজেপি এবং সিপিএমের ২১৯ জন কর্মী ও সমর্থকরা তৃণমূলে যোগদান করলেন। কানাহারপাড়া মোড়ে এক দলীয় সভার মধ্য দিয়ে তারা যোগদান করেন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জেলা তৃণমূল সভাপতি সুভাষ ভাওয়াল, বংশীহারী ব্লক তৃণমূল সভাপতি পার্থপ্রতিম মজুমদার প্রমুখ।

পথসভা

বালুরঘাট, ২৩ এপ্রিল : মঙ্গলবার বিকেলে বালুরঘাটে পথসভা করল এসইউসি। দলের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে শহিদ মিনার ময়দানে সমাবেশকে সফল করার ডাক দেওয়া হয়েছে। বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকায় রাস্তার পাশে সভাটি হয়েছে।

জন্মদিবস

কুমারগঞ্জ, ২৩ এপ্রিল : কুমারগঞ্জে পালিত হল লেনিনের ১৫৬তম জন্মদিবস। মঙ্গলবার গোপালগঞ্জ পার্টি অফিসে কুমারগঞ্জ সিপিএমের তরফে পূর্ণ মর্যাদার সঙ্গে লেনিনের জন্মদিন উদযাপন করা হয়। পতাকা উত্তোলন, মাল্যদান ও স্মৃতিচারণার মাধ্যমে নেতারা শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

দিনাজপুরের লোকসংস্কৃতি মুখা নাচ। ঠাকুরপুরা চকশীতল গ্রামে। - অভিজিৎ সরকার

আম বাগানে নিষ্ক্রিয় করল বম্ব স্কোয়াড

পাঁচটি জারে ৭৭টি বল বোমা উদ্ধার

সেনাউল হক

কালিয়াচক, ২৩ এপ্রিল : দিন কয়েক আগেই বোমা বিস্ফোরণে জখম হয় দুই নাবালক। সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই ফের কালিয়াচকে উদ্ধার হল প্রচুর সংখ্যক তাজা বোমা। ঘটনা ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে কালিয়াচকের শাহাবাজপুর এলাকায়। বুধবার দুপুরে সিআইডির বম্ব স্কোয়াডের কর্মীরা এসে সেগুলি নিষ্ক্রিয় করেন।

বুধবার কালিয়াচকের বামুনটোলার ঘুণটোলা এলাকায় লোকালয়ের পিছনে জলাশয়ের পাশে পাঁচটি জারভর্তি বোমা পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা। তারপরেই খবর দেওয়া হয় কালিয়াচক থানার পুলিশকে। কঠোর নিরাপত্তায় ওই এলাকাটি পুলিশ লাল ফিতে দিয়ে কর্ডন করে রাখে। খবর দেওয়া হয় সিআইডির বম্ব স্কোয়াডে। কর্মীরা এসে পাঁচটি জার থেকে ৭৭টি বল বোমা উদ্ধার করেন। বোমাগুলি নিষ্ক্রিয় করতে উপস্থিত ছিলেন ডিএসপি ক্রাইম সুবীর সাঁতরা সহ কালিয়াচক থানার পুলিশবাহিনী, দমকলের একটি ইঞ্জিন ও মেডিকেল টিম। বোমাগুলি নিষ্ক্রিয় করার আগেই ওই এলাকায় প্রচুর মানুষ ভিড় জমান। নির্দিষ্ট দূরত্বে সকলকে সরিয়ে দিয়ে কঠোর নিরাপত্তার মধ্যে একটি আম বাগানের শেষ প্রান্তে বোমাগুলি নিষ্ক্রিয় করা হয়। বম্ব স্কোয়াডের কর্মীরা প্রথম একটি গর্ত খুঁড়ে বোমাগুলিকে রেখে দেন। তারপরে উপর থেকে লোহার চাকতি নিক্ষেপ করে বোমাগুলি ফাটিয়ে দেওয়া হয়। বোমাগুলির বিস্ফোরণ হতেই প্রচণ্ড শব্দে কেঁপে উঠে পুরো এলাকা। তারপর ধোঁয়ায় ছেয়ে যায় এলাকা। এছাড়াও স্নিফার ডগ দিয়ে গোটা এলাকায় তল্লাশি চালানো হয়। আশপাশের ঝোপ-জঙ্গলে মেটাল ডিটেক্টর দিয়েও তল্লাশি চালানো হয়। তবে পরবর্তীতে আর কোনও বোমা উদ্ধার হয়নি।

ঘটনাস্থলে সিআইডি আধিকারিকরা। বুধবার কালিয়াচকে। - সংবাদচিত্র

সিআইডির এক আধিকারিক জানিয়েছেন, বোমাগুলি সবটাই তাজা ছিল। বিভিন্ন ধরনের শক্তিশালী সপ্লিন্টার ব্যবহার করা হয়েছিল। স্থানীয় বাসিন্দা তপন মণ্ডলের কথায়, 'পুকুরের ধারে পাঁচটি জারে রাখা ছিল। জারগুলি খড়কুটো ও শুকনো ডালপালা দিয়ে ঢেকে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। পুকুরের ধারে ঘুরতে গিয়ে কয়েকজন মানুষ প্রথমে জারগুলি দেখতে পান। তারপরে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে ওই এলাকায়।'

অভিযোগ, ওই এলাকাটি দুষ্কৃতীদের দৌরাত্ম্যে মাঝেমধ্যেই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। বোমাবাজি ও গোলাগুলিতে মাঝেমধ্যেই অশান্তি ছড়ায় গোটা এলাকায়। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে কালিয়াচক থানার পুলিশ। এবিষয়ে কালিয়াচকের এসডিপিও ফয়সাল রাজা বলেন, 'কে বা কারা ওইখানে বোমাগুলি মজুত রেখেছিল, তা জানতে তদন্ত শুরু হয়েছে। খুব শীঘ্রই গ্রেপ্তার করা হবে।'

টাইলসের কাজ ছেড়ে মাদক পাচার, ধৃত পরিযায়ী শ্রমিক

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ২৩ এপ্রিল : টাকার নেশায় পেশা বদল। ছিল রাজস্থানের টাইলস মিস্ত্রি। হয়ে গেল মাদক পাচারকারী। অল্প সময় কাজ করে বিপুল পরিমাণ টাকা রোজগারের নেশায় মাদক পাচারের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে ভিনরাজ্য ফেরত দুই পরিযায়ী শ্রমিক। অভিযুক্ত দুই পরিযায়ী শ্রমিক সহ আরও ১ জনকে মাদক পাচারের অভিযোগে গ্রেপ্তার করেছে হেমতাবাদ থানার পুলিশ। তবে এক-দুই জন নয়, পুলিশি তদন্তে উঠে এসেছে একাধিক পরিযায়ী শ্রমিকের নাম। যারা মাদক পাচারের সঙ্গে যুক্ত। সমস্ত অভিযুক্তর খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ।

ধৃত দুই পরিযায়ী শ্রমিককে জিজ্ঞাসাবাদ করে একাধিক তথ্য পেয়েছে হেমতাবাদ থানার পুলিশ। জানা গিয়েছে, হেমতাবাদ থেকে কাফ সিরাপ, ব্রাউন সুগার, গাঁজা পাচার হয়ে বাংলাদেশে যাচ্ছে। মাদক পাচারের সহজ রাস্তা হয়ে উঠেছে হেমতাবাদ ব্লকের বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী গ্রামের গ্রামীণ সড়কগুলি। চলতি বছরে মাদক পাচারের অভিযোগে এখনও পর্যন্ত মোট ১২ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতদের পুলিশি হেপাজতে নিয়ে উঠে আসছে একের পর এক চাঞ্চল্যকর তথ্য।

উত্তর দিনাজপুর জেলার হেমতাবাদ, রায়গঞ্জ, করণদিঘি হয়ে মাদক পাচার হয়ে যাচ্ছে রসাখোয়া, চাকুলিয়া ও ইসলামপুরের দিকে। সম্প্রতি এমনই তথ্য হাতে এসেছে জেলা পুলিশের। মূলত, এই জেলার রসাখোয়া, করণদিঘি, ডালখোলা, রায়গঞ্জ ব্লককে করিডর করে বিহারে ব্রাউন সুগার পাচারের রেকর্ডই বেশি। নেপালেও পাচার হচ্ছে মাদক। এবার সেই তালিকায় যুক্ত হল হেমতাবাদ ব্লক।

পুলিশসূত্রে জানা গিয়েছে, কয়েকশো বোতল কাফ সিরাপ সহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতদের নাম সাজ্জাদ আলি, নুর আলম ও সাকির হোসেন। সাজ্জাদ ও নুরের বাড়ি হেমতাবাদ থানা এলাকায়। ধৃতদের এদিন রায়গঞ্জ জেলা আদালতের অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট সেশন জজ কোর্টে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন। উত্তর দিনাজপুর জেলা আদালতের পাবলিক প্রসিকিউটর স্বরূপ বিশ্বাস বলেন, 'ধৃতদের মধ্যে দুইজন পরিযায়ী শ্রমিক। একজন টোটোচালক। এরা বাংলাদেশে মাদক পাচারের চেষ্টা করলে পুলিশ গ্রেপ্তার করে আদালতে পেশ করে। বিচারক ধৃতদের ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।'

পুলিশসূত্রে জানা গিয়েছে, একটি টোটো করে ধৃতরা হেমতাবাদের নওদা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বাংলাদেশ সীমান্তে কাফ সিরাপগুলি পাচার করার উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে হানা দেয় পুলিশ। ঘটনাস্থল থেকে ৩ জনকে গ্রেপ্তার করে। সাম্প্রতি পুলিশের একাধিক অভিযানে বিহার, নেপাল ও শিলিগুড়িতে মাদক পাচারের যোগসূত্র মিলেছে। উত্তর দিনাজপুরের ডালখোলা, রসাখোয়া, চাকুলিয়া এলাকা থেকে একের পর এক অভিযানে পুলিশ বেশ কয়েক প্যাকেট ব্রাউন সুগার উদ্ধার করেছে। এগুলি কোন পথে আসে এবং কোন এলাকায় যায়, সেসম্পর্কে পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ বেশ কিছু তথ্য পেয়েছে। পুলিশ এবার সেই চক্র ভাঙতে চায়।

এক দশক বন্ধ প্রাণীবিকাশ কেন্দ্র

দিলীপকুমার তালুকদার

বুনিয়াদপুর, ২৩ এপ্রিল : এক দশক হল বন্ধ পাথরঘাটার প্রাণীবিকাশ সহায়ক কেন্দ্র। কেন্দ্র বন্ধ থাকায় বাসিন্দারা সমস্যায় পড়ছেন। অভিযোগ, এই নিয়ে বিডিও বা পঞ্চায়েতের কোনও হেলদোল নেই। বুধবার পাথরঘাটায় গিয়ে দেখা গেল, প্রাণীবিকাশ সহায়ক কেন্দ্রের দরজায় তালা। ভবনের সামনের অংশ জ্বালানি ও আবর্জনা জড়ো করে রাখা হয়েছে। আশপাশে ঝোপঝাড়। ফলক না থাকলে বোঝাই যেত না এটা প্রাণীবিকাশ সহায়তা কেন্দ্র।

পাথরঘাটার গৃহবধূ কবিতা দাস বলেন, 'কেন্দ্রটি না হলেও ১০ বছর আগে বন্ধ হয়ে গিয়েছে। আগে পোষ্যদের অসুখ-বিসুখ হলে চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসতাম। এটি বন্ধ থাকায় প্রায় ছয় কিলোমিটার দূরে বুনিয়াদপুরের প্রাণী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যেতে হয়। খুবই অসুবিধার মধ্যে রয়েছি। আমার মতো আরও অনকেই সমস্যায় রয়েছে। সকলের স্বার্থে অবিলম্বে কেন্দ্রটি চালু করা হোক।'

বন্ধ পাথরঘাটা প্রাণীবিকাশ কেন্দ্র। বুধবার বুনিয়াদপুরে। - সংবাদচিত্র

পাঞ্জারিপাড়ার বাসিন্দা গোলেনুর বেওয়া আক্ষেপের সঙ্গে বলেন, 'প্রধান একটু চেষ্টা করলেই পশু হাসপাতালটি চালু হয়। কিন্তু তিনি চুপ। সকলের একটাই দাবি, জনগণের স্বার্থে খুব তাড়াতাড়ি কেন্দ্র খুলে দেওয়া হোক।'

এই প্রসঙ্গে বংশীহারী বিএলডিও ডাক্তার সুমন সাহা বলেন, 'দায়িত্ব পাওয়ার অনেক আগে থেকেই ওই কেন্দ্রটি বন্ধ। জেনেছি, কর্মী এবং চিকিৎসকের অভাবেই সেটি বন্ধ হয়ে গেছে। কেন্দ্রটি খোলার জন্য আমি ঊর্ধ্বতন আধিকারিকের কাছে দরবার করেছি। আশা করি, বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখা হবে।'

কেন্দ্র ১০ বছর ধরে বন্ধ, সেটা জানেন না বিডিও সুব্রত বল। তিনি সেটা স্বীকারও করে নিয়েছেন। বিডিও বলেন, 'আমি জানতাম না যে, পাথরঘাটা প্রাণীবিকাশ সহায়ক কেন্দ্রটি বন্ধ। আমি এই বিষয়ে বিএলডিও-র সঙ্গে কথা বলব।' এখন দেখার, কবে কেন্দ্রটির বন্ধ দরজা খোলে।

দক্ষিণ দিনাজপুর ও মুর্শিদাবাদ দুটো বিশ্ববিদ্যালয় সমবয়সি। রাজ্য ও রাজ্যপালের সংঘাতের পরে এই দুই নবীন বিশ্ববিদ্যালয় নতুন উপাচার্য পেয়েছে। কিন্তু শুরুতেই কোথাও পরিকাঠামো তো কোথাও নিয়োগ নিয়ে দুর্নীতির সমস্যা সামনে এসেছে। এই পরিস্থিতিতে উচ্চশিক্ষা নিয়ে চিন্তিত পড়ুয়া ও অভিভাবকরা।

ভবন সমস্যা মেটাতে শনিবার বৈঠক জেলা শাসকের

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ২৩ এপ্রিল : একেই স্থায়ী ভবন তৈরির অর্থ বরাদ্দ মিলছে না। তার ওপর নাট্য উৎকর্ষ কেন্দ্রের অস্থায়ী ক্যাম্পাস তৈরির বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের উদ্যোগেও জল ঢেলে দিয়েছে রাজ্য শিক্ষা দপ্তর। তাই বাধ্য হয়ে বিকল্প ক্যাম্পাসের ব্যবস্থা করতে জেলা শাসকের দ্বারস্থ হয়েছিলেন উপাচার্য। আর এরপরেই এবারে তা নিয়ে আলোচনায় সায় দিয়েছেন জেলা শাসক। আগামী শনিবার এনিয়ে এক বৈঠক ডেকেছেন জেলা শাসক বিজিন কৃষ্ণা। ওই বৈঠক ফলপ্রসূ হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকাঠামোগত মানোন্নয়নে এক ধাপ এগোনো যাবে বলে আশাবাদী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

> আগামী শনিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং অন্যদের নিয়ে বৈঠক ডেকেছি। ওই বৈঠকে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হবে।
>
> **বিজিন কৃষ্ণা, জেলা শাসক**

এর আগে বালুরঘাটের মাহিনগরের প্রস্তাবিত জমিতেই ভবন গড়ার আর্জি নিয়ে উচ্চশিক্ষা দপ্তরের দ্বারস্থ হয়েছেন দক্ষিণ দিনাজপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন উপাচার্য প্রণব ঘোষ। শুধু তাই নয়, পূর্ত দপ্তরের কাছে পাওয়া ডিপিআরও প্রায় ৪০ কোটির আর্থিক বরাদ্দ চেয়ে উচ্চশিক্ষা দপ্তরে চিঠি দিয়েছেন তিনি। ২০২১ সাল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় চকভবানীর একটি ভাড়াবাড়িতে চলত। কিন্তু পরে বালুরঘাট মহিলা মহাবিদ্যালয়ে এবং বর্তমানে একটি বেসরকারি বিএড কলেজের পরিত্যক্ত হস্টেলে ওই বিশ্ববিদ্যালয় চলছে। তবে পরিচালনায় সমস্যা হচ্ছে বলে জেলা শাসকের কাছে একটি অস্থায়ী ভবন পেতে আবেদন জানিয়েছিলেন উপাচার্য।

সূত্র মারফত জানা যায়, বালুরঘাটের নাট্য উৎকর্ষ কেন্দ্রকে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী ক্যাম্পাস হিসেবে ব্যবহার করবার আর্জি জানিয়ে, উচ্চশিক্ষা দপ্তরের কাছে অনুমতি চাওয়া হয়েছিল। কিন্তু পত্র মারফত ওই ব্যাপারে আপত্তি করেছে উচ্চশিক্ষা দপ্তর। এরপরেই বিকল্প ক্যাম্পাসের জোগাড় করতে মরিয়া হয়ে উঠেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। এনিয়ে তাঁরা জেলা শাসকের দ্বারস্থ হয়েছেন। আর জেলা শাসক এনে বৈঠকে বসতে আগ্রহী আগ্রহ প্রকাশ করতেই, আশাবাদী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

দক্ষিণ দিনাজপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রণব ঘোষ বলেন, 'স্থায়ী ভবন তৈরির অর্থ বরাদ্দ এখনও পাইনি। একটি উপযুক্ত বিকল্প ক্যাম্পাস না হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা পরিকাঠামোগত উন্নয়ন করা যাচ্ছে না। আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে নতুন নতুন আরও বিষয় চালু করা সহ নানা কাজ বাকি। তাই ক্লাস ও ক্যাম্পাসের জন্য নতুন জায়গা পেতে জেলা শাসককে চিঠি দিয়েছিলাম। জেলা শাসক বৈঠক ডেকেছেন।'

অতিথি শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি, বিক্ষোভ পড়ুয়াদের

পরাগ মজুমদার

মুর্শিদাবাদ, ২৩ এপ্রিল : জেলার সদর শহর বহরমপুরের বুকে অবস্থিত ঐতিহ্যবাহী ব্রিটিশ আদলে তৈরি কৃষ্ণনাথ কলেজে চালু হওয়া মুর্শিদাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়। শিক্ষকতার সুযোগ মুর্শিদাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে- সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে নিয়োগ-বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছিল। জানানো হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০টি বিভাগে শিক্ষক নিয়োগ করা হবে। সেইমতো মঙ্গলবার ছিল প্রথম পর্বের ইন্টারভিউ। এদিকে ফর্ম ফিলআপ হয়ে থাকলেও কিন্তু কোনও মেরিট লিস্ট প্রকাশিত হয়নি। এই ঘটনা সামনে আসতেই মুর্শিদাবাদ নামাঙ্কিত বিশ্ববিদ্যালয়ে অতিথি শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে রীতিমতো চাপানউতোর দেখা দিয়েছে।

তবে সেখানে অতিথি শিক্ষক পদে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অস্বচ্ছতার অভিযোগে দেখা দিয়েছে তুলকালাম কাণ্ড। ঘটনায় ব্যাপক শোরগোল ছড়িয়ে পড়েছে জেলার শিক্ষামহল জুড়ে। একাধিক অভিযোগে কৃষ্ণনাথ কলেজ ক্যাম্পাসের ভেতর মুর্শিদাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের ঘরের বাইরে অবস্থান বিক্ষোভে শামিল হয় কলেজেরই বর্তমান ও প্রাক্তন পড়ুয়াদের একাংশ।

এদিন দুর্নীতি প্রকাশ পেতেই কলেজেরই প্রাক্তন ছাত্র, আবেদনকারী প্রসেনজিৎ মণ্ডলের অভিযোগ, 'আমি যথারীতি নিয়ম মেনেই আবেদন করলেও, কোনও ফোন বা ইমেল আসেনি। কোনও মেরিট লিস্ট নেই। কলেজে এসে শোনা যায় ইন্টারভিউ চলছে ভিনজেলার বহিরাগতদের। অনৈতিকভাবে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে।'

এদিকে ঘটনার জেরে কলেজের বারান্দায় বসে দীর্ঘক্ষণ ধরে চলে ছাত্রদের বিক্ষোভ। তৃণমূল ছাত্র পরিষদের তরফে স্লোগানে সুর চড়ান বিক্ষোভকারীরা। যদিও অভিযোগ প্রসঙ্গ উড়িয়ে মুর্শিদাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য জানে আলম বলেন, 'কোথাও কোনও টাকাপয়সার বিনিময়ে কোনও নিয়োগ দুর্নীতি হয়নি। সবটাই মিথ্যে অভিযোগ। পুরো স্বচ্ছতার সঙ্গে সবকিছু করা হয়েছে। আবেদনের ভিত্তিতে মেরিট লিস্ট তৈরি হয় বিভিন্ন সেগমেন্টে স্কোর অনুযায়ী। শর্ট লিস্টেড ক্যান্ডিডেটদের জানানো হয়, তারাই ইন্টারভিউ দিতে আসে।'

দিব্যাঙ্গদের সামগ্রী বিতরণ

বালুরঘাট, ২৩ এপ্রিল : বালুঘাটের সাংসদ সুকান্ত মজুমদারের উদ্যোগে দিব্যাঙ্গদের মধ্যে বিভিন্ন সামগ্রী বিতরণ করা হল। বুধবার বালুরঘাট শহরের ত্রিধারা ক্লাবে ক্যাম্প করে অনুষ্ঠানটি হয়। উপস্থিত ছিলেন বিজেপির জেলা সভাপতি স্বরূপ চৌধুরী, বালুরঘাট টাউন মণ্ডলের বিজেপি সভাপতি সমীরপ্রসাদ দত্ত প্রমুখ।

আহত বাইক আরোহী

বালুরঘাট, ২৩ এপ্রিল : বাস ও বাইকের ধাক্কায় আহত হলেন বাইক আরোহী। মঙ্গলবার দুপুরে পথ দুর্ঘটনাটি ঘটে বালুরঘাটের মঙ্গলপুর এলাকায়। স্থানীয়রা আহত বাইক আরোহীকে হাসপাতালে পাঠান। উত্তেজিত জনতা ওই বাসের চালককে চড়-থাপ্পড় মারেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বালুরঘাট থানার পুলিশ।

রক্তদান

বালুরঘাট, ২৩ এপ্রিল : বুধবার বালুরঘাট ব্লাড সেন্টারে একটি রক্তদান শিবির হল। দক্ষিণ দিনাজপুর ভলান্টারি ব্লাড ডোনার্স ফোরাম ও জেলা প্রেস ক্লাবের উদ্যোগে শিবিরটি হয়। এদিন শিবিরে ৩২ জন রক্তদান করেন। ব্লাড ডোনার্স ফোরামের তরফে উপস্থিত ছিলেন সুশান্ত কুণ্ডু , ব্লাড ব্যাংক কর্তৃপক্ষ।

খাতা-কলম বিলি

পতিরাম, ২৩ এপ্রিল : পতিরাম রামকৃষ্ণ ও সারদা আশ্রমের তরফ থেকে উত্তর রায়পুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৬৫ জন পড়ুয়ার মধ্যে খাতা, পেন্সিল, কলম সহ নানা শিক্ষাসামগ্রী বিতরণ করা হল।

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

সুরের আসর।। তারাপীঠে ছবিটি তুলেছেন শিলিগুড়ির ঋতুপর্ণা অধিকারী।

ভাগ্নের সঙ্গে সেলফি তোলায় মার মামিকে

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ২৩ এপ্রিল : সম্পর্কে ভাগ্নে। তার আবদারে ঘাড়ে হাত দিয়ে তুলেছিলেন সেলফি। আর ওই ছবিই এক গৃহবধূর জীবনে নিয়ে এল বিপদ। তাঁর সঙ্গে স্বামীর প্রেমের সম্পর্ক রয়েছে বলে সন্দেহ করে ভাগ্নের স্ত্রী ও তার পরিবার বেধড়ক মারধর করে ওই গৃহবধূকে। এমনকি শরীরে পেট্রোল ছিটিয়ে তাঁকে পুড়িয়ে মারারও চেষ্টা করা হয়ে বলে অভিযোগ গৃহবধূর।

ওই ঘটনায় বালুরঘাট হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার পর গৃহবধূকে ছাড়া হয়। এরপর ওই ঘটনায় বালুরঘাট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন তাঁর ভাগ্নে, ভাগ্নের স্ত্রী এবং আরও কয়েকজনের বিরুদ্ধে। লিখিত অভিযোগ পেয়ে বালুরঘাট থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে এরকমভাবে এক গৃহবধূর উপরে অত্যাচারের ঘটনায় চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে বালুরঘাট ব্লকের ডুমুইর এলাকায়।

জানা গিয়েছে, আক্রান্ত মহিলার স্বামী বেঙ্গালুরুতে নির্মাণ শ্রমিকের কাজ করেন। ওই গৃহবধূ তাঁর শাশুড়ি ও নাবালক ছেলেকে নিয়ে একাই সংসার সামলান। গত জানুয়ারি মাসে ওই গৃহবধূর মা রান্না করতে গিয়ে অগ্নিদগ্ধ হয়ে পড়লে তাঁর দেখভালের জন্য ওই গৃহবধূ কিছুদিন কুশমণ্ডিতে তাঁর বাপের বাড়িতেই ছিলেন। আর ওই সময়েই অসুস্থ বৃদ্ধাকে দেখতে এসেছিলেন তাঁর দিদির জায়ের ছেলে। গৃহবধূর দাবি, সেসময়েই ওই সম্পর্কিত ভাগ্নে মজার ছলে তাঁর সঙ্গে একটি সেলফি তুলতে চায়। ওই গৃহবধূ তাতে সায় দেন। আর এরপরেই শুরু হয় গণ্ডগোল।

> গৃহবধূর অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা শুরু হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।
>
> **সুমন্ত বিশ্বাস**
> **বালুরঘাট থানার আইসি**

ওই ছবি দেখে ভাগ্নের স্ত্রী দুজনের প্রেমের সম্পর্ক রয়েছে বলে সন্দেহ করে। এই নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরেই দুই পরিবারের মধ্যে চলছিল টানাপোড়েন। গৃহবধূর অভিযোগ, 'সামান্য সেলফিই তুলেছিলাম। আর সেটাই যে এভাবে প্রচার করবে ভাগ্নে, তা জানা ছিল না। আমাকে ও-ই বদনাম করার চেষ্টা করেছে। প্রতিবাদ করায়, বাড়ি বয়ে এসে ভাগ্নে ও তার পরিবার আমাকে বেধড়ক মেরেছে। শ্লীলতাহানি করেছে। শরীরে পেট্রোল ছিটিয়ে প্রাণে মারার চেষ্টা করেছে। ঘটনার সুবিচার চেয়ে বালুরঘাট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছি।' বালুরঘাট থানার আইসি সুমন্ত বিশ্বাস বলেন, 'গৃহবধূর অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা শুরু হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।'

পতিরামের বহু রাস্তা বেহাল

পতিরাম, ২৩ এপ্রিল : পতিরাম ও কুমারগঞ্জ ব্লকের একাধিক রাস্তা সংস্কারের অভাবে বেহাল অবস্থা তৈরি হয়েছে। এলাকার বাসিন্দাদের দুর্ভোগ চরমে পৌঁছেছে। বালুরঘাট ব্লকের গোপালবাটী পঞ্চায়েতের কামালপুর থেকে কামারপাড়া পর্যন্ত মাত্র ৯ কিলোমিটার পাকা রাস্তা ভেঙে চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। ফলে ৫ কিলোমিটারের পথ ১৫ কিলোমিটার ঘুরে কামারপাড়া পৌঁছাতে হচ্ছে। একা কামারপাড়ার বাসিন্দাদের নয়, কামালপুর, তুলসীপুর, তুরসাইল, মুনইল, হরিগ্রাম, নুনইল সহ অন্তত ১০-১২টি গ্রামের প্রায় ১৫ হাজার মানুষের যাতায়াতের একমাত্র ভরসা। গোপালবাটী, নাজিরপুর ও বটুন অঞ্চলের বহু কৃষক ও ব্যবসায়ী এই রাস্তাটির উপর নির্ভরশীল।

স্থানীয় বাসিন্দা বিকাশ দেবনাথ, শুভম মণ্ডল ও লতা সাহারা ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, রাস্তা এতটাই ভেঙে পড়েছে যে বাইক, টোটো, অটো নিয়ে চলাফেরা কার্যত অসম্ভব হয়ে উঠেছে। কয়েক লক্ষ টাকা খরচ করে রাস্তার সংস্কার করা হয়েছিল। সেই রাস্তা দিয়ে আর চলাচল করা যায় না।

রাস্তা সংস্কারের জন্য জেলা পরিষদ সদস্য অশোককৃষ্ণ কুজু আশ্বাস দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'রাস্তা সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। খুব শীঘ্রই কাজ শুরু হবে।' এলাকার মানুষ চাইছেন কাজ দ্রুত শুরু হোক।

গ্রামে বিডিও

কুশমণ্ডি, ২৩ এপ্রিল : মার্কটু টিউবওয়েল বসানোর কিছুদিনের মধ্যেই নানা অভিযোগ নিয়ে ছুটে আসেন গ্রামের মানুষ। সেই অভিযোগ গোড়ায় বন্ধ করতে গ্রামে গ্রামে ছুটলেন কুশমণ্ডির বিডিও নয়না দে। মার্কটু টিউবওয়েল নিয়ম মেনে বসানো হচ্ছে কিনা সেই বিষয় খতিয়ে দেখার পাশাপাশি গ্রামের মানুষের সঙ্গে কথা বলেন তিনি।

কাজের সূচনা

কুশমণ্ডি, ২৩ এপ্রিল : জেলা পরিষদের উদ্যোগে মালিগাও গ্রামে কমিউনিটি টয়লেটের কাজের সূচনা করলেন জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি অম্বরিশ সরকার।

রক্তাক্ত ভূস্বর্গ

বৈসরণ ভ্যালি পরিদর্শনে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। বুধবার পহলগামের কাছে।

ফেরার টিকিট খুঁজতে হাহাকার

বিশ্বজিৎ সাহা

গুলমার্গ, ২৩ এপ্রিল : বাড়ি ফেরাটাই এখন যেন হয়ে দাঁড়িয়েছে মাথাব্যথার সবথেকে বড় কারণ। বিমানের টিকিটে তো হাত ছোঁয়ানো যাচ্ছে না। ট্রেনের টিকিটেরও হাহাকার।

যেমন ধরা যাক বেঙ্গালুরু থেকে আসা দম্পতি নন্দিশ বাসবরাজ ও বাঁশুরি বাসবরাজের কথা। আগামী শনিবার বাড়ি ফেরার কথা ছিল তাঁদের। আগে যাতায়াতের টিকিটের দাম পড়েছিল ৩৮ হাজার টাকা। জঙ্গি হামলার জেরে সমস্ত ভ্রমণ পরিকল্পনা বাতিল করে ৩০ হাজার টাকায় স্রেফ ফেরার টিকিট কেটে বুধবারই গুলমার্গ থেকে শ্রীনগর হয়ে কাশ্মীর ছাড়লেন তাঁরা।

সপরিবার কাশ্মীর ভ্রমণে এসেছেন অবসরপ্রাপ্ত রেলকর্মী, ব্যারাকপুরের বাসিন্দা জয়ন্ত সরকার। মঙ্গলবার গুলমার্গে পৌঁছেছিল ৮ সদস্যের পর্যটকদলটি। এর আগে দু'বার কাশ্মীরে আসার পরিকল্পনা ছিল জয়ন্তদের। একবার পারিবারিক কারণে, আরেকবার পুলওয়ামার ঘটনার জেরে আসতে পারেননি। মঙ্গলবার দুপুরে গুলমার্গে গন্ডোলা রাইড করে নামার সময় ছোট ছেলের ফোনেই প্রথম হামলার খবর পান। ঘটনার পর সড়কপথে ও রেলপথে বাড়ি ফেরার ভাবনা বাতিল করে চড়া দামে অনলাইনে বিমানের টিকিট কেটে ফেলেন তাঁরা। টিকিটের দাম নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়ে জয়ন্ত বলেন, 'একটা ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর এভাবে বিমানের টিকিটের দাম দ্বিগুণ ও তিনগুণ হয়ে যাওয়া কিছুতেই মেনে নিতে পারছি না। সরকারের বিষয়টি ভেবে দেখা উচিত।'

আতঙ্কিত পর্যটকদের নিজের নিজের জায়গায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সরকারি কোনও উদ্যোগ বুধবার পর্যন্ত চোখে পড়েনি। তাতে ব্যাপক ক্ষুব্ধ পর্যটকরা। অথচ কাশ্মীরের স্থানীয়রা কিন্তু তাঁদের জন্য যথাসাধ্য করছেন। স্থানীয় ট্যাক্সিচালকরা পর্যটকদের জন্য বিনামূল্যে ট্যাক্সি পরিষেবা দিচ্ছেন। তাহলে সরকার কেন বিমানের টিকিটের দাম নিয়ন্ত্রণ করছে না? প্রশ্ন তুলছেন ক্ষুব্ধ পর্যটকরা।

অনেকদিন থেকেই ভূস্বর্গের সৌন্দর্য উপভোগ করার ইচ্ছা ছিল জলপাইগুড়ির বাসিন্দা ২৫ বছরের রায়া সরকারের। ভ্রমণের প্রথম পাঁচদিন চুটিয়ে ঘুরেছেন। মঙ্গলবার দুপুরে পহলগামের খবর শোনার পরই ছন্দপতন। বুধবারই সেখানে তাঁর যাওয়ার কথা ছিল। পরিকল্পনা বদলে গুলমার্গ থেকে সোজা শ্রীনগরে চলে গিয়েছেন। ফেরার জন্য ট্রেনের টিকিট বাতিল করে বাড়তি টাকা দিয়ে ২৬ তারিখের বিমানের টিকিট পেয়েছেন রায়ারা।

মুম্বইয়ের বাসিন্দা সন্দীপ সিন্ধে মঙ্গলবারের ঘটনার সময় সপরিবারে পহলগামে ছিলেন। বৈসরণ যাওয়ার পথে সেনাবাহিনী তাদের আটকে দেয় এবং হোটেলে ফিরে যেতে নির্দেশ দেয়। তখনই জানতে পারেন জঙ্গি হামলার কথা। পহলগামের হোটেলে আতঙ্কের রাত কাটিয়ে বুধবার শ্রীনগরে ফিরে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছেন। টিকিটের চড়া দামে বাজেট কুলোচ্ছে না তাঁর। সন্দীপের মতোই অল্পের জন্য রক্ষা পেয়েছেন দিল্লি থেকে কাশ্মীর ঘুরতে আসা ২৪ বছরের নেভি অফিসার যশ কৌশল। দুপুরে খাওয়ার পর ঘোড়ায় চেপে বৈসরণ যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল তাঁর। সেসময় ট্যাক্সিচালকদের কাছে শোনেন ঘটনার কথা। বুধবার সকালেই শ্রীনগর ফিরে গিয়েছেন যশও।

ঝোপ বুঝে কোপ বিমান সংস্থাগুলির

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২৩ এপ্রিল : আক্ষরিক অর্থেই কারও পৌষমাস, কারও সর্বনাশ দশা চলছে পহলগাম হামলা পরবর্তী পরিস্থিতিতে। পর্যটকদের ওপর হামলার ঘটনায় এই মুহূর্তে কাঁপছে কাশ্মীর উপত্যকা। বেড়াতে এসে জঙ্গি হামলার আতঙ্কে ভুগছেন হাজার হাজার পর্যটক। নিরাপদে ঘরে ফিরতে তাঁরা মরিয়া হয়ে উঠেছেন। কিন্তু চাইলেই যে সেটা এই মুহূর্তে সম্ভব হচ্ছে না তার কারণ, বিমানের টিকিটের আকস্মিক দামবৃদ্ধি। বহু পর্যটক দ্রুত টিকিট বাতিল করে নিজের রাজ্যে ফিরতে চাইছেন। কিন্তু বিমানের টিকিটের দাম কয়েকগুণ বেড়ে যাওয়ায় সমস্যায় পড়েছেন অনেকেই।

সাধারণ সময়ের তুলনায় এখন শ্রীনগর থেকে দিল্লি বা কলকাতাগামী বিমানের ভাড়া ছুঁয়েছে ১৫ থেকে ২০ হাজার টাকা পর্যন্ত। যা মধ্যবিত্ত পর্যটকদের জন্য কার্যত অসম্ভব। এই অবস্থায় বিমান পরিবহণ সংস্থাগুলিকে টিকিটের দাম নাগালের মধ্যে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন অসামরিক বিমান পরিবহণমন্ত্রী রামমোহন নাইডু। তিনি বলেছেন, 'পর্যটকরা যাতে শ্রীনগর থেকে নিরাপদে ফিরে আসতে পারেন সেই চেষ্টা করছি। বিমান পরিবহণ সংস্থাগুলিকে আমরা স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছি, কোনওরকম দাম বাড়ানো চলবে না। নাগালের মধ্যে টিকিটের দাম রাখতে বলা হয়েছে।' টিকিটের দামের ওপর কড়া নজরদারির কথাও বলেছেন তিনি। বহু পর্যটক ইতিমধ্যে বেশি দামের টিকিট কেটেই ঘরে ফেরার পথে পা বাড়িয়েছেন।

জঙ্গিদের বাধা দিয়ে হত টাট্টুওয়ালা

শ্রীনগর, ২৩ এপ্রিল : জঙ্গিদের বিরুদ্ধে সাহস করে রুখে দাঁড়ানোই কাল হল স্থানীয় টাট্টুওয়ালা সৈয়দ আদিল হুসেন শাহের। পহলগামে হামলাকারী এক জঙ্গিকে বাধা দিতে গিয়ে মৃত্যু হল তাঁর।

মঙ্গলবার দুপুরে কাশ্মীরের পহলগামে সন্ত্রাসবাদী হামলায় আতঙ্কে যখন পর্যটকরা প্রাণ বাঁচাতে দিগ্বিদিক ছুটছেন, তখন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সৈয়দ আদিল হুসেন শাহ বাধা দেন এক জঙ্গিকে। প্রাণপণে চেষ্টা করেন ওই আক্রমণাত্মক জঙ্গির হাত থেকে অস্ত্র ছিনিয়ে নিতে। কিন্তু পারেননি। তাঁর দিকে তাক করা একে৪৭ গর্জে ওঠে। জঙ্গিদের নিরস্ত্র করার দুঃসাহস দেখানোর পরিণাম হিসাবে গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে যায় আদিল হুসেনের শরীর।

পহলগামের গাড়ি পার্কিং এলাকা থেকে বৈসরণ ময়দান পর্যন্ত পর্যটকদের টাট্টু ঘোড়ায় চড়িয়ে নিয়ে যাওয়াই ছিল কাজ সৈয়দ আদিলের। মঙ্গলবারও তিনি এক দম্পতিকে সেখানে নিয়ে গিয়েছিলেন। হামলার সময় তিনি ওই পর্যটকদের রক্ষা করতে গিয়েই সন্ত্রাসবাদীর গুলিতে নিহত হন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, সশস্ত্র হামলাকারীরা আগে নিশানা ঠিক করতে ধর্ম জানতে চাইছিল এবং ধর্মীয় শ্লোক আওড়াতে বলছিল। সেই অনুযায়ী তারা ২৬ জন পর্যটককে চিহ্নিত করে হত্যা করে। তবে স্থানীয়দের মধ্যে একমাত্র সৈয়দ আদিল শাহই নিহত হয়েছেন।

পরিবারের একমাত্র রোজগেরে ছিলেন সৈয়দ আদিল। তাঁর উপার্জনেই সংসার চলত। পরিবার বলতে আদিলের বৃদ্ধ বাবা-মা, স্ত্রী এবং সন্তানরা। সমর্থ ছেলের মৃত্যুতে ভেঙে পড়েছেন বাবা-মা। দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবি করে সৈয়দের বাবা হায়দার শাহ বলেন, 'মঙ্গলবার

কাজে পহলগামে গিয়েছিল ছেলে। বিকাল ৩টে নাগাদ আমরা হামলার খবর পাই। ওকে বারবার ফোন করেছিলাম, কিন্তু ফোন বন্ধ ছিল। কোনওভাবেই ছেলের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারিনি। পরে বিকাল ৪টে ৪০ মিনিট নাগাদ ওর ফোন চালু হয়। কিন্তু কেউ ফোন তোলেনি। এরপরেই আমরা দ্রুত থানায় যাই। সেখানেই জানতে পারি, জঙ্গি হামলায় প্রাণ গিয়েছে তার। এর জন্য যে-ই দায়ী হোক, তারা যেন কঠিনতম শাস্তি পায়।'

বুধবার শতাধিক মানুষ অংশ নেন আদিলের অন্ত্যেষ্টিতে। উপস্থিত ছিলেন জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লাও। তিনি বলেন, 'আমি আর কী বলব? আমাদের অতিথিরা ছুটি কাটাতে এসেছিলেন, কিন্তু দুঃখজনকভাবে কফিনবন্দি হয়ে ফিরতে হল তাঁদের। এই তরুণ কষ্ট করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। কাজে গিয়েছিলেন, কিন্তু তিনিও ফিরলেন কফিনবন্দি হয়ে। তিনি সাহসিকতার সঙ্গে জঙ্গিদের থামানোর চেষ্টা করেছিলেন। বন্দুক ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। এরপরই তাঁকে গুলি করা হয়। আমরা তাঁর পরিবারের পাশে থাকব। প্রশাসন সাহায্য করবে।'

মূলচক্রী সইফুল্লা কাসুরি

শ্রীনগর, ২৩ এপ্রিল : সংবিধানের ৩৭০ অনুচ্ছেদ বাতিলের পর জম্মু ও কাশ্মীরের পহলগামের বৈসরণ উপত্যকায় সবচেয়ে বড় সন্ত্রাসীহানার মূলচক্রী সইফুল্লা খালিদ ওরফে সইফুল্লা কাসুরি। কেন্দ্রীয় সরকারের মোস্ট ওয়ান্টেড তালিকায় থাকা হাফিজ সঈদের ঘনিষ্ঠ সইফুল্লা। সে বিলাসবহুল জীবনে অভ্যস্ত। গোয়েন্দা সূত্রের দাবি, হত্যালীলা দ্য রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্ট (টিআরএফ) চালালেও সন্ত্রাসের ছক সইফুল্লা কষেছিল।

মুখভর্তি দাড়ির সইফুল্লা কাসুরি পাকিস্তানে লস্কর-ই-তৈবার সিনিয়ার কমান্ডার। তার সঙ্গে পাক সেনাবাহিনীর দহরম-মহরম রয়েছে। সশস্ত্র সেনা সইফুল্লার বিলাসবহুল গাড়ি ঘিরে থাকে। লস্করের পেশোয়ারে যে সদর দপ্তর রয়েছে তার প্রধান সইফুল্লা জেইউডির অধীনে থাকা পাক পঞ্জাব প্রদেশের সমন্বয় কমিটিতেও রয়েছে। মার্কিন বিদেশমন্ত্রক ২০১৬ সালে জানিয়েছিল, জেইউডি আসলে লস্কর-ই-তৈবার ছদ্মনাম।

গোয়েন্দা সূত্র থেকে জানা গিয়েছে, পহলগাম হামলার ঠিক দু'মাস আগে পাক পঞ্জাবের কাঙ্গালপুরে সইফুল্লাকে দেখা যায়। ওই সময় সেনাকর্মীদের মনোবল বাড়াতে সইফুল্লাকে আমন্ত্রণ করেন পাক সেনার কর্নেল জাহিস জারিন। সইফুল্লার বক্তৃতায় ভারতবিরোধী বার্তা ছিল। সে ভারতীয় সেনার ওপর হামলা চালাতে পরামর্শ দেয়। কাশ্মীর দখলের হুংকার পর্যন্ত দিয়েছে। পাক বাহিনীতে তার জনপ্রিয়তা সেদিন বুঝিয়ে দিয়েছিল, পাক সেনাছাউনিতে তার গাড়ি ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে পুষ্পবৃষ্টি।

শোকস্তব্ধ গোটা ভারত। এই ছবিটাই যেন তার প্রতিচ্ছবি।

পর্যটকদের স্বপ্নে জঙ্গিহানা

সানি সরকার ও অভিজিৎ ঘোষ

কাশ্মীর মানেই স্বপ্নের ট্রিপ। প্রত্যেকেরই জীবনে ইচ্ছে থাকে অন্তত দু'বার কাশ্মীর যাওয়ার। এক, বরফ দেখতে, দুই, টিউলিপ। চলতি টিউলিপের মরশুমে উত্তরবঙ্গ থেকেও বহু পর্যটক কাশ্মীর যাবেন বলে ভেবে রেখেছিলেন। কেউ কেউ টিকিটও কেটে ফেলেছিলেন।

শিলিগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার, ২৩ এপ্রিল : টিউলিপে রক্তের দাগ। ভূস্বর্গ পরিণত মৃত্যু উপত্যকায়। জঙ্গিহানায় হঠাৎ বদলে যাওয়া কাশ্মীরে এখন আর কেউ থাকতে চাইছেন না, ফিরতে চাইছেন নিজভূমে। নতুন করে ভূস্বর্গে যেতে চাইছেন না তেমন কোনও পর্যটকই। মানতেও পারছেন না, দীর্ঘদিন ধরে সযত্নে লালন করা কাশ্মীর বেড়ানোর স্বপ্ন এভাবে চুরমার হয়ে যাবে। 'আজ ইচ্ছে হল, কাল চললাম', - এভাবে তো ভূস্বর্গে যাওয়া যায় না। কাশ্মীর যাওয়ার পরিকল্পনা নিতে হয় অনেকদিন ধরে। নতুন করে পরিকল্পনা নিয়ে ফের কি ব্যাগ গোছানো সম্ভব? পহলগামে জঙ্গিহানা এবং পর্যটক নিধনের ২৪ ঘণ্টার পর উত্তর খোঁজার চেষ্টায় পর্যটকরা।

মঙ্গলবার সন্ধ্যায় টিভির সামনে বসেই ভূস্বর্গে রক্তের দাগ দেখেছেন শ্রেয়সী দাশগুপ্ত। তখনই তাঁর মনে অমঙ্গলের বান ডেকে যায়। তাহলে কী হবে? নিজের মতো করে উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেন বারবার। কর্মস্থল থেকে রাতে স্বামী প্রীতম ফিরলে দুজনে বসে পড়েন পহলগাম যাওয়ার আলোচনায়। কিন্তু কিছুতেই নিজেদের কর্তব্য ঠিক করতে পারেননি। বুধবার সকালে বুকিং বাতিল করে দেন। শিলিগুড়ির দেশবন্ধুপাড়ার শ্রেয়সী বললেন, 'প্রতি বছর পুজোর দিনগুলিতে কোথাও না কোথাও বেড়াতে যাই। কিন্তু কাশ্মীর যাব বলে এবার পুজোয় কোথাও যাইনি। টাকাটা জমিয়ে রেখেছিলাম। ৩০ এপ্রিল কলকাতা থেকে বিমান ছিল। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতি দেখে সাহস হল না। ট্যুর প্রোগ্রাম বাতিল করে দিয়েছি।' ভবিষ্যতে কোনওদিন যাওয়া হবে কি না, অনিশ্চয়তায় তিনি।

মে মাসে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে কাশ্মীর যাওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছিলেন কামাখ্যাগুড়ির

দেবাশিস গোপ। তবে জঙ্গিদের বন্দুকের নিশানা পর্যটকরা হওয়ায় ভূস্বর্গে যাওয়া ঠিক হবে কি না, দ্বিধায় রয়েছেন তিনি। দেবাশিস বলছেন, 'কাশ্মীর আমি ঘুরে এসেছি। এবার পরিবারকে নিয়ে যেতে চেয়েছিলাম। তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে চিন্তায় পড়ে গিয়েছি। আরও পনেরোদিন দেখব, তারপর সিদ্ধান্ত নেব।' তবে ভবিষ্যৎ পরিস্থিতির জন্য অপেক্ষা করতে নারাজ আলিপুরদুয়ারের বাসিন্দা শিবনাথ দাস। বুধবার ট্যুর প্রোগ্রাম বাতিল করে দেন তিনি। আগামী মাসে সাতজন মিলে তাঁদের ভূস্বর্গে যাওয়ার কথা ছিল। জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের কর্মী শিবনাথ বলছেন, 'ট্রেনের টিকিট কাটা সহ ঘুরতে যাওয়ার সমস্ত কাজ সেরে রাখা হয়েছিল। কিন্তু এমন পরিস্থিতিতে যাচ্ছি না।' পর্যটকদের বুকিং বাতিলে চিন্তায় পড়েছেন আলিপুরদুয়ারের ট্রাভেল এজেন্ট, পর্যটন ব্যবসায়ীরা। এমনই একজন স্বরূপ দে বলেন, 'যেভাবে বুকিং বাতিল হচ্ছে, তা চিন্তায় ফেলে দিয়েছে আমাদের। এমনটা চলতে থাকলে ব্যবসায় চরম ক্ষতি হবে।'

পহলগামের ঘটনায় দুশ্চিন্তায় কাশ্মীর সফর বাতিল করেছেন কিশোরকুমার সিনহা। স্ত্রী মীনাক্ষী এবং দুই সন্তানকে নিয়ে একটি পর্যটন সংস্থার মাধ্যমে আগামী মাসের শুরুতেই তাঁর শ্রীনগরে যাওয়ার কথা ছিল। সেখান থেকে পহলগাম, গুলমার্গ। সফর বাতিল করে কিশোরকুমার বলছেন, 'জঙ্গিদের বন্দুকের সামনে তো পরিবার নিয়ে দাঁড়াতে পারি না? তাই আর কাশ্মীর যাচ্ছি না। ভবিষ্যতের চিন্তা ভবিষ্যতে করব।'

আসলে পহলগামে জঙ্গিহানা ভূস্বর্গের পর্যটনের ভীতটাই নাড়িয়ে দিয়েছে। কিছুতেই কাশ্মীরে পা রাখতে চাইছেন না পর্যটকরা। কাশ্মীর বেড়াতে যাওয়ার যে স্বপ্ন দেখেন পর্যটকরা, জঙ্গিরা যেন সেই স্বপ্নেই আঘাত এনেছে।

বড় কিছু হতে পারে, ইঙ্গিত ছিলই!

শ্রীনগর, ২৩ এপ্রিল : জম্মু ও কাশ্মীরের পহলগামে জঙ্গি হামলায় মৃত্যু হয়েছে ২৮ জনের। মৃতদের মধ্যে ২৭ জন পর্যটক। একসঙ্গে এতজন পর্যটকের খুন হওয়ার ঘটনা উপত্যকার নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে প্রশ্নের মুখে ফেলেছে। মঙ্গলবারই পহলগাম হামলার দায় স্বীকার করেছে পাকিস্তানি জঙ্গি গোষ্ঠী লস্কর-ই-তৈয়বা (এলইটি)-র ছায়া সংগঠন দ্য রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্ট (টিআরএফ)। এদিকে গোয়েন্দা সূত্রে দাবি, কাশ্মীরে জঙ্গিরা যে বড় কোনও ঘটনা ঘটাতে চলেছে দিনকয়েক আগেই সেই ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছিল। পাক অধিকৃত কাশ্মীরে ঘাঁটি গেড়ে থাকা এক জঙ্গি নেতার একটি ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য গোয়েন্দাদের নজরে এসেছিল। কিন্তু সেই বার্তা বিশ্লেষণ করে পদক্ষেপ করার আগেই পহলগামে হামলা চালায় জঙ্গিরা।

হামলার চরিত্র বিশ্লেষণ করে নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞরা একমত যে পুরোদস্তুর ছক কষেই মঙ্গলবারের ঘটনা ঘটানো হয়েছিল। হামলার আগে এলাকায় রেইকি চালিয়েছিল জঙ্গিরা। যে দলটিকে হামলার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল তাদের মধ্যে কাশ্মীরি ও পাকিস্তানি দুই তরফের জঙ্গিরা ছিল। ইতিমধ্যে ৩ জন জঙ্গির নাম সামনে এসেছে। আসিফ ফৌজি, সুলেমান শাহ এবং আবু তালহা। আততায়ীদের অন্তত ২ জন পাকিস্তানের নাগরিক। আরও জানা গিয়েছে, জঙ্গিদের সঙ্গে থাকা বডি ক্যামেরা ও হেলমেট মাউন্ট ক্যামেরার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণরেখার ওপারে থাকা মাস্টারমাইন্ডরা হত্যার খুঁটিনাটি দেখেছে। শুধু তাই নয়, গণহত্যা চলাকালীন আততায়ীদের রিয়েল টাইম নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

হামলার মাস্টারমাইন্ড হিসাবে যাকে চিহ্নিত করা হয়েছে তার নাম সইফুল্লা কাসুরি ওরফে খালিদ। লস্করের সিনিয়ার কমান্ডার খালিদের টিআরএফের অপারেশন পরিচালনার দায়িত্বে থাকা দুই সংগঠনের অভিন্ন উৎসের প্রমাণ। সব মিলিয়ে সীমান্তপার থেকেই যে যাবতীয় পরিকল্পনা ছকা হয়েছে তা নিয়ে ধোঁয়াশা নেই। নাম প্রকাশ না করার শর্তে কাশ্মীর পুলিশের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, টিআরএফকে সামনে রেখে কাশ্মীরে জঙ্গিবাদকে নতুন পথে চালিত করছে পাকিস্তান। সাধারণ কাশ্মীরি ও সেখানে বেড়াতে যাওয়া

ভিনরাজ্যের বাসিন্দাদের ভয় দেখানোর চেষ্টা করছে লস্করের ছায়া সংগঠনটি।

তথ্য বলছে, ২০১৯-এ লস্করের মুখোশ হিসাবে যাত্রা শুরু করেছিল টিআরএফ। ২০২১ থেকে কাশ্মীরে বেসামরিক নাগরিকদের ওপর ধারাবাহিক হামলা চালাচ্ছে তারা।

ছবি : অপর্ণা গুহ রায়

■ ৪৫ বর্ষ ■ ৩৩৪ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ১০ বৈশাখ ১৪৩২

হত্যা ও ধন্দ

সংবিধানের ৩৭০ অনুচ্ছেদ রদ পরবর্তী জম্মু ও কাশ্মীরের পরিস্থিতি নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সমস্ত দাবি এবং প্রচারকে বড় প্রশ্নচিহ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দিল পহলগামের বৈসরণে নারকীয় সন্ত্রাস। জম্মু ও কাশ্মীর বরাবরই জঙ্গি হামলার জেরে খবরের শিরোনামে থাকে। তবে ভূস্বর্গের নৈসর্গিক সৌন্দর্য উপভোগ করতে যাওয়া পর্যটকদের ওপর এত বড় হামলা এই প্রথম।

তার ওপর পরিচয় জেনে বেছে বেছে পর্যটকদের ওপর গুলিবৃষ্টির নজিরও অতীতে ছিল না। হামলায় বাধা দিতে গিয়ে জঙ্গিদের গুলিতে প্রাণ গিয়েছে স্থানীয় সহিস সৈয়দ আদিল হুসেনের। জঙ্গি হামলায় নিহতদের তালিকায় তিনিই একমাত্র কাশ্মীরি। এর আগে নিরাপত্তা বাহিনীর পাশাপাশি অমরনাথের তীর্থযাত্রীদের ওপর অনেকবার জঙ্গি হামলা হয়েছে। সন্ত্রাসবাদীদের হামলায় রক্ত ঝরেছে কাশ্মীরি পণ্ডিত এবং ভিনরাজ্য থেকে গিয়ে জম্মু ও কাশ্মীরে কর্মরত পরিযায়ী শ্রমিকদের।

কিন্তু পরিচয় জেনে পর্যটকদের যে নারকীয় হত্যালীলা মঙ্গলবার পহলগামে ঘটেছে, তা দেখে শিউরে উঠেছে গোটা দেশ। দেশের নাগরিকের পাশাপাশি জম্মু ও কাশ্মীরের মানুষ এই জঘন্য অপরাধে জড়িতদের কঠোর শাস্তি চাইছেন। নিহতদের জন্য শোকস্তব্ধ সাধারণ কাশ্মীরিরাও। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা, বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি, জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা প্রমুখ সকলেই ভবিষ্যতে এই ধরনের হামলার পুনরাবৃত্তি ঠেকাতে অবিলম্বে কঠোর ব্যবস্থা চান।

ইতিমধ্যে নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ ও গোয়েন্দা সংস্থাগুলি দফায় দফায় বৈঠক করেছে। তাতে এখনও পর্যন্ত চারজন হামলাকারীর প্রাথমিক পরিচয় সামনে এসেছে। তাদের স্কেচ আঁকা হয়েছে। তা থেকে জানা গিয়েছে, ওই চারজনের দুজন পাকিস্তানি, বাকি দুজন কাশ্মীরি জঙ্গি। হামলার দায় স্বীকার করেছে পাক মদতপুষ্ট জঙ্গি সংগঠন লস্কর-ই-তৈবার ছায়া সংগঠন দ্য রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্ট।

পাকিস্তানি গুপ্তচর সংস্থা আইএসআইয়ের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদতে ভারতবিরোধী জঙ্গি সংগঠনগুলি দীর্ঘদিন ধরে জম্মু ও কাশ্মীরে সক্রিয়। কাজেই মুখে স্বীকার না করলেও হামলার দায় পাকিস্তান সরকার, সেদেশের সেনাবাহিনী এবং আইএসআইয়ের বলে মনে করার যুক্তিসংগত কারণ আছে। এই দুষ্কর্মের জন্য অতীতের মতো আবার তাদের কৃতকর্মের ফল ভোগ করতে হতে পারে বলে চর্চা চলছে।

সবচেয়ে বেশি আলোচনার কারণ হয়ে উঠেছে পরিচয় জেনে পর্যটকদের ওপর হামলার ঘটনা। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, জঙ্গিরা হামলার আগে বৈসরণ এলাকায় রেইকি করেছিল। তাদের এই গতিবিধি গোয়েন্দারা জানতে পারল না। ফলে প্রতিরোধের আগাম বন্দোবস্ত করা গেল না। যা সরকারের চরম ব্যর্থতার প্রমাণ। প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তো বটেই, বিজেপির ছোট-বড় নেতারা এতদিন প্রচার করেছেন, ৩৭০ রদ পরবর্তী কাশ্মীর শান্তির মরূদ্যান হয়ে উঠেছে।

পহলগামে নিরপরাধ পর্যটকদের ওপর জঙ্গি হামলা সেই প্রচারে নিঃসন্দেহে চপেটাঘাত। যে সদ্য বিবাহিত তরুণী স্বামীকে হারিয়েছেন, যে সন্তান বাবাকে আচমকা গুলিবিদ্ধ হয়ে লুটিয়ে পড়তে দেখেছে, তাদের চোখের জলে স্পষ্ট, কেন্দ্রীয় সরকারের কাশ্মীর নীতিতে বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো থেকে গিয়েছে। মাত্র কয়েকমাস আগে জম্মু ও কাশ্মীরে নির্বাচিত সরকার তৈরি হয়েছে। পর্যটনকে সামনে রেখে স্থানীয় অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়ানোর স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিল।

সেই স্বপ্নই যেন মঙ্গলবার গুলিবিদ্ধ হল। সম্প্রতি পাকিস্তানের সেনাপ্রধান জেনারেল আসিম মুনীর দ্বিজাতি তত্ত্বে শান দিয়ে কাশ্মীরকে নিজের দেশের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলে হুঁশিয়ারি দেওয়ার পরেও ভারতের গোয়েন্দা ও নিরাপত্তা সংস্থাগুলি যে নড়েচড়ে বসেনি, সেটা প্রমাণ হল। জঙ্গি হামলার স্থান, সময় এবং নিশানা নির্বাচন এই ঘটনার তদন্তে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পর্যটকদের পরিচয় জেনে এই আক্রমণের প্রকৃত উদ্দেশ্য নিয়ে তাই বহু প্রশ্ন আছে। পহলগামে রক্ত ঝরেছে মানবতার, পারস্পরিক বিশ্বাসের এবং ভরসার।

অমৃতধারা

মনের শক্তি সূর্যের কিরণের মতো, যখন এটি এক জায়গায় কেন্দ্রীভূত হয় তখনই এটি চকচক করে ওঠে। যেই রকম আপনি ভাববেন ঠিক সেইরকমই আপনি হয়ে যাবেন। যদি আপনি নিজেকে দুর্বল হিসাবে বিবেচনা করেন তাহলে আপনি দুর্বল হয়ে যাবেন, আর আপনি যদি নিজেকে শক্তিশালী মনে করেন, তাহলে আপনি শক্তিশালী হয়ে উঠবেন। শক্তিই জীবন, দুর্বলতা মৃত্যু, বিস্তার জীবন, সংকোচন মৃত্যু, প্রেম জীবন, ঘৃণা মৃত্যু। প্রত্যেকটি ধারণা যা আপনাকে দৃঢ় করে সেটাকে আপন করে নেওয়া উচিত এবং যে ধারণা আপনাকে দুর্বল করে তা প্রত্যাখান করা উচিত। সব শক্তিই আপনার মধ্যে আছে সেটার উপর বিশ্বাস রাখুন, এটা বিশ্বাস করবেন না যে আপনি দুর্বল।

-স্বামী বিবেকানন্দ

কাশ্মীর বললে এখন যা মনে পড়ে/১

পর্যটনকে ঘিরে ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াচ্ছিলেন যেসব কাশ্মীরবাসী, তাঁরা কেউ হিন্দু হত্যা করে জান্নাত নিবাসী হতে চাইবেন না।

সেবন্তী ঘোষ

শৈশবে মা-বাবার সঙ্গে কাশ্মীর বেড়াতে গিয়েছিলাম। পশ্চিমবঙ্গীয় বাঙালির কাছে তখন দিঘার চল শুরু হয়নি। দার্জিলিং, পুরী ও সঙ্গে কাশ্মীর ছিল অবশ্য দর্শনীয় স্থান। সত্তরের শেষ, আশির শুরু বলে রাজনৈতিক সমস্যা তেমনভাবে ছিল না। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের পাশে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে কাশ্মীরবাসীর সৌন্দর্যে আমাদের সবার চোখ ধাঁধিয়ে গিয়েছিল।

সে সময় দেশাত্মবোধ প্রদর্শনের বাধ্যতামূলক দায় ছিল না বলে তাঁরা বেশ আলগা আলগাই ছিলেন, যেমনটা আমরা হাতের কাছে দার্জিলিংয়েও দেখতাম। বেড়াতে গিয়ে পহলগাম পেরিয়ে কোথায় সীমান্ত, তা কেউ দেখাননি, আমরাও উৎসাহী ছিলাম না।

এরপর সিন্ধু-শতদ্রু-গঙ্গা-ঝিলমে আঁকাবাঁকা তরবারির ছায়া খেলে গিয়েছে। বাঁকা স্রোত আর সোজা পথে না গিয়ে জটিলতর হয়ে উঠেছে। দোষারোপ, পালটা যুক্তি, নির্বিচারে হত্যা, খুনের বদলা খুন, সার্জিক্যাল স্ট্রাইক, লিবারেল, ইসলামোফোবিক, হিন্দুত্ববাদ, বলিউডি ঝনৎঝংকার - এই সব কিছুর মাঝে ঘেঁটে ঘ হয়ে গিয়েছে শিকারা মালিক, শাল ও আখরোট বিক্রেতা, শালিমার বাগের মালি, সোনমার্গ পহলগামের ঘোড়াচালক।

ততদিনে সন্ত্রাসী, আর কে বীর শহিদ- কাশ্মীর আর অবশিষ্ট ভারত এই বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করতে শুরু করে দিয়েছে। স্পষ্টতই এক পক্ষের কাছে যে জঙ্গি, অন্যের কাছে সে স্বাধীনতা যোদ্ধা হয়ে উঠেছে। একপক্ষ উড়িয়ে দিয়েছে সেনা কনভয়, ছুড়েছে পাথর। বদলে রাষ্ট্র ফিরিয়ে দিয়েছে চোখ অন্ধ করে দেওয়া ছররা বুলেট, বিধবার একঘেয়ে সেলাই মেশিন। শ্রীনগরের প্রাণ টলটলে স্বচ্ছ ডাললেক ভরে উঠেছে অবিশ্বাসের আবর্জনায়। একটি প্রজন্মের মাথায় অবিশ্বাস আর ঘৃণার বীজ উপ্ত হয়ে গিয়েছে এভাবেই। প্রতিপলে যেখানে স্বার্থের ষড়যন্ত্র, কে, কাকে বিশ্বাস করবে? বাদবাকি ভারতবাসী দূর থেকে মিডিয়ার ছাঁকনিতে দেখে, কার পক্ষ কীভাবে নেবে?

বেশ কিছু বছর আগে বিদেশে সাহিত্যসভার আমন্ত্রিত লেখকদের মধ্যে আমরা দুজন ছিলাম কবি মেয়ে। কোভিডে অকাল প্রয়াত উর্দু ভাষার কবি তরন্নুম রিয়াজ। দিল্লি থেকে যাত্রা শুরুর সময় আমরা কেউ কাউকে চিনি না। শুনলাম, ওর স্বামী কাশ্মীর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। প্রহর গড়াতেই আমি আর তরন্নুম সবচেয়ে কাছের মানুষ হয়ে উঠলাম। কারণ বাদবাকি সফর পর্যন্ত আমরা দুজনেই এক দেশ থেকে এসেছি এবং আমরা এই লেখক দলে দুজন মাত্র মেয়ে।

তার মৃত্যুকাল পর্যন্ত মাসে একটি ফোন আসা ছিল অনিবার্য। আমার কাছে সে দিদি হয়ে থেকেছে। তরন্নুম জানিয়েছিল, বর সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হওয়ার কারণে তারা কাশ্মীরে গেলে খুব সাবধানে থাকে। অ- কাশ্মীরিকে বিয়ে করলে জমিজায়গা পাওয়া যায় না। তার দাদু এসেছিল পাকিস্তানের কোনও এক এলাকা থেকে। কাশ্মীরে বসবাস করবে বলে অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্থানীয় এক মহিলাকে বিয়ে করতে হয়। ধর্মে মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও দীর্ঘদিন তারা কোনও দেহরক্ষী ছাড়া শ্রীনগরে ফিরতে পারে না।

আবার একটি কফিনের সামনে কাশ্মীরি মহিলারা। পহলগামে জঙ্গি হানায় মৃত তরুণের গ্রামে। বুধবার।

তরন্নুম রিয়াজের সঙ্গে ভারতবাসী হিসেবে আমি নিজের কোনও তফাত খুঁজে আর পাইনি। কিন্তু এর উলটোদিকের গল্পও আছে। ঢাকা লিটফেস্টে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েরা স্বেচ্ছাসেবকের দায়িত্ব পালন করছিল। প্রতি লেখকের সুবিধা ও অসুবিধা দেখা, সঙ্গে থাকা তাদের কাজ। বদলে ক'দিন লেখক সঙ্গ পাবে তারা। আমার সঙ্গে যে, স্বভাবতই আমার মতো অখ্যাত লেখকের সঙ্গে থাকাটা তেমন উপভোগ করছিল না, তার দুই বন্ধু রয়েছে প্রখ্যাত লেখক বেন ওকরির সঙ্গে। তাই খাওয়ার টেবিলে সে বেন ওকরি সহ তার দুই বন্ধুর কাছে আমাকে উপস্থিত করল।

তার এক বন্ধু, মুখ বয়সের তুলনায় ভারী বিষণ্ণ। বাংলায় টুকটাক কথা বলছিল। এই পরিবেশে অন্যদের তুলনায় তাকে কেমন যেন হতাশ দেখাচ্ছিল। আমার সঙ্গী মেয়েটি ওর সঙ্গে আলাপ করাল। এবার দেখি সেই মেয়েটি আমার সঙ্গে কথা বলতে অত্যন্ত অনিচ্ছুক। প্রায় জোর করেই কথা বলে জানতে পারলাম, মেয়েটি মানে সাবিনার বাড়ি শ্রীনগরে। মেয়েটির পারিবারিক শাল ও জামাকাপড়ের ব্যবসা। বাংলাদেশে নাকি বেসরকারি ডাক্তারি পড়া থেকে অনেক কিছুতেই খরচ কম, তাই এখানে পড়তে এসেছে।

তার মতো আরও বেশ কিছু কাশ্মীরি ছেলে-মেয়ে ঢাকা সহ বাংলাদেশের নানা জায়গায় পড়াশোনা করে। ভারতেও কম খরচে পড়া যায়, বলাতে উত্তর দেয়, উত্তর-পূর্বের ছেলেমেয়েদের মতো তাদেরও দিল্লি থেকে বেঙ্গালুরু, প্রায় পর করে রাখা হয়। পিজি থেকে বাড়ি ভাড়া পাওয়া মুশকিল। দেশ গাঁ থেকে কেউ এলে এলাকায় তাকে সন্দেহভাজন মনে করা হয়। তাদের চেহারার জন্য সহজেই লোকে আলাদা করে চিনে ফেলতে পারে। ব্যঙ্গোক্তি থেকে শারীরিক আক্রমণ, কিছুই বাদ যায় না।

তখন অবধি কাশ্মীরের কবি কলহনের রাজতরঙ্গিনী ছাড়া কাশ্মীর বিষয়ে আমার প্রায় কিছুই পড়া ছিল না। সে আমাকে হাব্বা খাতুনের কবিতা শোনাল। এই যে কথাটুকু, এর জন্য আমাকে আড়াই দিন চেষ্টা চালাতে হয়েছিল। কিন্তু শেষাবধি সে আমাকে বন্ধু মনে করেনি, দূরত্ব বজায় রেখেছে, কোনও নম্বরও বিনিময় করেনি। সে তরন্নুম রিয়াজের প্রজন্ম নয়। সামরিক বুট আর জঙ্গি সন্ত্রাসের টানাপোড়েনে সে মানুষের প্রতি আস্থা হারিয়েছে। ভারতীয় এবং ধর্মে হিন্দু, গায়ে পড়ে যাওয়া দু'দিনের আমাকে, সে বিশ্বাস করবে কী করে?

সারা পৃথিবীতে হিন্দুর সংখ্যা নামমাত্র। সে ইসলাম বা খ্রিস্টান বা বৌদ্ধ জৈন ইহুদি শিখের মতো এক ঈশ্বর, এক ধর্মগ্রন্থের উপাসক নয়। তার সাংখ্য যোগ, প্রমাণাভাবে ঈশ্বরকেও অশুদ্ধ মনে করে। তার ভিতর বহু থেকে একেশ্বর, আজীবক থেকে চার্বাক লীন হয়ে আছে। এই বহুত্বের পূজারি জনগোষ্ঠী যে সংস্কৃতি ধারণ করে থাকে তা বহু প্রাচীন। প্রকৃতিপুজো বা শামাধর্মের পরে পরেই তার বিবর্তন। নতুন সংঘবদ্ধ বহু ধর্মের আঘাত সহ্য করে সে টিকে আছে এবং টিকে থাকবে। আগ্রাসনের মোকাবিলায় সে আগ্রাসী হয়নি বলেই হাজার হাজার বছর ধরে বেঁচে আছে।

আজ তাই রক্তের বদলে রক্ত দেখার বদলে প্রতিবেশী দেউলিয়া রাষ্ট্রটিকে কূটনৈতিক দৌত্যে পরাস্ত করা দরকার। কে না জানে ভারত বিরোধিতা ছাড়া তার এখন আর কোনও অস্ত্র নেই। কিন্তু এই যে একটি ঘৃণা, অস্ত্র বেচা, শত্রুতার জাল তৈরি করা হয়, চিরকাল এর পিছনে অঙ্কে শূন্য পাওয়ার মতো বোকা হয়ে থাকল সাধারণ মানুষ।

জেহাদে পর্যটক হত্যায় ওই অনুন্নত এলাকার, যেখানে শিল্প কলকারখানা কিছু নেই, শুধুমাত্র পর্যটন সম্বল, বলা যেতে পারে কতগুলো রুগ্ন ঘোড়া সম্বল, সেই মানুষগুলির কী লাভ হল? আপনারা কি সত্যিই বিশ্বাস করেন, পর্যটনে ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াচ্ছিলেন যেসব সাধারণ কাশ্মীরবাসী, তাঁরা প্রত্যেকেই হিন্দু হত্যা করে অচিরেই স্বর্গবাসী, জান্নাত নিবাসী হতে চান?

কোথায় গেল আমাদের সাধের গর্বের ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো? রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে 'সব ঠিক হ্যায়' বলে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে, তাই তো সাহসীদের সঙ্গে অতি ভীতুও আশ্বস্ত হয়ে উপত্যকায় ভ্রমণ করছিল। সার্জিক্যাল স্ট্রাইকে আরও দুশো জঙ্গি হত্যা করে এলেও এই সব পরিবার কখনোই তাদের নিরপরাধ সদস্যদের ফেরত পাবে না। একটি ধর্মের ভিত্তিতে যেভাবে খুন করা হল, তাদের পরিবারের মনে কতখানি ঘৃণার বীজ চিরকালের জন্য রোপিত হয়ে গেল, আমরা কল্পনাও করতে পারব না।

তবে জানার ইচ্ছে হয়, কাশ্মীরে অবরোধ জারি রাখার কথা যারা বলছি, তারা কি মুর্শিদাবাদ, মালদাতেও অবরোধ জারি রাখব? পরিত্যাগ করব সেই উপদ্রুত অঞ্চল? ধিক্কার দিতে হলে সবটাই দিতে হয়। ইসলাম বিদ্বেষী হওয়া যেমন সমর্থনযোগ্য নয়, তেমন জেহাদের নামে ইসলামি সন্ত্রাসবাদকে জোরের সঙ্গে নিন্দা করতে হবে। ঠিক গাজায় আক্রমণের যেমন নিন্দা করছি, ঠিক তেমনভাবেই। আবার তেমনই সব সংখ্যালঘুকে সন্দেহের চোখে দেখব, এ কি কোনও প্রকৃত মনুষ্যত্বের পরিচয় বহন করে?

(লেখক সাহিত্যিক, শিক্ষক। শিলিগুড়ির বাসিন্দা)

আজ

১৯৭২

চিত্রশিল্পী যামিনী রায়ের জীবনাবসান হয় আজকের দিনে।

১৯৭৩

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন মাস্টার ব্লাস্টার শচীন তেন্ডুলকার।

আলোচিত

ওই হামলার সঙ্গে পাকিস্তানের কোনও সম্পর্ক নেই। আমরা যে কোনও রকম সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে। এগুলো সবই ভারতের দেশীয় বিদ্রোহ। তাদের বিভিন্ন রাজ্যে সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ চলছে। একটা নয়, দুটো নয়, কয়েক ডজন রাজ্যে। নাগাল্যান্ড থেকে কাশ্মীর, দক্ষিণে, ছত্তিশগড়ে, মণিপুরে।

-খাজা আসিফ
(পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী)

ভাইরাল/১

পাকিস্তান সুপার লিগে বোলারের ঘুসি খেল উইকেট-কিপার। মুলতান সুলতান ও লাহোর কালান্দার্সের ম্যাচে মুলতানের পেসার উইকেট নেওয়ার পর কিপারের সঙ্গে হাই-ফাইভ করতে যান। তাঁর হাত কিপারের হাতে না লেগে লাগে মুখে। চিৎপাত কিপার।

ভাইরাল/২

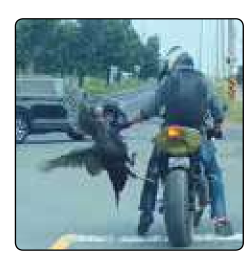

মানুষ ও টার্কির লড়াই। এক বাইকার ট্রাফিক সিগন্যালে দাঁড়িয়ে ছিল। আচমকা একটি টার্কি তাকে আক্রমণ করে। বাইকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। পালটা লাথি চালায় বাইকার। দুই মহারথীর লড়াইয়ের ভিডিও ভাইরাল হয়েছে।

জনমন
জনমত

বুলেটের আওয়াজে থমকে স্বর্গীয় উপত্যকা

রোজা সিনেমাটা মনে আছে নিশ্চয় সকলের? মধুচন্দ্রিমাতে গিয়ে সেই নায়কের কিডন্যাপ হয়ে যাওয়া। ছায়াছবি মুক্তির সালটা ১৯৯২। নিও লিবারেল অর্থনীতি মাথা তুলে দাঁড়ায়নি তখনও দেশের বুকে। হাসিন ওয়াদিয়ার অশান্ত চিত্রগ্রহণ। কাট টু, ৩৭০ মুক্ত ডিজিটাল ইন্ডিয়া। কিছু ভাবার আগেই ঘটনাটাও ঘটে গেল।

এই তো সবে ইনস্টাগ্রামে পাহাড়ের বুকে নায়ক-নায়িকা সেজে রিল বানিয়ে আপলোড করছিলেন হয়তো কোনও অজানা দম্পতি। মধুচন্দ্রিমায় তাঁরা কাশ্মীরে। হঠাৎ একটি অতর্কিত প্রশ্ন- ধর্ম কী তোমার? আর বুলেটের আওয়াজে ঢেকে গেল বরফের উপত্যকার চেনা পহলগাম। মধুচন্দ্রিমার চাঁদ ডুবে গেল চির অন্ধকারে। বোবা কান্না জমে হল হতাশা, মিডিয়ার মাইকের সামনে।

আজকের দিনে যখন কাশ্মীরে পর্যটন ব্যবসা ধীরে ধীরে সাবালক হচ্ছে অর্থনৈতিকভাবে, পর্যটকদের মনে ঝিলামের প্রাচীন লোকগান- তখন এই নিরস্ত্র নাগরিকদের ওপর হামলা নিঃসন্দেহে ভয়ের পুরোনো বাতাবরণ ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হবে সাময়িকভাবে হলেও।

মানুষ কাশ্মীরে পা দেওয়ার আগে দশবার চিন্তা করবেন। তবে এই ধর্মীয় আতঙ্কের ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে ধর্ম কম, অর্থের গল্প বেশি। পর্যটকের সংখ্যা বেশি মানে বাড়তি উপার্জন। লোকের পকেটে পর্যাপ্ত টাকা। সুতরাং, কর্মের সাবলীলতায় ধর্মের গা-ছাড়া ভাব। কিন্তু এমনটা চললে ধর্মের নামে লড়াই করবে কে! অতএব, অশান্ত করো উপত্যকা। কেড়ে নাও ঘুম, মুছে দাও স্বপ্ন। জেহাদি ডিলিউশনের ইতিকথা শুনিয়ে ঘড়ির কাঁটা ঘুরিয়ে দাও উলটোদিকে। পাথর তুলে দাও শিশুদের হাতে তাদের ভবিষ্যৎকে অনিশ্চিত করে।

যদিও এই চেনা ছকের ব্লু-প্রিন্ট সকলেরই জানা। হয়তো আতঙ্কবাদীরা ধরা পড়বে শীঘ্রই। তবে যে ক'টা সংসার আজ ছারখার হয়ে গেল তাদের ক্ষতিপূরণের বিধান লেখা আছে কোন ধর্মে! ধর্ম যদি শান্তির কথাই বলে তবে হিংসার এই রক্তবীজ বারেবারে বোমা হয়ে ফাটেই বা কেন?

এই ফাটলের মুখে উন্নয়নের হাতুড়ির আঘাত প্রয়োজন এবং আরও বেশি করে কাশ্মীরিদের এখন দরকার ভারতবাসী হয়ে ওঠার, যাতে আর্থসামাজিক পরিকাঠামোর উন্নতিতে লেখা থাকে সংহতির মলম। সাধারণ নাগরিকের কাছে একটুকরো স্বর্গভূমি হয়েই থেকে যাক কাশ্মীর চিরকাল- খুশি ফিরে আসুক অবিলম্বে। ভয়ের ছায়া কেটে যাক জলদি। নতুন সকাল, পর্যটকদের হাসির আওয়াজ ও কাশ্মীরি ওয়াজওয়ানের গন্ধে লেগে থাকুক শান্তির বার্তা। ব্যাস, এটুকুই আশা।

সৌরভ মজুমদার
প্রধাননগর, শিলিগুড়ি।

কাশ্মীর বললে এখন যা মনে পড়ে/২

জঙ্গিহানার সঙ্গে দোষারোপের খেলার মাঝখানেই শ্রীনগরের হেলাল, জলিল, মনসুর, রফিকদের কথা স্মৃতিতে ভাসে।

মণিদীপা নন্দী বিশ্বাস

রাত প্রায় সাড়ে ন'টায় শ্রীনগর এয়ারপোর্টে পৌঁছেছিলাম সেদিন। বিএসএনএলের লাইন করিয়েও কাশ্মীর পৌঁছোনোর পর কোনও ফোন সংযোগ ছিল না। বাইরের লাউঞ্জে আসতেই টের পেলাম কতটা দুর্যোগ চলছে। ভয়ংকর রাত, অল্প আলোয় ক্রমেই ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে এয়ারপোর্ট। সিকিউরিটি বলছে, আপনারা বেরিয়ে যান, প্রস্থান দরজা বন্ধ হবে। কোথায় যাব!

'হেলাল' নামের যে ড্রাইভারের আমাদের নিতে আসার কথা, সে এসে পৌঁছোয়নি এই দুর্যোগে। অনেক চেষ্টা করে জানা গেল, তিনি বেশ খানিকটা লেটে অনেকটা দূরে এয়ারপোর্টের বাইরে দাঁড়ানো। এবার লাগেজপত্র সহ নাজেহাল আর ভিজে চুপ্পুস, জিরো ডিগ্রি ঠান্ডায় বাইরে অনেকটা এসে গাড়িতে উঠতে হল।

শ্রীনগর তো এলাম, অদ্ভুতভাবে হোটেল ম্যানেজার জানাল, 'ডিনার নেহি হোগা। অল ফিনিশড, ইধার তো নেহি মিলেগা।' আমাদের মাথায় বজ্রাঘাত। এবার পরিত্রাতা ড্রাইভার হেলাল। সে বিভিন্ন জায়গায় ফোন করে ডিনারের ব্যবস্থার চেষ্টা করে। হোটেল ম্যানেজার সুযোগ বুঝে ভয়কে ত্বরান্বিত করে। 'ঠিকঠাক সব জান বুঝকর' আমাদের রওনা দেওয়া দরকার ছিল, ইত্যাদি।

এই অসম্মান আর সংশয়ের মধ্যেই হেলাল ডাল লেকের কাছেই এক ধাবায় নিয়ে যায়। সেখানে অল্পবয়সি কাশ্মীরি মুসলিম ছেলেটি অতি দ্রুত রুটি তরকা বানিয়ে অত রাতে আমাদের চিন্তা দূর করে। আর মুহূর্তে হেলাল আমাদের ত্রাতা হয়ে ওঠে। বলে দেয়, কোথাও খাবার না পেলে তার বাড়িতেই নিয়ে যেত।

সে ছেলেকে ভুলি কী করে! পহলগামে পুরো দু'দিন এক রাত সেই আমাদের গাইড কাম ড্রাইভার। যাওয়ার পথে লিদার নদী, আপেলখেতের শুকনো ডালের পাশে দরিদ্র কাশ্মীরি কন্যা আর তার শ্রমিক মুসলিম বাবার চোখের স্বপ্ন দেখে নিই হেলালের সঙ্গে যেতে যেতে।

ধর্মের নামে আবেশে আবেগে যারা জিগির তুলে এক নির্দিষ্ট ধর্মকে দোষারোপ করে, দাঙ্গা উসকে দেওয়ার চেষ্টায় থাকে, তাদের নিজের দিকে তাকানোর সময় এসেছে। জঙ্গি হানার সঙ্গে সঙ্গে দোষারোপের খেলার মাঝখানেই হেলাল, জলিল, মনসুর, রফিকদের কথা মনে পড়ে ধারাভাষ্যের মতো। কত যে সাহায্য করেছে ওরা।

গুলমার্গ পর্যন্ত গিয়ে হেলালের এক আত্মীয়ের মৃত্যুসংবাদ আসতেই ওয়াসিম আমাদের ড্রাইভার হয়ে আসে। হেলালের সিম তখনও আমাদের মোবাইলে। যা ব্যবহার করে বাড়িতে যোগাযোগ রাখছিলাম আমরা। ওয়াসিম নামের বাচ্চা ছেলেটার মুখে আমি সন্তানের ছায়া দেখেছি। কী দক্ষতার সঙ্গে সে আমাদের গন্ডোলা হয়ে কুন্ডলি পয়েন্টে সঙ্গে থাকে। সোনমার্গের বরফ ঢাকা ঘরে, রাত জাগা অন্ধকারেও ওয়াসিম, রফিক, মণিরুল এদের সাহায্য ভোলা সহজ নয়। সারি সারি চিনারের শুকনো ডালে, ওয়ালনাটের গুচ্ছ শাখায়, আপেলখেতে আবার রং ধরবে। ওই কাশ্মীরি ছেলেগুলোর শ্রমের মর্যাদাটুকু যেন দিতে পারি আমরা।

ট্যুরিস্ট নিধনে ওদের চোখেও জল টলমল করে। অনশনে থাকে রাতদিন। মোমবাতি জ্বালিয়ে পালন করে শোক।

শোক অন্তরে জ্বলন্ত। জঙ্গি তো জঙ্গিই হয়। দুর্বৃত্ত দুর্বৃত্ত-ই। তাদের ধর্ম পরিচয় নেই। মানুষ ধর্মই মহান। সে কে হিন্দু, কে মুসলিম! যে মানবিক মুখগুলো আমরা পেয়েছি হিলাল, ওয়াসিম, রফিকের হাত ধরে বরফ ঝরা রাতের দুর্ভেদ্য রহস্য ঘেরা হাউসবোটে রাত কাটানোর ভীতি মিশ্রিত রোমাঞ্চে! আর সাদা হয়ে থাকা বরফ ঘেরা উপত্যকায়।

'ধর্মের নামে মোহ এসে যারে ধরে/অন্ধ সে জন, মারে আর শুধু মরে'।

(লেখক সাহিত্যিক। জলপাইগুড়ির বাসিন্দা)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে।
ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান।
মেল—ubsedit@gmail.com

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

শব্দরঙ্গ ■ ৪১২৩

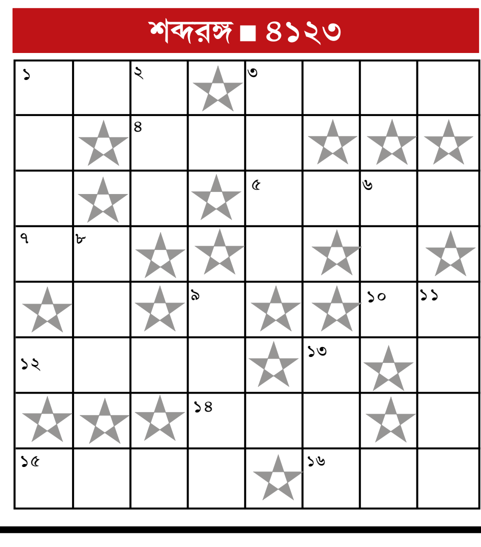

পাশাপাশি : ১। নিশান বা ঝান্ডা ৩। কান ভাঙানি দিয়ে বিবাদ বাধানোর চেষ্টা ৪। নির্ধারিত সময়ের আগে সভা ডাকা ৫। পাওনাদার বা অংশীদার ৭। ছেঁড়া-ফাটা কাপড় ১০। একটি ধাতু, ইংরেজি নাম জিংক ১২। তাড়াহুড়ো করা ১৪। নদী যেখানে সাগরে মিশে ১৫। বাউন্ডুলে বা ভবঘুরে, যার কোনও আশ্রয় নেই ১৬। মুখে মুখে গুণ করার চার্ট বা তালিকা।

উপর-নীচ : ১। শীতকালে যে গাছের পাতা ঝরে যায় ২। একটি মাছের নাম ৩। মাটি ভেদ করে জন্ম ৬। পৈতৃক সম্পত্তিতে ভাগ আছে ৮। ঠাট্টা, কৌতুক ৯। আড়ষ্টভাব দূর করার জন্য গা-মোড়া দেওয়া ১১। অকারণে তোষামোদ করা ১৩। মহিলা, স্ত্রীলোক।

সমাধান ■ ৪১২২

পাশাপাশি : ২। পীতপর্ণী ৫। বেয়াড়া ৬। লোটাকম্বল ৮। পানা ৯। পঙ্ক ১১। নদের চাঁদ ১৩। বদনা ১৪। মায়াডোর।

উপর-নীচ : ১। নিবেদন ২। পীড়া ৩। পরোটা ৪। অচল ৬। লোনা ৭। কলঙ্ক ৮। পাচার ৯। পদ ১০। ছুতোনাতা ১১। নর্দমা ১২। চাঁদোয়া ১৩। বর।

বিন্দুবিসর্গ

পহলগামে জঙ্গি হামলার প্রতিবাদ শিয়ালদায়। বুধবার। ছবি : রাজীব মণ্ডল

৬ জেলা পরিষদে মেন্টর নিয়োগে চর্চা

তৃণমূলে বড় রদবদলের সম্ভাবনা

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৩ এপ্রিল : বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজ্যের পঞ্চায়েত এলাকায় যে সরকার বিশেষ গুরুত্ব দিতে চায়, তার আভাস মিলেছিল এবারের বাজেটে। যেখানে পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরে সর্বোচ্চ ৪৪ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। তারপর এবার রাজ্যের ৬টি জেলা পরিষদে মেন্টর ও কো-মেন্টর পদে নতুন মুখ নিয়ে আসা হল। রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর বিজ্ঞপ্তি জারি করে এই মেন্টর ও কো-মেন্টরদের নিয়োগ করেছে।

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা পরিষদের মেন্টর ও কো-মেন্টর করা হয়েছে দলের প্রবীণ নেতা দীনেন রায় ও প্রদ্যোত ঘোষকে। নদিয়ার জেলা পরিষদের মেন্টর পদে কোনও বদল না আনা হলেও কো-মেন্টর করা হয়েছে নীলিমা নাথ মল্লিককে। ঝাড়গ্রাম জেলা পরিষদের মেন্টর হয়েছেন স্বপন পাত্র এবং কো-মেন্টর হয়েছেন প্রাক্তন মন্ত্রী শ্যামল মাহাতো। বাঁকুড়া জেলা পরিষদের মেন্টর হয়েছেন প্রাক্তন বিধায়ক অরূপ খাঁ। দলীয় রাজনীতিতে যিনি বাঁকুড়ার সাংসদ অরূপ চক্রবর্তীর ঘোর বিরোধী বলে পরিচিত। এখানে কো-মেন্টর করা হয়েছে মৃত্যুঞ্জয় মুর্মুকে। হাওড়া জেলা পরিষদের মেন্টর হয়েছেন প্রাক্তন মন্ত্রী রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়। হাওড়া জেলা তৃণমূল রাজনীতিতে রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ রায়ের সঙ্গে তাঁর তীব্র বিরোধ। বিধানসভা নির্বাচনে হেরে যাওয়ার কয়েকমাস পর রাজীব তৃণমূলে ফিরলেও হাওড়া জেলা রাজনীতিতে তাঁকে নাক গলাতে দেওয়া হয়নি। কিন্তু হাওড়া জেলা পরিষদে রাজীবকে নিয়ে আসার পিছনে রাজনৈতিক ভারসাম্য রক্ষার অঙ্ক কাজ করছে বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশেই পঞ্চায়েত দপ্তর এই রদবদল করেছে। কারণ, কয়েকটি জেলা পরিষদের কাজকর্ম নিয়ে অসন্তুষ্ট ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। নতুন মেন্টরদের কাজে গতি বাড়ানোর নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। একইসঙ্গে আগামী কিছুদিনের মধ্যেই দলের অন্তত ১৭টি সাংগঠনিক জেলায় সভাপতি পদে রদবদল হতে পারে। প্রত্যেক বিধায়কের কাছে তিনজনের নাম প্রস্তাব হিসেবে চেয়েছিলেন দলনেত্রী। সেইমতো ওইসব নাম ইতিমধ্যেই তৃণমূল সুপ্রিমোর কাছে পৌঁছে গিয়েছে। জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদা, মুর্শিদাবাদ, রানাঘাট, পুরুলিয়া এবং পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় এই সাংগঠনিক রদবদল হতে পারে।

লক্ষ্য বিধানসভা

রাজ্য বাজেটে পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরে ৪৪ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে

তারপরই এই নিয়োগের সিদ্ধান্ত

ঘটনাচক্রে নবনিযুক্ত মেন্টর ও কোমেন্টররা দলীয় কোনও পদে নেই

সকলেই জেলায় ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর বিরোধী বলে পরিচিত

দলের গোষ্ঠী ভারসাম্য রাখতেই এই কৌশল বলে মনে করছেন অনেকেই

শুভেন্দুকে অনুমতি

কলকাতা, ২৩ এপ্রিল : মুর্শিদাবাদের উপদ্রুত এলাকায় পরিদর্শনে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে শর্তসাপেক্ষে অনুমতি দিল কলকাতা হাইকোর্ট। বুধবার বিচারপতি সৌমেন সেন ও বিচারপতি রাজা বসু চৌধুরীর ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশ দেয়, প্রশাসনকে আগাম জানিয়ে পরিদর্শনে যেতে পারবেন শুভেন্দু। কোনও রাজনৈতিক বক্তব্য রাখা যাবে না। মিছিল, সভা বা জমায়েত করে বক্তব্য রাখা যাবে না। তাঁর সঙ্গে বিধায়ক ও নিরাপত্তারক্ষী যেতে পারবেন। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সঙ্গেও দেখা করতে পারবেন শুভেন্দু।

মেধাতালিকায় ধর্মের উল্লেখ

কলকাতা, ২৩ এপ্রিল : বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত পিএইচডি কোর্সের প্রাথমিক মেধাতালিকায় ইন্টারভিউয়ের জন্য বাছাই করা পড়ুয়াদের নামের পাশে ধর্মীয় পরিচয় উল্লেখ করা হয়েছে। হঠাৎ লিঙ্গ এবং জাতির পাশাপাশি ধর্মের উল্লেখ মেধাতালিকায় কেন থাকবে, সেই নিয়েই চর্চা শুরু হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্দরে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ামক এবং আর্টস বিভাগের ডিন এই বিষয়ে বুধবার রাত পর্যন্ত কোনও উত্তর দেননি। অবশ্য এই বিষয়ে সরব হয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরাও। তাঁরা জানিয়েছেন, মেধাতালিকায় ধর্মীয় পরিচয়ের উল্লেখ থাকা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক।

মুর্শিদাবাদ সামলাতে ব্যর্থতায় অসন্তোষ

জনপ্রতিনিধিদের ভর্ৎসনা মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ২৩ এপ্রিল : মুর্শিদাবাদের ঘটনার পিছনে দলের সাংগঠনিক ব্যর্থতা রয়েছে বলে আগেই তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে রিপোর্ট জমা পড়েছিল। এবার সেখানে স্থানীয় সাংসদ, বিধায়ক ও পঞ্চায়েত স্তরের জনপ্রতিনিধিদের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার নবান্নে রাজ্য মন্ত্রীসভার বৈঠকে এই নিয়ে তিনি ক্ষোভপ্রকাশ করেন। রাজ্যের মন্ত্রীরা কেন এই ঘটনার আগাম আঁচ পেলেন না, তা নিয়ে তিনি প্রশ্ন তুলে বলেন, 'জনপ্রতিনিধিরা কি জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছেন? তাঁরা কি মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন না? তাহলে কেন আগে থেকে আঁচ পাওয়া যায়নি?' শুধু তাই নয়, গোলমাল শুরু হলেও দলের জনপ্রতিনিধিরা তা কেন নিয়ন্ত্রণ করতে পারেননি, তা নিয়েও মুখ্যমন্ত্রী প্রশ্ন তুলেছেন।

তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে, দলের জনপ্রতিনিধিদের ভূমিকায় আগেই ক্ষোভপ্রকাশ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। জনপ্রতিনিধিরা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হয়েছিলেন বলে গোলমাল ছড়াতে বহিরাগতরা সুবিধা পেয়েছিল বলে মনে করেছেন দলের শীর্ষ নেতৃত্ব। গোয়েন্দা রিপোর্টেও মুখ্যমন্ত্রী জানতে পেরেছেন, স্থানীয় কয়েকজনকে ব্যবহার করে বহিরাগতরা এই গোলমাল পরিকল্পিতভাবে ছড়িয়েছে। ইতিমধ্যেই সিআইডি সেই ঘটনার তদন্তও শুরু করেছে। তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে, দলের চার বিধায়ক ও জঙ্গিপুরের সাংসদ খলিলুর রহমানের বাড়ির খুব কাছেই গোলমাল হয়েছে। বহিরাগতরা স্থানীয় বিধায়ক ও সাংসদের ওপরে চড়াও হয়েছে। এদিন মুখ্যমন্ত্রী মন্ত্রীসভার বৈঠকে বলেন, 'রাজ্যের বিভিন্ন অংশে গোলমাল পাকানোর চক্রান্ত চলছে। দলের সমস্ত মন্ত্রী, বিধায়ক, সাংসদকে সতর্ক থাকতে হবে। স্থানীয় মানুষের সঙ্গে আরও বেশি যোগাযোগ বাড়াতে হবে। যে কোনও ধরনের অশান্তি হলে তার মোকাবিলা করে এলাকায় শান্তি ফেরানোর দায়িত্ব জনপ্রতিনিধিদের।' মুর্শিদাবাদের ঘটনার পিছনে রাজনৈতিক চক্রান্ত রয়েছে বলেও মনে করছেন প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিকদের একাংশ। ইতিমধ্যেই প্রতিটি জেলার পুলিশ সুপারদের সতর্ক থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ।

শোকের ছায়া

দুর্গাপুর, ২৩ এপ্রিল : পহলগামে জঙ্গি হামলায় বাঙালি পর্যটক বিতান অধিকারীর মৃত্যুতে দুর্গাপুরে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। বিতানের জন্ম ১৯৮৫ সালে দুর্গাপুরের সেকেন্ডারি রোডের স্টিল টাউনশিপে। তাঁর বাবা বীরেশ্বর অধিকারী অ্যালয় স্টিল প্ল্যান্টে কাজ করতেন। বিতানের মৃত্যুর খবরে দুর্গাপুরের সেকেন্ডারি রোড এবং তাঁর পুরোনো প্রতিবেশীরা শোকে ভেঙে পড়েছেন।

এখনই প্রকাশ করতে হচ্ছে না ওএমআর শিট

কলকাতা, ২৩ এপ্রিল : কলকাতা হাইকোর্টে আপাতত স্বস্তি পেল স্কুল সার্ভিস কমিশন ও মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। এখনই ওএমআর শিট প্রকাশ করতে হচ্ছে না কমিশনকে। বুধবার বিচারপতি দেবাংশু বসাক ও বিচারপতি মহম্মদ সব্বার রশিদির ডিভিশন বেঞ্চে ২৬ হাজার চাকরি বাতিল সংক্রান্ত আদালত অবমাননা মামলা আইনি প্রশ্নে ঝুলে রইল। এই মামলার গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে আদালতে প্রশ্ন তোলে এসএসসি ও মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। সুপ্রিম কোর্ট কলকাতা হাইকোর্টের মূল নির্দেশ কিছু ক্ষেত্রে পরিবর্তিত করেছিল। তাই কলকাতা হাইকোর্টে আদৌ আদালত অবমাননার মামলা গ্রহণযোগ্য কি না তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়। পালটা বিচারপতি বসাকের ডিভিশন বেঞ্চ বেতন ফেরত নিয়ে এসএসসির কী পদক্ষেপ তা জানতে চায়। আদালত অবমাননার এই মামলার শুনানি হাইকোর্ট না সুপ্রিম কোর্টের এক্তিয়ারভুক্ত সেই আইনি প্রশ্নের নিষ্পত্তি আগে চাইছে কলকাতা হাইকোর্ট। পরবর্তী শুনানি ২৮ এপ্রিল। ওই দিন এই বিষয়ে আবেদনকারীদের বক্তব্য স্পষ্ট করতে হবে।

ওএমআর শিট প্রকাশ ও অযোগ্যদের বেতন ফেরতের ক্ষেত্রে কমিশন ও রাজ্যের পদক্ষেপ নিয়ে জানতে চেয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট। এদিন মধ্যশিক্ষা পর্ষদের আইনজীবী আদালতে জানান, মামলা আদালতে গ্রাহ্য না হওয়ায় কোনও অবস্থান জানানো সম্ভব হচ্ছে না। হাইকোর্টের নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টে পরিবর্তিত হলে আদালত অবমাননার মামলা শীর্ষ আদালতে হওয়া উচিত। এসএলপি গ্রহণযোগ্য না হলে তখন হাইকোর্টে আদালত অবমাননার মামলা করা যেত। এক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য। এসএসসির তরফে আইনজীবী একই যুক্তি জানান। তাঁর বক্তব্য, ওএমআর শিট প্রকাশের নির্দেশ অবমাননার মামলা সুপ্রিম কোর্ট শুনতে পারে। তাই এই মামলা আদালত গ্রাহ্য না হওয়ায় অবস্থান জানানোর সুযোগ নেই। তবে আবেদনকারীদের তরফে আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য জানান, আদালতের নির্দেশ অমান্যের প্রশ্নে সংবিধানের ২১৫ নম্বর ধারা অনুযায়ী হাইকোর্টকে মামলার শুনানির অধিকার দেওয়া হয়েছে। এই সংক্রান্ত বিষয়ে কিছু তথ্য আদালতে তুলে ধরতে চান তিনি। শেষ পর্যন্ত ডিভিশন বেঞ্চ জানায় এই মামলায় হাইকোর্ট কীভাবে হস্তক্ষেপ করতে পারে তা মূল মামলাকারীদের জানাতে হবে।

স্বস্তিতে কমিশন

অবস্থানে টেট চাকরিপ্রার্থীরাও

কলকাতা, ২৩ এপ্রিল : সল্টলেকে চাকরিহারা শিক্ষক এবং শিক্ষাকর্মীদের আন্দোলনে বুধবার সকাল থেকে যুক্ত হলেন ২০২২ সালে প্রাথমিক টেট উত্তীর্ণ চাকরিপ্রার্থীরা। পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের অফিসের সামনে বসে তাঁরা আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। তাঁদের দাবি, অবিলম্বে প্রাথমিক টেট পাশ ডিএলএড-দের পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রকাশ এবং ন্যূনতম ৫০ হাজার শূন্যপদে দ্রুত স্বচ্ছ নিয়োগ চাই। প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি গৌতম পালের গাড়ি ঘিরে বিক্ষোভ শুরু করেন চাকরিপ্রার্থীরা। তবে পুলিশ তাঁদের সরিয়ে দেয়।

অসুস্থ এক অনশনকারী

কলকাতা, ২৩ এপ্রিল : মধ্যশিক্ষা পর্ষদের ভিতর অবস্থানরত ৮ জন অনশনকারীর মধ্যে এদিন সকালে অসুস্থ হয়ে পড়েন কৌশিক মণ্ডল। মালদার শিক্ষাকর্মী পরিতোষ সরকার অভিযোগ করেন, 'পর্ষদের ভিতরে চিকিৎসক অনশনকারীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে আগেই তাড়াতাড়ি পদক্ষেপ নিতে পরামর্শ নিয়েছিলেন। কৌশিকের সুগার লেভেল কমে গেলেও পর্ষদ কোনওরকম ব্যবস্থা নেয়নি। এমনকি কৌশিকের মেরুদণ্ডতেও সমস্যা ছিল। সঠিক সময়ে পদক্ষেপ নিলে কৌশিককে হাসপাতালে ভর্তি করতে হত না।'

পিছোল সভাপতি নির্বাচন

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২৩ এপ্রিল : কাশ্মীর কাণ্ডের জেরে আবার অনিশ্চিত হয়ে পড়ল রাজ্য বিজেপি সভাপতি নির্বাচন। দলের সাংগঠনিক নির্বাচন শুরু হয়েছে অনেকদিনই। কিন্তু এখনও কয়েকটি জেলা সভাপতি নির্বাচন বাকি। তবুও রাজ্য সভাপতি নির্বাচনে কোনও বাধা ছিল না। দিল্লিতে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব দলের পরবর্তী সর্বভারতীয় সভাপতি কে হবেন তা নিয়ে চর্চার সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ সহ দেশের একাধিক রাজ্যে সভাপতি নির্বাচনের বিষয়টি আলোচনায় রেখেছিলেন। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের বার্তাও পৌঁছেছিল যে, আগামী একপক্ষকালের মধ্যেই এর ফয়সালা হয়ে যাবে। কিন্তু হঠাৎই কাশ্মীরে জঙ্গিদের গণহত্যায় তাল কাটল। আপাতত কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের এই সংক্রান্ত ভাবনা থমকেই গিয়েছে। দিল্লি থেকে এই বার্তা বুধবার বঙ্গ বিজেপি শিবিরে এসে পৌঁছেছে। রাজ্য দলের এক প্রবীণ শীর্ষনেতা বলেন, 'কাশ্মীরে যা ঘটনা ঘটে গিয়েছে, তারপর তো এই নিয়ে পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অন্য কোনও আলোচনার অবকাশই নেই। খোঁজ নেওয়ার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। বরং কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অন্যতম একজন জানিয়েছেন, পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত রাজ্য সভাপতি নির্বাচন নিয়ে কোনও কথাই বলা যাবে না। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সৌদি সফর কাটছাঁট করে কাশ্মীরের ঘটনার জন্য দেশে ফিরেছেন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা কাশ্মীরে ছুটে গিয়েছেন। ব্যস্ত প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং, জেপি নাড্ডা সহ বিজেপির শীর্ষনেতৃত্ব এখন কাশ্মীর নিয়েই চর্চার মধ্যে রয়েছেন। অন্য কিছু নিয়ে কথা বলার মতো সময়-সুযোগ তাঁদের কোথায়?'

এদিন দলের এক অভিজ্ঞ প্রবীণ শীর্ষনেতাও জানালেন, তাঁর ধারণা, রাজ্য সভাপতি নির্বাচনের বিষয়টি আপাতত আবার পিছিয়েই গেল। বহুদিন এই নিয়ে বিজেপি শিবিরে চর্চা হচ্ছে। একটা কিছু এবার হবে আশা ছিল সবারই। দিল্লি থেকে পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের আভাসও পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ কাশ্মীরের ঘটনায় দলের এই সাংগঠনিক রদবদলের বিষয়টি আপাতত স্থগিতই রইল বলেই খবর।

কাশ্মীরে জঙ্গি হামলার জের

৩৫ বছরে প্রথমবার একসঙ্গে শামিল গোটা কাশ্মীর

প্রতিবাদে বনধের ডাক, স্তব্ধ শ্রীনগর

শ্রীনগর, ২৩ এপ্রিল : বন্ধ দোকান-বাজার। খোলেনি কোনও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলির ঝাঁপ বন্ধ। রাস্তায় গাড়ির সংখ্যা হাতেগোনা। জরুরি প্রয়োজন ছাড়া মানুষজনকে বাড়ির বাইরে আসতে দেখা যায়নি। তবে জঙ্গি হামলার প্রতিবাদে যেসব জায়গায় বিক্ষোভ হয়েছে সেখানে ভিড় নজর কেড়েছে। রাজনৈতিক দলগুলির নেতা-কর্মীদের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের একাংশকে মোমবাতি মিছিলে শামিল হতে দেখা গিয়েছে। কাশ্মীরের পহলগামে বেনজির জঙ্গি হামলায় ২৭ জন পর্যটকের মৃত্যুর পরের দিনে উপত্যকার ছবিটা এমনই। বস্তুত ৩৫ বছর বাদে জঙ্গি হামলার প্রতিবাদে ডাকা বনধে শামিল হল গোটা কাশ্মীর।

বনধের ডাক দিয়েছিল কাশ্মীরের কট্টরপন্থী সংগঠনগুলির যৌথমঞ্চ মুতাহিদা মজলিস উলেমা। মঞ্চের তরফে হুররিয়াত কনফারেন্সের চেয়ারম্যান মিরওয়াইজ উমর ফারুক মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে বলেন, ‘মুতাহিদা মজলিস উলেমা নিহতদের শোকসন্তপ্ত পরিবারের পাশে রয়েছে। আমরা জম্মু ও কাশ্মীরের জনগণের কাছে আগামীকাল বনধ পালনের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণভাবে এই জঘন্য অপরাধের বিরোধিতা করার আবেদন জানাচ্ছি।’ আলাদা করে বনধের ডাক দিয়েছিল দুই বণিক সংগঠন কাশ্মীর চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ এবং কাশ্মীর ট্রেডার্স অ্যান্ড ম্যানুফ্যাকচারার্স ফেডারেশন। জঙ্গি হামলার প্রতিবাদে সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখার আবেদন জানিয়েছিল জম্মু ও কাশ্মীরের বেসরকারি স্কুলগুলির সংগঠন পিএসএজেকে।

শাসক ন্যাশনাল কনফারেন্স থেকে বিরোধী পিডিপি, পিপলস কনফারেন্স, আপনি পার্টি... অধিকাংশ রাজনৈতিক দল এদিনের বনধকে সমর্থন জানায়। সেই পথে হেঁটেছে নাগরিক সংগঠনগুলিও। ফলে উপত্যকার সব জেলায় সর্বাত্মক বনধ পালিত হয়েছে। পহলগামে জঙ্গিদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন গ্রামবাসীরা। মঙ্গলবার পর্যটকদের ওপর হামলা চালানোর সময় জঙ্গিদের বাধা দিতে গিয়েছিলেন টাট্টুঘোড়ার চালক সৈয়দ আদিল হুসেন শাহ। ঝাঁপিয়ে পড়ে এক জঙ্গির হাত থেকে বন্দুক ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেন। তাঁকে গুলিতে ঝাঁঝরা করে দেয় জঙ্গিরা। গোটা কাশ্মীরে ছায়া ফেলেছে আদিলের মৃত্যু। সন্ত্রাসবাদীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছে মৃত তরুণের পরিবার।

পরিবারের একমাত্র রোজগেরে সদস্যের মৃত্যুতে ভেঙে পড়েছেন আদিলের বৃদ্ধ বাবা হায়দর শাহ। তিনি বলেন, ‘এর জন্য যারাই দায়ী হোক না কেন তাদের পরিণতি যেন ভয়ংকর হয়।’ শ্রীনগরের হোটেল ব্যবসায়ী ইকবাল ট্রাম্বুর কথায়, ‘এটা ট্র্যাজেডি নয়, এটা রুখে দাঁড়ানোর ডাক। পর্যটকদের ওপর আক্রমণ নজিরবিহীন। একে কখনোই সমর্থন করা যায় না। আমাদের অবশ্যই এই হিংসার নিন্দা করতে হবে। কাশ্মীরিরা যে সন্ত্রাসবাদকে প্রত্যাখ্যান করেছে সেটা বোঝানোর সময় হয়েছে।’ অতীতে কার্ফিউ, সেনা-জঙ্গি সংঘর্ষ, নানা বিক্ষোভ-আন্দোলনের কারণে দিনের পর দিন অচল থেকেছে কাশ্মীরের স্বাভাবিক জনজীবন। কিন্তু জঙ্গি হামলার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক সংগঠনগুলির একযোগে বনধ পালন জঙ্গিগোষ্ঠীগুলির প্রতি উপত্যকাবাসীর বার্তা বলে মনে করছে পর্যবেক্ষক মহল। নিরীহ পর্যটকদের খুন করে কাশ্মীরি জঙ্গিবাদ নিজেই নিজের কবর খুঁড়ল কি না সেটা ভবিষ্যৎ বলবে।

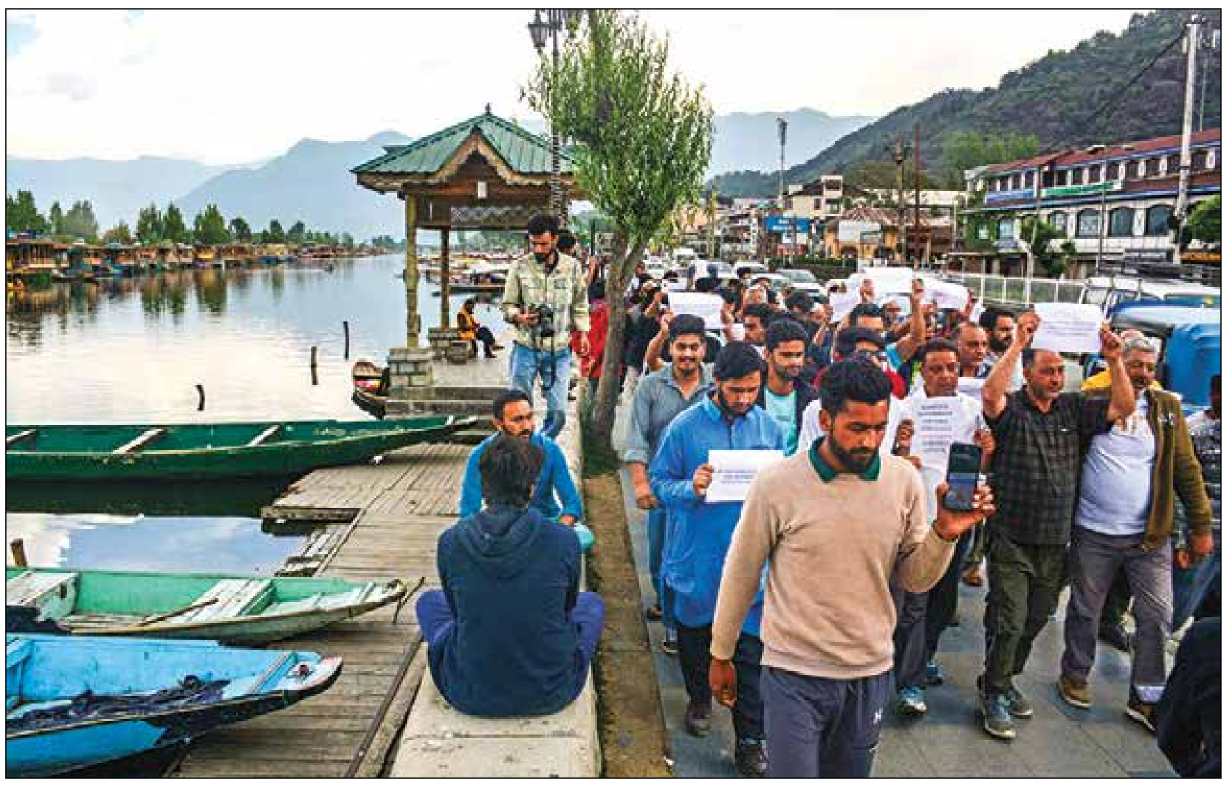

পর্যটকদের ওপর জঙ্গিদের আক্রমণের প্রতিবাদে শ্রীনগরে রাজপথে নামলেন কাশ্মীরিরা। বুধবার ডাল লেকের সামনে।

বুমেরাং হতে পারে জঙ্গিদের নয়া ছক

পোশাকে বডি-ক্যাম বেছে বেছে খুন

শ্রীনগর, ২৩ এপ্রিল : দক্ষিণ কাশ্মীরের পহলগাম। সেখানকার পাইনঘেরা বৈসরণ উপত্যকার আরেক নাম ‘ভারতের মিনি সুইৎজারল্যান্ড’। শীতে তুষারপাতের পর স্কি-এর সুযোগ এখানকার বাড়তি আকর্ষণ। নিসর্গ প্রকৃতির এই এলাকায় সারা বছর পর্যটকদের আনাগোনা লেগে থাকে। নিরিবিলি বৈসরণে সেনা-পুলিশের গতিবিধিও কিছুটা কম। মঙ্গলবার সেই একটুকরো সুইৎজারল্যান্ডকে পর্যটকদের রক্তে রাঙিয়ে দিয়েছে জঙ্গিরা।

জম্মু ও কাশ্মীরে পর্যটক, তীর্থযাত্রীদের সফট টার্গেটে পরিণত করা সন্ত্রাসবাদীদের পুরোনো কৌশল। কিন্তু এবার যে কায়দায় বৈসরণে হামলা চালানো হয়েছে, তার সঙ্গে অতীতের কোনও নাশকতার ঘটনা খাপ খায় না। মঙ্গলবার জঙ্গিদের পোশাকে বডি ক্যামেরা ও হেলমেটে ছিল হেড ক্যামেরা। সেখানে আততায়ীদের যাবতীয় নৃশংসতা রেকর্ড করা হয়েছে। খুন করার আগে পর্যটকদের নাম ও ধর্মীয় পরিচয় জিজ্ঞাসা করা হয়েছে। উদ্দেশ্য স্পষ্ট। এই বার্তা দেওয়া যে কাশ্মীরি জঙ্গিরা শুধু ভারত নয়, একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে। এর মধ্য দিয়ে কাশ্মীরি-অকাশ্মীরি, স্থানীয়-বহিরাগত এবং সাম্প্রদায়িক বিভাজনের বার্তা দেওয়ার চেষ্টা করছে জঙ্গিরা।

একইসঙ্গে কাশ্মীরের অন্দরে যদি সন্ত্রাসবাদের বিরোধিতা করা হয়, তার শাস্তিও যে চরম হবে সেটা বোঝানোর চেষ্টায় খামতি রাখেনি আততায়ীর দল। স্থানীয় ঘোড়াচালক সৈয়দ আদিল হুসেন শাহ জঙ্গিদের একজনের অস্ত্র কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁকে নৃশংসভাবে খুন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে জঙ্গিদের তথাকথিত ‘আদর্শবাদ’ বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। সব মিলিয়ে কাশ্মীরে সন্ত্রাস যে নতুন পথে পা ফেলার চেষ্টা করছে, সে ব্যাপারে একমত পোড়খাওয়া গোয়েন্দারা।

তাঁদের মতে, হামলা চালানোর সময় ক্যামেরার ব্যবহার থেকে স্পষ্ট যে জঙ্গিদের নির্দিষ্ট দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। সেই দায়িত্ব তারা কতটা পালন করতে পেরেছে সেটা প্রভুদের জানানোর দায় রয়েছে তাদের। এইসব ভিডিও ফুটেজ ভবিষ্যতে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের উৎসাহ জোগাতে এবং ভারতে উত্তেজনা ছড়াতে কাজে লাগানো হতে পারে। এছাড়া সংবিধানের ৩৭০ অনুচ্ছেদ রদ হওয়ার পর কাশ্মীরের সঙ্গে দেশের অন্যান্য অংশের যোগাযোগ আরও পোক্ত হয়েছে। উপত্যকার প্রত্যন্ত এলাকাগুলিতে পর্যটকদের গতিবিধি বেড়েছে। যার সূত্র ধরে কাশ্মীরিদের সঙ্গে অন্যান্য রাজ্যের বাসিন্দাদের ব্যক্তিগত সখ্য তৈরি হচ্ছে। অর্থনীতি সচল হওয়ায় উপত্যকায় ভারতবিরোধী জিগির তোলা ক্রমশ কঠিন হয়ে উঠেছে। পর্যটকদের খুন করে সেই ধারায় ছেদ টানার চেষ্টা চলেছে।

জঙ্গিদের কৌশল যে বুমেরাং হতে চলেছে, ঘটনার কয়েকঘণ্টার মধ্যে সেটা বোঝা গিয়েছে। পহলগামে হামলার প্রতিবাদে কাশ্মীরের জায়গায় জায়গায় বিক্ষোভ হয়েছে।

বেরিয়েছে মোমবাতি মিছিল। বুধবার বনধে অচল হয়ে গিয়েছিল গোটা উপত্যকা। জম্মুর গণ্ডি ছাড়িয়ে ‘হিন্দুস্থান জিন্দাবাদ’, ‘ট্যুরিস্ট হামারা জান হ্যায়’, ‘উই আর ইন্ডিয়ান’ লেখা পোস্টারে ছেয়ে গিয়েছে কাশ্মীর। হোটেল ব্যবসায়ী আসিফ বুরজার কথায়, ‘যা ঘটেছে তা মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ। এটা পর্যটন বা আর্থিক বিষয় নয়। আমাদের মাথা হেঁট হয়ে গিয়েছে।’ জঙ্গিদের শাস্তির দাবিতে সুর চড়িয়েছে কাশ্মীর। শেষ কবে এমন ছবি দেখা গিয়েছে মনে পড়ছে না।

শোকস্তব্ধ বলিউড

পহলগামে ঘটা বিশ্বাসঘাতকতা তথা অমানবিক হিংসার ঘটনায় দুঃখ এবং ক্ষোভপ্রকাশের ভাষা নেই। এইরকম সময়ে শুধু ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করা যেতে পারে। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির জন্য প্রার্থনা করছি। মৃতদের পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাই

– শাহরুখ খান

পহলগামের ঘটনা নিন্দনীয়। পর্যটকরা সেখানে ছুটি কাটাতে, মধুচন্দ্রিমা করতে, পরিবারের সঙ্গে আনন্দ করতে গিয়েছিলেন। কাশ্মীরের সৌন্দর্য উপভোগ করছিলেন। এতজন নিরীহ মানুষের জীবনে এমন ঝড় কখনও কাম্য ছিল না

– প্রিয়াঙ্কা চোপড়া

যাই ঘটুক না কেন, যত মূল্য দিতে হোক না কেন, যে প্রতিক্রিয়াই হোক না কেন, পহলগামের সন্ত্রাসীদের পালাতে দেওয়া যাবে না। গণহত্যাকারীদের নিজেদের জীবন দিয়ে এর মূল্য দিতে হবে

– জাভেদ আখতার

পহলগামে উপস্থিত বুদ্ধিতে প্রাণ বাঁচল বাঙালি অধ্যাপকের

শ্রীনগর, ২৩ এপ্রিল : স্ত্রী মধুমিতা ও একমাত্র ছেলেকে নিয়ে কাশ্মীর বেড়াতে গিয়েছিলেন অসম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার অধ্যাপক দেবাশিস ভট্টাচার্য। কিন্তু ভূ-স্বর্গে পা রাখা মাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যে যে অভিজ্ঞতা ভট্টাচার্য পরিবারের হয়েছে তা চিরকাল তাঁদের মনে থাকবে। পহলগামে জঙ্গিদের বন্দুকের মুখোমুখি হওয়ার পরেও বরাতজোরে বেঁচে গিয়েছেন দেবাশিস। নাম ও ধর্মীয় পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে পর্যটকদের খুন করছিল জঙ্গিরা। বাঙালি অধ্যাপকের দিকেও বন্দুক তাক করেছিল এক জঙ্গি। কিন্তু গুলি চালানোর আগেই বারবার ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মহম্মাদুর রসুলুল্লাহ’ বলতে থাকেন দেবাশিস। তা শুনে থমকে যায় সেই জঙ্গি। তারপর সেখান থেকে চলে যায়। বরাতজোরে বেঁচে যান দেবাশিস।

তিনি জানিয়েছেন, শ্রীনগর থেকে পহলগামে গিয়েছিলেন তাঁরা। মোবাইলে ছবি তুলছিলেন। আচমকা গুলির শব্দ শুনতে পান। এক শালওয়ালা তাঁদের বলেন ভয় পাওয়ার কিছু নেই। বনকর্মীরা বাঁদরদের ভয় দেখাতে অনেক সময় গুলি ছোড়েন। তবে খানিক পরেই সত্যিটা বোঝা যায়। এক এক করে পর্যটকদের গুলি করে মারতে থাকে জঙ্গিরা। স্ত্রী-ছেলেকে নিয়ে একটি গাছের আড়ালে লুকানোর চেষ্টা করেন দেবাশিস। অধ্যাপক জানান, আর একজন তাঁদের সঙ্গে লুকোনোর চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু সেই লোকটিকে গুলি করে মারে জঙ্গিরা। তাঁর রক্তের ছিটে গিয়ে পড়ে দেবাশিসের গায়ে। এরপর তাঁর দিকে বন্দুক তাক করে এক জঙ্গি। তখনই ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ...’ বলতে থাকেন তিনি। দেবাশিস বলেন, ‘আমি ভালো করে বলতে পারছিলাম না। তাও বিড়বিড় করছিলাম। বন্দুকধারী আমার শব্দগুলো শুনতে চাইছিল। কয়েক সেকেন্ড পরেই ও চলে গেল।’

নিন্দা পাক-চিনের, পাশে থাকার বার্তা ট্রাম্প, পুতিনের

নয়াদিল্লি ও ইসলামাবাদ, ২৩ এপ্রিল : পহলগামে সন্ত্রাসবাদী হামলার নিন্দা করার পাশাপাশি ওই ঘটনায় পাকিস্তানের কোনও হাত নেই বলে সাফ জানিয়ে দিল ইসলামাবাদ। যদিও ভারত তাতে কর্ণপাত করতে নারাজ। পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী খাজা আসিফ এক বিবৃতিতে বলেছেন, ‘পহলগাম সন্ত্রাসবাদী হামলার সঙ্গে পাকিস্তানের কোনও সম্পর্ক নেই। আমরা কোনওপ্রকার সন্ত্রাসবাদকে সমর্থন করি না। স্থানীয়দের কোনওভাবেই নিশানা করা উচিত নয় জঙ্গিদের। এই ব্যাপারে আমাদের কোনও দ্বিধা নেই।’ মোদি সরকারের কারণেই নাগাল্যান্ড থেকে কাশ্মীর, মণিপুরে অশান্তি হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেন, ‘নাগাল্যান্ড, মণিপুর, কাশ্মীর এবং ছত্তিশগড় সহ বহু রাজ্যে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ চলছে। সরকার যেহেতু শোষণ করছে, তাই হামলা ভারতের ঘরের অশান্তি।’

> ভারতে জঙ্গি হামলার ঘটনা আমাকে বিব্রত করেছে। আমেরিকা সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ভারতের পাশে আছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং ভারতের জনগণের প্রতি আমার পূর্ণ সমর্থন এবং সহমর্মিতা রয়েছে।
>
> **ডোনাল্ড ট্রাম্প**

তবে পাকিস্তানের বিদেশমন্ত্রকের তরফে পহলগামে হামলায় নিহতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানানো হয়েছে। বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র বলেন, ‘ভারতের তরফে বেআইনিভাবে অধিকৃত জম্মু ও কাশ্মীরের অনন্তনাগ জেলায় হামলায় যেভাবে পর্যটকরা মারা গিয়েছেন তাতে আমরা উদ্বিগ্ন। নিহতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি। আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি।’

তবে পাকিস্তান যাই বলুক, পহলগামের ঘটনায় ভারত আন্তর্জাতিক সমর্থন পেয়েছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জঙ্গি হামলার তীব্র নিন্দা করে সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, ‘ভারতে জঙ্গি হামলার ঘটনা আমাকে বিব্রত করেছে। আমেরিকা সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ভারতের পাশে আছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং ভারতের জনগণের প্রতি আমার পূর্ণ সমর্থন এবং সহমর্মিতা রয়েছে।’ রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন বলেছেন, ‘পহলগামের এই নৃশংস অপরাধের নিন্দা করার কোনও ভাষা নেই। বহু নিরীহ মানুষ এই জঙ্গি হামলার শিকার।’ ইজরায়েলের তরফেও ভারতের পাশে থাকার বার্তা দেওয়া হয়েছে। নয়াদিল্লিতে নিযুক্ত চিনা রাষ্ট্রদূত শু ফেইহংও জঙ্গি হামলার নিন্দা করেছেন। ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি বলেন, ‘ভারতে সন্ত্রাসবাদী হামলা ভয়াবহ। অনেকে প্রাণ হারিয়েছেন। আমরা ভারতের পাশে আছি। আক্রান্তদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা রয়েছে।’ ভারতের পাশে থাকার বার্তা দিয়েছে গ্রেট ব্রিটেন, জার্মানি, ফ্রান্স, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, অস্ট্রেলিয়াও।

পহলগামে নারকীয় সন্ত্রাসের নিন্দা বিরোধীদের

শা-রাহুল কথা, কেন্দ্রকে দুষল তৃণমূল

নয়াদিল্লি, ২৩ এপ্রিল : পহলগামের বৈসরণে পর্যটকদের ওপর নারকীয় সন্ত্রাসের ঘটনায় কেন্দ্রীয় সরকারের পাশে থাকার বার্তা দিল প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেস। বুধবার এক সাংবাদিক বৈঠকে মল্লিকার্জুন খাড়গে বলেন, ‘পহলগাম হামলা দেশের ঐক্য এবং অখণ্ডতার ওপর কাপুরুষোচিত আঘাত। কংগ্রেস এই হামলার তীব্র নিন্দা করছে। এটা ভারত রাষ্ট্রের ওপর সরাসরি হামলা। আমাদের উচিত এই হামলার মোক্ষম জবাব দেওয়া। সরকারকে আর্জি জানাচ্ছি, আপনারা সমস্ত শক্তি দিয়ে জঙ্গিদের খুঁজে বের করুন। সন্ত্রাসবাদের শিকড় সমূলে উপড়ে ফেলতে কংগ্রেস সরকারের সঙ্গে সমন্বয় এবং সহযোগিতা করতে প্রস্তুত।’ সহমতের ভিত্তিতে সন্ত্রাসবাদকে চ্যালেঞ্জ জানাতে সরকারকে একটি সর্বদলীয় বৈঠক ডাকার বার্তাও দিয়েছেন খাড়গে।

লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধিও এদিন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাকে ফোন করে পহলগাম পরিস্থিতির খোঁজখবর নেন। পরে তিনি সমাজমাধ্যমে জানিয়েছেন, ‘পহলগামের ভয়াবহ জঙ্গি হামলায় নিহতদের পরিবার ন্যায়বিচার চান।’

এদিকে হামলার সমালোচনা করলেও কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে গোয়েন্দা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থার ব্যর্থতার অভিযোগ তুলে সুর চড়িয়েছে তৃণমূল। দলের রাজ্যসভার সাংসদ সাগরিকা ঘোষ এক ভিডিওবার্তায় বলেন, ‘কোটি কোটি টাকার প্রতিরক্ষা বাজেট হয়। অথচ নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে পারছে না কেন্দ্র। কোথায় গেল ইনটেলিজেন্স? কোথায় গেল নিরাপত্তা?’

শ্রীনগরে লালচকের সামনে মানুষের সঙ্গে প্রতিবাদে মুখর মেহবুবা মুফতি।

> পহলগাম হামলা দেশের ঐক্য এবং অখণ্ডতার ওপর কাপুরুষোচিত আঘাত। কংগ্রেস এই হামলার তীব্র নিন্দা করছে।
>
> **মল্লিকার্জুন খাড়গে**

> এই হামলা পর্যটকদের ওপর নয়, আমাদের ওপরও হয়েছে। আমাদের কাশ্মীরিয়ত পরিচয়ের ওপর হামলা হয়েছে।
>
> **মেহবুবা মুফতি**

সিপিএমের পলিটব্যুরোর তরফে বলা হয়েছে, যারা হামলা চালিয়েছে তারা দেশ এবং জম্মু ও কাশ্মীরের মানুষের শত্রু। জনবহুল পর্যটন স্থানে সুরক্ষার ঘাটতি সহ সমস্ত দিক তদন্ত করা উচিত কেন্দ্রীয় সরকারের। সিপিআইয়ের ন্যাশনাল এগজিকিউটিভের তরফেও জঙ্গি হামলার নিন্দা করা হয়েছে। বেছে বেছে হিন্দু পর্যটকদের নিশানা করার যে অভিযোগ উঠেছে তার জবাবে গর্জে উঠেছেন মুসলিম রাজনীতিকরাও। বিজেপির সংখ্যালঘু নেতা মুক্তার আব্বাস নাকভি বলেন, ‘যারা ইসলামকে ঢাল করে মানুষের রক্ত ঝরাচ্ছে, তারা ধর্ম ও মানবতা উভয়েরই শত্রু।’ আসাদউদ্দিন ওয়াইসি বলেন, ‘ধর্মীয় পরিচয় জিজ্ঞাসা করে নির্বিচারে হত্যার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি।’ পিডিপি নেত্রী মেহবুবা মুফতি বলেন, ‘এই হামলা পর্যটকদের ওপর নয়, আমাদের ওপরও হয়েছে। আমাদের কাশ্মীরিয়ত পরিচয়ের ওপর হামলা হয়েছে।’

৬.৩ শতাংশ বৃদ্ধির পূর্বাভাস বিশ্ব ব্যাংকের

নয়াদিল্লি, ২৩ এপ্রিল : ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে ভারতের জিডিপি বৃদ্ধির হার ৬.৩ শতাংশ হতে পারে বলে পূর্বাভাস দিল বিশ্ব ব্যাংক। এর আগে তাদের পূর্বাভাস ছিল ৬.৭ শতাংশ বৃদ্ধির।

বিশ্ব ব্যাংক সাম্প্রতিক রিপোর্টে জানিয়েছে, ২০২৪-২৫-এর তুলনায় বৃদ্ধির হার শ্লথ হবে চলতি অর্থবর্ষে। বেসরকারি বিনিয়োগে মন্থর গতি, সরকারি খরচ লক্ষ্যমাত্রা পূরণে ব্যর্থ হওয়ার কারণে বৃদ্ধির হার কমবে। সুদের হার কমানো এবং লাল ফিতের ফাঁস আলগা হওয়ার ইতিবাচক প্রভাব পড়লেও আন্তর্জাতিক অর্থনীতির অস্থিরতা বৃদ্ধির হারকে ধাক্কা দেবে। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলির ক্ষেত্রেও বৃদ্ধির পূর্বাভাস ছাঁটাই করেছে বিশ্ব ব্যাংক। আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারও চলতি অর্থবর্ষে বৃদ্ধির হার ৬.২ শতাংশ হতে পারে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে।

দিল্লিজুড়ে সতর্কতা

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৩ এপ্রিল : কাশ্মীরের পহলগামে মঙ্গলবারের ভয়াবহ জঙ্গি হামলার ঘটনায় দেশজুড়ে আতঙ্ক আর শোকের ছায়া। দিল্লি, মুম্বই, অমৃতসর ও জয়পুর সহ দেশের একাধিক বড় শহরে জারি হয়েছে সর্বোচ্চ সতর্কতা। ইন্ডিয়া গেট, লালকেল্লা, অক্ষরধাম, হাউজ খাস, কনট প্লেসের মতো পর্যটনকেন্দ্র ও জনবহুল এলাকায় কড়া নজরদারি চালানো হচ্ছে। সীমান্ত চেকপোস্টে চলছে তল্লাশি। দিল্লি পুলিশের স্পেশাল সেল ও স্যাট কমান্ডোদের মোতায়েন করা হয়েছে বিভিন্ন ‘হাই রিস্ক’ অঞ্চলে। প্রত্যেক জোনাল আধিকারিককে সর্বদা সতর্ক থাকার জন্য। নজরদারি বাড়ানো হয়েছে গোটা দেশেই। জঙ্গিরা ধর্মের ভিত্তিতে নিরীহ পর্যটকদের হত্যা করেছে, এই তত্ত্ব ছড়িয়ে পড়তেই জম্মু সহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় সাধারণ মানুষের ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে। যার ছায়া এসে পড়েছে দিল্লিতে সিএএ-র আঁতুড়ঘর বলে পরিচিত শাহিনবাগ, জামিয়া নগরেও। রীতিমতো আতঙ্কের পরিবেশ সেখানে। সংবাদমাধ্যমে মুখ খুলতে ভয় পাচ্ছেন এলাকার মানুষ। জনমুখর এই এলাকা রাতারাতি থমথমে হয়ে গিয়েছে।

‘মাটিতে না পড়া অবধি গুলি চালা’

শ্রীনগর, ২৩ এপ্রিল : পহলগামে জঙ্গি হামলায় নিহত হয়েছেন বেঙ্গালুরুর সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার ভরত ভূষণ (৪১)।

বেঙ্গালুরুর ম্যাটিকেরে অঞ্চলের বাসিন্দা এই তরুণ স্ত্রী সুজাতা ও তিন বছরের পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে গত ১৮ এপ্রিল ছুটি কাটাতে গিয়েছিলেন ‘মিনি সুইৎজারল্যান্ড’ পহলগামে। ২৩ এপ্রিল সকালে তাঁদের বেঙ্গালুরু ফেরার কথা ছিল। মঙ্গলবার স্ত্রী ও শিশুসন্তানের চোখের সামনেই গুলিতে ঝাঁঝরা করে দেওয়া হয় ভরতকে।

নিহতের শাশুড়ি বিমলা জানিয়েছেন, ‘ওরা (জঙ্গিরা) ওদের আধার কার্ড দেখতে চায়। তারপর প্রশ্ন করে, ‘তোমরা হিন্দু না মুসলিম?’ ভরত জানায়, তারা হিন্দু। তখন ওদের বাঁচতে দেওয়া হয়নি। ওদের বাচ্চাকে মাটিতে নামাতে বলে, তারপর আমার জামাইকে গুলি করে। মাথায় গুলি করে মারে। প্রায় তিন মিনিট ধরে গুলি চালায়, যতক্ষণ না সে মারা যায়। মেয়ে আমাকে বলেছে, একজন নাকি বলছিল, মাটিতে না পড়া পর্যন্ত গুলি চালা।’

নিহতের শাশুড়ি জানিয়েছেন, ‘জঙ্গিরা নাকি জিজ্ঞেস করেছিল, তুমি কি হিন্দু? তারপরই গুলি চালায়। আমার জামাইকে মাথায় গুলি করে মেরে ফেলে ওরা। মেয়েকে ও ওর ছেলেকে কিছু করেনি। আমার মেয়ে ডাক্তার, সে বুঝতে পারে ওর স্বামী আর নেই। তারপর মোবাইল আর পার্স নিয়ে পালায়।’

তিনি আরও বলেন, ‘আমার মেয়ে তখন ফোন করে জানায় ঘটনাটা। সকাল ১০টা ৩০-এ ওদের ফ্লাইট ছিল। এখন তারা ফিরছে একটা দেহ নিয়ে।’

নিহত ভরতের এক পড়শি জানান, ‘আমরা তো শুনেছিলাম, কাশ্মীর এখন পুরোপুরি শান্ত। ওরাও তো তা-ই জানত, তাই বেড়াতে গিয়েছিল। এমনটা যে হতে পারে বিশ্বাসই হচ্ছে না!’

মধুচন্দ্রিমায় গিয়ে স্বামীকে হারালেন হিমাংশী

পহলগাম, ২৩ এপ্রিল : বিয়ে হয়েছিল ১৬ এপ্রিল। আর ২২ এপ্রিল সব শেষ।

বুধবার স্বামীর কফিনবন্দি দেহের সামনে কিছুক্ষণ নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন নববিবাহিতা স্ত্রী। চোখে শূন্যতা। কিছু পরেই নিস্তব্ধতা ভেঙে কফিনবন্দি দেহ আঁকড়ে ডুকরে কেঁদে উঠলেন তরুণী। বলতে লাগলেন, ‘তুমি ভালো থেকো। তুমি আমাদের গর্ব।’ তারপর বাঁধ ভাঙে কান্নার। চিৎকার করে অঝোরে কাঁদছিলেন হিমাংশী। সপ্তাহখানেক আগে তাঁর বিয়ে হয়েছিল নৌসেনার লেফটেন্যান্ট বিনয়ের সঙ্গে। মধুচন্দ্রিমায় তাঁরা গিয়েছিলেন কাশ্মীর।

মঙ্গলবার জম্মু-কাশ্মীরের অনন্তনাগ জেলার পহলগামে সস্ত্রীক ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন নৌসেনার ওই লেফটেন্যান্ট। ভেলপুরি খাচ্ছিলেন দু’জনে মিলে। হঠাৎ তাঁদের সামনে গিয়ে দাঁড়ায় জঙ্গিরা। হিমাংশীর কথায়, ‘আমাদের সামনে এসেই ওরা বলল, ওকে (বিনয়) দেখে মুসলমান মনে হয় না। গুলি কর।’ গুলি চলে। সদ্যবিবাহিতার সামনে গুলি খেয়ে লুটিয়ে পড়েন স্বামী।

বৈসরণে জঙ্গি হামলার পরই সেই ছবি সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হয়। দেখা যায়, মৃত তরুণের দেহ আগলে বসে রয়েছেন এক তরুণী। পাশে পড়ে একটা ব্যাগ। পুরো ঘটনার আকস্মিকতায় তিনি হতবাক। পরে জানা যায়, ওই তরুণ নৌসেনার লেফটেন্যান্ট বিনয়। হরিয়ানার বাসিন্দা বর্তমানে কর্মরত ছিলেন কোচিতে। মধুচন্দ্রিমার জন্য ইউরোপকেই বেছে নিয়েছিলেন বিনয়-হিমাংশী। কিন্তু ভিসা পাননি। শেষমেশ ভূস্বর্গ ভ্রমণের সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু ভূস্বর্গ যে ভয়ংকর হয়ে উঠবে, তা কে জানত!

স্বামীকে হারিয়ে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর সামনেও কান্নায় ভেঙে পড়লেন হিমাংশী।

বুধবার দিল্লি বিমানবন্দরে বিনয়ের কফিনবন্দি দেহ আসে। স্বামীর কফিনবন্দি দেহের সামনে অঝোরে কাঁদতে কাঁদতে হিমাংশী বলতে থাকেন, ‘প্রার্থনা করি, তোমার আত্মা যেন শান্তি পায়...।’ নিজেকে খানিক সামলে নিয়ে আরও বলেন, ‘ওর মতো হাসিখুশি মানুষ খুব কম দেখেছি। যেখানে থাকত মাতিয়ে রাখত সবাইকে। আমরা সকলে ওর জন্য গর্বিত...।’

ডাকঘরই ঠিকানার সন্ধানে

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ২৩ এপ্রিল : ইন্টারনেটের যুগে চিঠি লেখেন আর কয়জন? কিন্তু যে কটা চিঠি এখনও আসে ডাকঘরে, নির্ভুলভাবে ঠিকানা খুঁজে সেগুলো পৌঁছে দেন ডাককর্মীরা। এব্যাপারে তাঁদের দক্ষতা প্রশ্নাতীত। তবে, নির্দিষ্ট একটি ঠিকানা খুঁজে পেতে আপাতত হিমসিম অবস্থা রাসবিহারি মার্কেটের ডাকঘর কর্তৃপক্ষের।

দীর্ঘ ৪৫ বছর ধরে রায়গঞ্জ পুরসভার ২৩ নং ওয়ার্ডে বাড়ি ভাড়া নিয়ে রয়েছে রাসবিহারি মার্কেট ডাকঘর। ওই বাড়ির মালিকপক্ষ এক বছর ধরে ডাকঘর কর্তৃপক্ষকে ভাড়া ছেড়ে দেওয়ার জন্য আবেদন করছেন। কিন্তু উপযুক্ত পরিকাঠামো ও নিরাপত্তা সহ নির্দিষ্ট বাড়ি ওই এলাকায় ভাড়া না পাওয়ায় বিপাকে পড়েছে উত্তর দিনাজপুর জেলা ডাকঘর কর্তৃপক্ষ।

রায়গঞ্জের রাসবিহারি মার্কেটের ডাকঘর।- সংবাদচিত্র

জানা গিয়েছে, বাড়ি ভাড়া কম হওয়ার কারণে ডাকঘরের জন্য উপযুক্ত ঠিকানা পাওয়া যাচ্ছে না। বাড়িওয়ালা বা ফ্ল্যাট মালিকরা কম ভাড়ার জন্য ঘর ভাড়া দিতে রাজি হচ্ছেন না।

২২ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা সমীরণ সাহা বলেন, 'রাসবিহারি মার্কেট ডাকঘরে আমাদের এলাকার বহু মানুষ পরিষেবা পান। ডাকঘর এই এলাকা ছেড়ে যদি অন্যত্র চলে যায় তাহলে সমস্যা হবে।'

উত্তর দিনাজপুর জেলা ডাকঘরের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক কর্মী জানান, 'ডাকঘরের জন্য অনেকদিন থেকে বেশ কিছু বাড়ি দেখা হচ্ছে। কিন্তু ৩ হাজার টাকা ভাড়া শুনেই অনেকে দিতে চাইছেন না। এদিকে যে বাড়িতে বর্তমানে ডাকঘর আছে, তাঁরা অনবরত উঠে যাওয়ার চাপ দিচ্ছেন। ইতিমধ্যে ৩ থেকে ৪টি বাড়ি দেখেছেন আধিকারিকেরা এবং বাড়ির মালিকদের সঙ্গে কথা বলেছেন। আশা করি আগামী মাসে নতুন বাড়িতে ডাকঘরের নতুন ঠিকানা হবে।'

রায়গঞ্জ পৌরসভার ২৩ নং ওয়ার্ডের চেয়ারপার্সন সন্দীপ বিশ্বাসও ওই এলাকায় যাতে ডাকঘর থাকে সেই চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। সন্দীপবাবু জানিয়েছেন, 'দক্ষিণ বীরনগরে মোহিত সরকার ডাকঘর কর্তৃপক্ষকে ভাড়া দিতে রাজি হয়েছেন।'

উত্তর দিনাজপুর জেলা ডাকঘরের সহ অধিকর্তা মনোজ নাথ এ ব্যাপারে কোনও প্রতিক্রিয়া দিতে চাননি।

ডিপোতে ঢোকে না বাস, সমস্যায় যাত্রীরা

রায়গঞ্জ, ২৩ এপ্রিল : এনবিএসটিসির অধিকাংশ দূরপাল্লার বাসগুলি দুপুরের পর রায়গঞ্জ ডিপোতে ঢোকে না। জাতীয় সড়ক ধরে শিলিগুড়ি মোড় হয়ে বেরিয়ে যায়।

কিন্তু বাসগুলি যাতে ডিপোতে ঢোকে সেজন্য বাসচালক ও কনডাক্টরদের নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছিল। পাশাপাশি বিষয়টি দেখাশোনার জন্য জেলখানা মোড়ে কয়েকজন কর্মী নিয়োগ করা হয়েছিল। তবুও অধিকাংশ বাস ডিপোতে না ঢোকায় ওই কর্মীদের তুলে নিয়েছে কর্তৃপক্ষ।

রায়গঞ্জ ডিপো ইনচার্জ বিজয় দাস বলেন, 'দূরপাল্লার বাসগুলি যাতে ডিপোতে ঢোকে তার জন্য নির্দেশিকা দেওয়ার পাশাপাশি জেলখানা মোড়ে কর্মী নিয়োগ করা হয়েছিল। কিন্তু তবুও বেশ কিছু বাস ডিপোতে ঢুকছে না। এতে যাত্রীরা সমস্যায় পড়ছেন। বিষয়টি উপরমহলে জানানো হয়েছে।'

ডিপো সূত্রে জানা গিয়েছে, স্থায়ী কর্মী না হওয়ায় তাঁরা বেতন বঞ্চনার যুক্তি খাড়া করেছেন। তবে আগামীকাল থেকে আবার জেলখানা মোড়ে কর্মী নিয়োগ করা হবে।'

এদিকে বাসগুলি ডিপোতে না ঢোকায় সমস্যায় পড়ছেন যাত্রীরা। বিশেষ করে শিলিগুড়ি বা বহরমপুরগামী সহ দূরপাল্লার যাত্রীদের আসুবিধা হয়। বিকেল চারটার পর পুর বাসস্ট্যান্ড থেকে কোনও বাস পাওয়া যায় না।

> রায়গঞ্জের একটি বেসরকারি স্কুলে চাকরি করি। ছুটির পর বাড়ি যাওয়ার জন্য শিলিগুড়ি মোড় থেকে বাস ধরি। বিকেলের পর হাতেগোনা সরকারি বাস চলে। ফলে সেগুলিতে যেতে অনেক কষ্ট হয়।
>
> **অনিতা বিশ্বাস**, বাসিন্দা, ডালখোলা

এমন সমস্যার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন উত্তর দিনাজপুর বাস ও মিনিবাস ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক প্লাবন প্রামাণিক। তিনি বলেন, 'রায়গঞ্জ থেকে শিলিগুড়িগামী শেষ বাসটি বিকেল ৪টায় ছাড়ে। তবে সরকারি বাস শিলিগুড়ি মোড় হয়ে যাতায়াত করে। প্রতিদিন যাত্রী পাওয়া যায় না বলে দূরপাল্লার বেসরকারি বাসগুলি রায়গঞ্জের ভেতর দিয়ে যাতায়াত করে না।'

এদিকে ওই যাত্রীদের গন্তব্যস্থলে যাওয়ার কোনও বেসরকারি বাস না থাকায় তাঁদের ভরসা সরকারি বাসের ওপর করতে হয়। হাতেগোনা যে কয়েকটি সরকারি বাস শিলিগুড়ি মোড় হয়ে শিলিগুড়ি বা বহরমপুরের দিকে যাতায়াত করে, সেগুলিতে যাওয়ার মতো পরিস্থিতি থাকে না। তার ওপর বাসগুলি ডিপোতে না ঢোকায় যাত্রীদের জেলখানা মোড়, আবার কখনও শিলিগুড়ি মোড়ে ছুটতে হয়।

করণদিঘির বাসিন্দা সময় সিংহ, জয়ন্ত ভট্টাচার্যরা কর্ণজোড়ায় একটি অফিসে কর্মরত। অফিস ছুটির পর প্রতিদিন সন্ধ্যায় শিলিগুড়ি মোড় থেকে বাড়ির উদ্দেশে রওনা দেন তাঁরা। কিন্তু বাসের জন্য নাজেহাল হতে হয় তাঁদের।

ভেঙেচুরে শেষ রাস্তা

বরুণ মজুমদার

ডালখোলা, ২৩ এপ্রিল : ডালখোলা পুরসভার লেহেসারা রেলগেট থেকে ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কের নিচিতপুর যাওয়ার রাস্তার পিচের আস্তরণ উঠে গিয়েছে। বেরিয়ে পড়ছে পাথর। কোথাও কোথাও রাস্তা ভেঙেচুরে গিয়েছে। অল্প বৃষ্টিতেই সেখানে জল জমে। ডালখোলা পুরসভার ১৩ ও ১৪ নম্বর ওয়ার্ডে সন্ধ্যার পর অনেকে যেতে ভয় পান। পুর প্রশাসনের ভূমিকায় ক্ষোভ ক্রমশ বাড়ছে।

১৪ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা আব্দুল জাব্বর বলেন, 'রাস্তা চার বছর থেকে খারাপ হয়ে রয়েছে। মেরামত তো পরের কথা, তাপ্পিও দেওয়া হয়নি। রাস্তার অবস্থা রীতিমতো বিপজ্জনক।

পুর প্রতিনিধি আনজার আলম বলেন, '১৩ থেকে ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের মূল রাস্তার অবস্থা খুবই খারাপ। অটো, টোটো ও ছোট গাড়ির চালকদের অভিযোগ, ওই সব রাস্তা দিয়ে গাড়ি চালালে তাদের ক্ষতি হচ্ছে। সেই সঙ্গে দুর্ঘটনাও ঘটছে।' ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের পুর প্রতিনিধি আলি রেজা খান সমস্যার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন।

সূত্রের খবর, সম্প্রতি পুর বৈঠকে এ নিয়ে সরব হন দুই পুর প্রতিনিধি। তারপরেই উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। পুর চেয়ারম্যান স্বদেশচন্দ্র সরকার জানান, 'বৈঠকে রাস্তা মেরামতি নিয়ে আলোচনা হয়েছে।'

মাইক বাজিয়ে হাসপাতালে কাউন্সিলারের নেতৃত্বে বিক্ষোভ

অনির্বাণ চক্রবর্তী

কালিয়াগঞ্জ, ২৩ এপ্রিল : বিভিন্ন ইস্যু সামনে রেখে কালিয়াগঞ্জ হাসপাতাল চত্বরে চলল বিক্ষোভ। হাসপাতাল সুপারের দপ্তর ঘেরাওয়ের নামে প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে চলল মাইকের তাণ্ডব। জাতীয় পতাকা উড়িয়ে মাইক ধরে বক্তব্য ও স্লোগানে মুখরিত হল কালিয়াগঞ্জ স্টেট জেনারেল হাসপাতালের মতো স্পর্শকাতর এলাকা।

এই বিক্ষোভের অন্যতম আয়োজক তথা কালিয়াগঞ্জ শহরের ১০ নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপি কাউন্সিলার গৌরাঙ্গ দাসের সাফাই, 'এটা একটা অরাজনৈতিক বিক্ষোভ কর্মসূচি। রাজনৈতিক মতাদর্শ ব্যক্ত করার আগে আমি একজন সাধারণ মানুষ। এটাকে রাজনৈতিক রং লাগাবেন না। হাসপাতাল থেকে হাসপাতাল সুপারের অফিস অনেকটাই দূরে। নিয়ম মেনে আমরা ৬৫ ডেসিমেলে মাইক ব্যবহার করেছি। যাতে কোনও রোগীদের অসুবিধা না হয়।'

সদ্য শহর মণ্ডল সভাপতি পদ থেকে বিজেপি অব্যাহতি দিয়েছে গৌরঙ্গ দাসকে।

কালিয়াগঞ্জ

বুধবার দুপুরে রানিং বুলেট ময়দান থেকে গ্রাম ও শহরের মানুষের একজোটে একটি মিছিল কালিয়াগঞ্জ স্টেট জেনারেল হাসপাতালের সুপার চিকিৎসক জয়দেব রায়ের ঘরের সামনে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে। কালিয়াগঞ্জ থানার বিশাল পুলিশের প্রহরায় চলে এই বিক্ষোভ কর্মসূচি। অরাজনৈতিক মঞ্চ থেকে গৌরাঙ্গবাবুর অভিযোগ, 'কালিয়াগঞ্জের সাধারণ মানুষ হিসাবে আজ এই আন্দোলন। হাসপাতালে মাসি ও আয়াদের অত্যাচারে রোগী সহ রোগীদের পরিবার অতিষ্ঠ। প্রতিনিয়ত নার্সদের দুর্ব্যবহারের শিকার হচ্ছেন রোগীরা। প্রসূতি বিভাগের কিছু চিকিৎসকের অসংবেদনশীল আচরণের প্রতিবাদে এই বিক্ষোভ প্রদর্শন।'

তবে, শেষমুহূর্তে সুপারের ঘর থেকে বের হয়ে আসার সময় বিক্ষোভকারীদের মুখোমুখি হন হাসপাতালে সুপার জয়দেব রায়। তাঁর সাফাই, 'জনগণ এসেছিলেন হাসপাতালের পরিষেবায় কি কি অসুবিধা হচ্ছে তা জানাতে। আমি এটা বিক্ষোভ হিসাবে নিচ্ছি না। ওনারা অসুবিধাগুলো জানিয়েছেন। তাতে আমি ধন্য। যে কাজগুলো আমার চোখের বাইরে হচ্ছিল।'

কালিয়াগঞ্জ থানার আইসি দেবব্রত মুখোপাধ্যায়ের মন্তব্য, 'খবর নিয়ে দেখছি। যদি এধরনের কোনও ঘটনা ঘটে, তবে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের সেমিনার বুনিয়াদপুরে

বুনিয়াদপুর, ২৩ এপ্রিল : ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে সেমিনার হল বুনিয়াদপুরে। বুধবার বুনিয়াদপুর মহাবিদ্যালয় এর সভাকক্ষে সেমিনারের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের অ্যাসিস্ট্যান্ট ডাইরেক্টর বিধানচন্দ্র ঘরামি, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের সিনিয়ার ম্যানেজার প্রণবকুমার রাহা, বীমা কোম্পানির অফিসার অর্ঘ্য ঘোষ, ফুড সেফটি অফিসার মিমি অধিকারী প্রমুখ।

এদিন ব্যাংক, বীমা, স্বাস্থ্য , সাইবার প্রতারণা ও ফুড সেফটির উপর ক্রেতাদের অধিকার সচেতনতা বৃদ্ধি এবং ক্রেতা সুরক্ষা আইন সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। এদিন ক্রেতাদের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য অধিকার সম্পর্কে জানানো হয়। যাতে ক্রেতারা কোনও রকম প্রতারণার শিকার না হন। এছাড়াও ক্রেতা সুরক্ষা আইনে অভিযোগ দায়ের করার পদ্ধতি ও প্রতিকার নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করা হয়েছে । ক্রেতা দপ্তরের অ্যাসিস্ট্যান্ট ডাইরেক্টর বিধানচন্দ্র ঘরামি জানান, আগামী প্রজন্মকে সচেতনতার পাঠ দিতে এই সেমিনারের আয়োজন।

মৌন মিছিল : কাশ্মীরে হত্যালীলার প্রতিবাদে বুধবার সন্ধ্যায় রায়গঞ্জে মৌন মিছিল করল বিজেপি। উপস্থিত ছিলেন জেলা সভাপতি নিমাই কবিরাজ প্রমুখ।

অ্যাফিডেভিট

আমি Enaul Sk S/o Humayun Ali সাং- মাসুমচক, পোঃ- মেহেরাপুর, থানা- মোথাবাড়ি, জেলা- মালদা। আমার মেয়ের জন্ম প্রমাণপত্রে (Reg- 5029, Dt- 18/04/2013) মেয়ের নাম ভুল থাকায় গত 20/09/2024 তারিখ মালদা ১ম শ্রেণির J.M কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে Mst. Ahashana Parvin থেকে Ahasana Parvin করা হইল।

(M-114076)

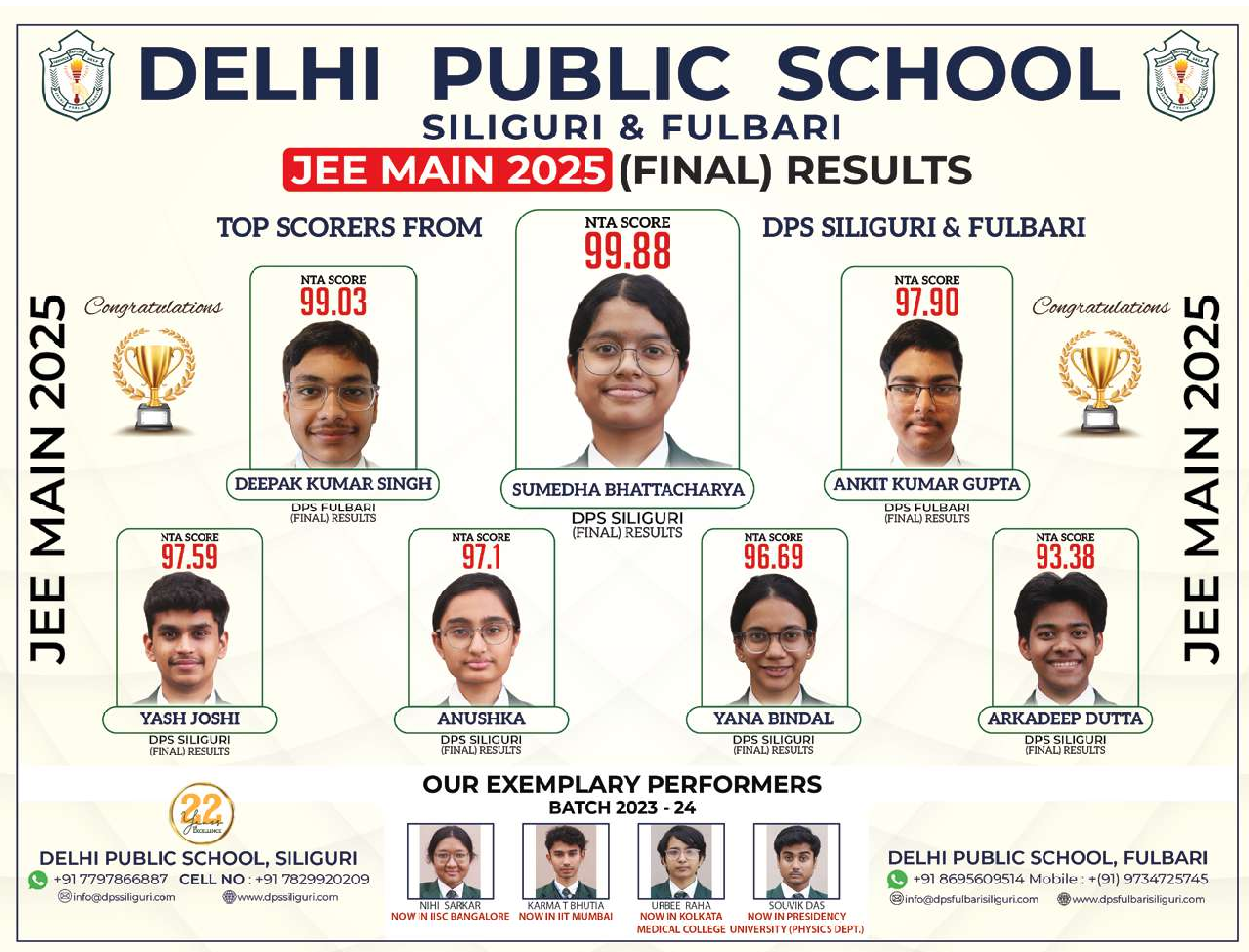

সূর্য ডোবার পালা আসে যদি আসুক বেশ তো...। বুধবার বালুরঘাটে। - মাজিদুর সরদার

শ্রমিকের ঝুলন্ত দেহ বাড়িতে

বালুরঘাট, ২৩ এপ্রিল : পেশায় শ্রমিক এক বৃদ্ধের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হল বালুরঘাট ব্লকের অমৃতখণ্ড পঞ্চায়েতের মালঞ্চা শতখণ্ডে। মৃতের নাম দীনেশ বর্মন (৬১)। মঙ্গলবার ঘটনার সময় বাড়িতে কেউ ছিলেন না। পরে বাড়ির সদস্যরা দীনেশবাবুকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বালুরঘাট থানার পুলিশ। বুধবার পুলিশ দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য জেলা হাসপাতালে পাঠায়।

মৃতের ছেলে বিপ্লব বর্মন বলেন, 'মঙ্গলবার বাবা বাড়িতে একাই ছিল। কিছু পরে বিষয়টি আমরা জানতে পারি। কী কারণে এমন ঘটনা ঘটল, কিছুই বুঝতে পারছি না।'

নয়ানজুলিতে ট্র্যাক্টর

হরিশ্চন্দ্রপুর, ২৩ এপ্রিল : হরিশ্চন্দ্রপুর ভালুকা রোডে দৌলতপুর নতুনপাড়া এলাকায় মঙ্গলবার রাতে বেপরোয়া গতিতে থাকা একটি ট্র্যাক্টর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নয়ানজুলিতে উলটে যায়। যদিও এই ঘটনায় কেউ আহত হয়নি।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার রাত বারোটা নাগাদ তুলসীহাটা-ভালুকা রাজ্য সড়ক ধরে ভালুকা অভিমুখে দ্রুত গতিতে একটি ট্র্যাক্টর যাচ্ছিল। ওই সময় দৌলতপুর নতুনপাড়া এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ট্র্যাক্টরটি নয়ানজুলিতে উলটে পড়ে যায়। স্থানীয়রা ছুটে এসে ট্র্যাক্টরের ড্রাইভারকে উদ্ধার করেন। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, রাত বাড়লে এই রাস্তা দিয়ে বেপরোয়া যান চলাচলের জন্য দুর্ঘটনা বাড়ছে।

স্টোররুমে আগুন

ইটাহার, ২৩ এপ্রিল : আচমকা অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় মঙ্গলবার রাতে চাঞ্চল্য ছড়াল সদর ইটাহারের জয় কালীবাড়ি এলাকায়। ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে একটি সরকারি কুরিয়ার সংস্থার স্টোররুমে আগুন লাগে। কুরিয়ার সার্ভিসের উদ্দেশ্যে ওই ঘরে মজুত করে রাখা প্রচুর সামগ্রী ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে বলে অভিযোগ। খবর পেয়ে রায়গঞ্জ থেকে দমকলের একটি ইঞ্জিন এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। যদিও কীভাবে ওই ঘরে আগুন লাগল তা স্পষ্ট নয়। প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে, বিদ্যুতের শর্টসার্কিট থেকে আগুন লেগে থাকতে পারে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ও দমকল দপ্তর।

প্রহৃত চালক

বালুরঘাট, ২৩ এপ্রিল : ট্র্যাক্টর মালিক ভগীরথ বর্মনের ট্র্যাক্টর চালাতেন বালুরঘাট ব্লকের খিদিরপুর এলাকার পরেশ বর্মন। ভগীরথকে না জানিয়ে পরেশ অন্যত্র কাজে নিযুক্ত হন। এর জেরে ভগীরথের সঙ্গে পরেশের গণ্ডগোল বাধে। অভিযোগ, পরেশকে বেধড়ক মারধর করেন ভগীরথ। মারধরের জেরে পরেশ বর্তমানে বালুরঘাট হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ভগীরথের বিরুদ্ধে মারধরের অভিযোগ তুলে বালুরঘাট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন পরেশের স্ত্রী ববি বর্মন। অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বালুরঘাট থানার পুলিশ।

নিখোঁজ কিশোর

বালুরঘাট, ২৩ এপ্রিল : বছর পনেরোর এক কিশোরের নিখোঁজ হওয়ার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে বালুরঘাট শহরের চকভৃগু শিমুলতলি এলাকায়। মঙ্গলবার দুপুরে সাইকেল নিয়ে বের হওয়ার পর থেকে তার আর কোনও খোঁজ মিলছে না। বুধবার ছেলেকে ফিরে পেতে বালুরঘাট থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন নিখোঁজ কিশোরের মা বিউটি বর্মন। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্তে নেমেছে।

বন্যায় ভাঙা রাস্তায় বিপদ বামনগোলায়

স্বপনকুমার চক্রবর্তী

বামনগোলা, ২৩ এপ্রিল : তীব্র গরমের মধ্যে সোমবার রাতে কালবৈশাখীর মেঘের গর্জন শুনে দিশেহারা হয়ে পড়েন বামনগোলার সীমান্তবর্তী কয়েকটি গ্রামের মানুষজন। তাঁদের দুশ্চিন্তা একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ রাস্তা নিয়ে। গত বন্যায় রাস্তার মাঝের অংশ ভেঙে যায়। শুখা মরশুমে কোনওমতে কষ্ট করে যাওয়া-আসা করা যাচ্ছে। কিন্তু বৃষ্টি নামলে জল জমে ভাঙা রাস্তা কাদা কাদা হয়ে দুর্ভোগ আরও বাড়াবে। কর্দমাক্ত হয়ে দুর্ভোগ আরও বাড়াবে। যদিও শেষপর্যন্ত বৃষ্টি হয়নি।

গত বছর হাড়িয়া নদীর বন্যায় জলের তোরে ভেঙে যায় ছোটপাতারি নদীর তীর থেকে বটতলি যাওয়ার রাস্তার মাঝের অংশ। স্বাভাবিকভাবেই বিপাকে পড়েন বটতলি, বোকাদহ, রাঙামাটি, খুটাদহ, ভুলকিমারি, রাঙামাটিয়া, নন্দিনাদহ সহ বিভিন্ন গ্রামের কয়েক হাজার মানুষ। প্রতিদিন যাওয়া-আসা করতে, গাড়ি চলাচলে সমস্যা তৈরি হয়। মাটি কেটে চলাচলের জন্য কিছুটা ব্যবস্থা হলেও তা অস্থায়ী। বর্ষা এলে কী হবে, ভেবেই দিশেহারা মানুষজন। তবে প্রশাসন সূত্রে খবর, যেহেতু নদীর জলস্ফীতির কারণে রাস্তার ক্ষতি হয়েছে, তাই সেচ দপ্তরকে জানানো হয়েছে। শীঘ্রই কাজ হবে।

হাড়িয়া নদীর জলের তোড়ে ভেঙে গিয়েছে রাস্তা।

কিছুদিন আগে সেচ দপ্তর এবং ব্লক প্রশাসন যৌথভাবে রাস্তার অবস্থা খতিয়ে দেখেছিলেন। ছিলেন সেচ দপ্তরের এসডিও, এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, বামনগোলার বিডিও মনোজিৎ রায়, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পারুল কুঁজুর, সহ সভাপতি সুনীল বর্মন, পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ ফাইজুদ্দিন সরকার এবং জেলা পরিষদের সদস্য অশোক সরকার প্রমুখ। একটি স্থায়ী কালভার্ট তৈরি করে তার উপর দিয়ে রাস্তা তৈরির পরামর্শ দেওয়া হয়। কালভার্টের প্রয়োজনীয়তার কথা মেনে নিয়েছিলেন সকলেই। কিন্তু তারপরও রাস্তা নির্মাণ নিয়ে এলাকার মানুষ সংশয়ে রয়েছেন। কারণ, সামনেই বর্ষা।

রাস্তার নির্মাণ প্রসঙ্গে বামনগোলার বিডিও মনোজিৎ রায় বলেন, 'রাস্তা ভেঙে যাওয়ার কারণ, যেহেতু নদীর বন্যার জল। তাই সেচ দপ্তরকে বিষয়টি জানানো হয়েছিল। সেচ দপ্তরের কর্তারা এলাকা পরিদর্শন করেন। সিদ্ধান্ত হয়, ভাঙা অংশে একটি কালভার্ট তৈরি করা হবে। ভবিষ্যতে জলের তোড়ে রাস্তা ভেঙে যাওয়ার সমস্যা থাকবে না। টেন্ডার প্রক্রিয়া চলছে। শীঘ্রই কাজ শুরু হবে।'

ব্যস্ত নয়াদিল্লি

প্রথম পাতার পর

নয়াদিল্লিতে ফেরার পরেই জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভালের সঙ্গে বৈঠক করেন মোদি। আলোচনা করেন বিদেশমন্ত্রী জয়শংকরের সঙ্গেও। তাছাড়া রাজনাথও এদিন আলাদা করে দোভালের একটি বৈঠক করেন। ওই বৈঠকে ছিলেন বায়ুসেনার এয়ার চিফ মার্শাল এপি সিং সহ অন্য আধিকারিকরা। সব বৈঠকেরই মূল আলোচ্য ছিল পহলগাম হামলা। বৈঠকের পরে রাজনাথ এক বিবৃতিতে জানান, শুধু হত্যাকারীদেরই নয়, পিছন থেকে যারা ষড়যন্ত্র করেছে, তাদেরও জবাব দেওয়া হবে। তাঁর কথায়, 'আমি দেশবাসীকে আশ্বস্ত করতে চাই যে, সরকার প্রয়োজনীয় সব পদক্ষেপ করবে। আমরা শুধুমাত্র এই হামলার অপরাধীদেরই নয়, পর্দার আড়ালে থেকে যারা ষড়যন্ত্র করেছে, তাদের বিরুদ্ধেও পদক্ষেপ করব। যারা এই ঘটনা ঘটিয়েছে, তারা শীঘ্রই এর জোরালো এবং স্পষ্ট প্রতিক্রিয়া দেখতে পাবে।'

শা বুধবার বিকেলে জম্মু ও কাশ্মীর থেকে ফেরেন। তার আগে তিনি ঘটনাস্থল পরিদর্শনের পাশাপাশি স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গেও কথা বলেন। তিনি তাঁদের ভরসা দেন, এই নৃশংস জঙ্গি হামলায় দোষীরা কেউ রেহাই পাবে না।

পহলগামে জঙ্গিহানায় ২৬ জনের মৃত্যুর ঘটনাকে 'ভারত রাষ্ট্রের ওপর আঘাত' বলে চিহ্নিত করেছে কংগ্রেস। দলের সর্বভারতীয় সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে বুধবার বলেন, 'এখন রাজনৈতিক ঐক্যের সময়। গোটা জাতি যখন শোকস্তব্ধ, তখন কারও ব্যর্থতা চিহ্নিত করার চেষ্টা উচিত নয়। এই পরিস্থিতিতে কেন্দ্রের উচিত সর্বদল বৈঠক ডেকে বিষয়টি পর্যালোচনা করা।'

উপত্যকা আর নিরাপদ নয় বুঝে ইতিমধ্যে কাশ্মীর ছাড়ছেন দেশি-বিদেশি পর্যটকরা। ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, পহলগামে জঙ্গি হামলার পর পর্যটকরা মোভেরা ছেড়ে শ্রীনগরের উদ্দেশে রওনা হয়েছেন। যানজট তৈরি হয়েছে রাস্তায়। পর্যটকদের একাংশ জানিয়েছেন, পহলগামে জঙ্গিহানার কারণে তাঁরা ভয় পেয়েছেন। নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। সেই কারণেই তড়িঘড়ি কাশ্মীর ছাড়ছেন তাঁরা। কাশ্মীরে ঘুরতে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন, এমন অনেকেও উদ্ভূত পরিস্থিতিতে হোটেল বুকিং বাতিল করেছেন বলে খবর। দিল্লির পর্যটক সমীর ভরদ্বাজ বলেন, 'আমরা গত তিনদিন ধরে এখানে রয়েছি। আমাদের পহলগামে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু আমরা দিল্লি ফিরে যাচ্ছি। পরে সুযোগ পেলে আবার আসব।' যাঁদের এপ্রিলের শেষ ও মে মাসে যাওয়ার কথা ছিল, তাঁরাও বুকিং বাতিল করে বিকল্প হিসাবে হিমাচল বা অন্য কোনও পাহাড়ি পরিবেশে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন ট্যুর অপারেটরদের।

ইটাহারে ধৃত তিন ডাকাত

ইটাহার, ২৩ এপ্রিল : গোপনসূত্রে খবর পেয়ে ডাকাতির উদ্দেশ্যে জড়ো হওয়া তিন দুষ্কৃতীকে পাকড়াও করল ইটাহার থানার পুলিশ। ধৃতদের নাম শাজাহান আলি, লক্ষ্মণ রবিদাস ও রব্বুল আলম। তিনজনেরই বাড়ি ইটাহার থানা এলাকায়। তাদের কাছ থেকে একটি শাবল, দুটি ধারালো অস্ত্র ও একটি টর্চ উদ্ধার করেছে পুলিশ। বুধবার ধৃতদের রায়গঞ্জ জেলা আদালতে তোলা হয়।

মঙ্গলবার গভীর রাতে পুলিশের কাছে গোপন সূত্রে খবর আসে, ইটাহারের সুলিয়াপাড়ার কাছে ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে একটি আমবাগানে ৭-৮ জন সন্দেহভাজন জমায়েত হয়েছে। খবর পাওয়া মাত্র সাব-ইনস্পেকটর শুভম সাহার নেতৃত্বে ওই আমবাগানে হানা দেয় পুলিশ। পুলিশ দেখে পালাতে শুরু করে দুষ্কৃতীরা। পুলিশ ধাওয়া করে তিন দুষ্কৃতীকে হাতেনাতে ধরে ফেলে। বাকিরা অবশ্য পালিয়ে যায়।

ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ জানতে পেরেছে, মঙ্গলবার রাতেই ইটাহারের চৌরাস্তা বাজার এলাকায় ডাকাতি চালানোর পরিকল্পনা ছিল দুষ্কৃতীদের। ইটাহার থানার আইসি সুকুমার ঘোষ জানিয়েছেন, 'পলাতক দুষ্কৃতীদের খোঁজে তল্লাশি চালানো হচ্ছে।'

তালিকা স্কুলে, তবুও অবস্থান

প্রথম পাতার পর

রাজ্য সরকার রিভিউ পিটিশনের ক্ষেত্রে যেসব ব্যবস্থা গ্রহণ করবে, তার সবটাই আন্দোলনকারীদের সামনে পেশ করতে হবে। চতুর্থত, নিয়োগের জন্য কোনও পরীক্ষা নেওয়া যাবে না। চাকরিহারাদের তরফ থেকে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়, ২৬ হাজার চাকরি বাতিল সংক্রান্ত আদালত অবমাননার মামলায় হাইকোর্টে উপস্থিত থেকে চেয়ারম্যানকে স্বচ্ছভাবে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করতে হবে।

বুধবার আন্দোলনকারীরা বলেন, 'আমাদের দাবি ছিল যোগ্য-অযোগ্য তালিকা প্রকাশ করতে হবে। তবে শিক্ষামন্ত্রী জানিয়েছেন, সেই তালিকা প্রকাশ এখন সম্ভব নয়। এই বিষয়টা আমরা শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গেই বুঝে নেব। ২২ লক্ষ ওএমআর শিট প্রকাশ করতেই হবে।' দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার চাকরিহারা শিক্ষক সুখদেব মণ্ডল বলেন, 'প্রায় চোরের মতোই আমাদের সামনে থেকে বেরিয়ে গেলেন চেয়ারম্যান। তবে আমরা কেউ ছেড়ে কথা বলব না।'

সোমবার দুপুরে সল্টলেকের এসএসসি অফিসের আচার্য সদনে ঢুকেছিলেন সিদ্ধার্থ মজুমদার। তিনি প্রথম রাত কাটিয়েছেন শুধু বিস্কুট ও মিনারেল ওয়াটার খেয়ে। মঙ্গলবার সকালে শুধুমাত্র নুন চিনির জল দিয়েই প্রাতরাশ সেরেছেন। সোমবার রাত থেকেই আচার্য সদনের ভিতরে কোনও খাবার প্রবেশ করতে দেননি বিক্ষোভকারীরা। পরে বিধাননগর পুলিশ কমিশনার ডিসি অনীশ সরকার চাকরিহারাদেরকে অনুরোধ করলে তাঁরা মানবাধিকারের বিষয় মাথায় রেখে ভবনের ভিতর খাবার এবং ওষুধ প্রবেশে আপত্তি করেননি।

ডিআই অফিসে পাঠানো যোগ্যদের তালিকা ইতিমধ্যেই প্রতিটি স্কুলের প্রধানদের কাছে পৌঁছে গিয়েছে। চাকরিহারা শিক্ষকদের একাংশ জানিয়েছেন, 'আমাদের কাছে স্কুল থেকে ই-মেল এসে গিয়েছে। তবে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত অস্থায়ী কাজ আমরা চাই না। এসএসসির কাছ থেকে আমাদের চাকরির স্থায়িত্বের নিশ্চয়তা দাবি করছি। যতক্ষণ না তা পাব ততক্ষণ আমরা স্কুলে ফিরব না। আন্দোলনও চালিয়ে যাব।' মালদহের 'ভুনা আদিবাসী হাইস্কুল'-এর শিক্ষক সুব্রত দাস বলেন, 'আমাদের কাছে স্কুল থেকে এখনও কোনও নোটিশ আসেনি।' স্কুলে ফেরা নিয়ে বুধবার রাত পর্যন্ত অনিশ্চয়তায় চাকরিহারা শিক্ষকরা।

মৃতদেহ সংরক্ষণকেন্দ্র গড়তে উদ্যোগ

রায়গঞ্জ, ২৩ এপ্রিল : মৃতদেহ সংরক্ষণকেন্দ্র গড়তে উদ্যোগ নিল রায়গঞ্জ পুরসভা। এরজন্য খরমুজাঘাট শ্মশানে কুলার বসানোর পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। আপাতত পুরসভা সেখানে চার থেকে ছয়টি ঠান্ডা মেশিন বসানোর চিন্তাভাবনা করছে।

পুরসভার চেয়ারপার্সন সন্দীপ বিশ্বাস জানান, 'এই প্রকল্প নির্মাণের জন্য সরকারের কাছে আবেদন জানানো হবে । আশা করি দ্রুত পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হবে।'

প্রসঙ্গত রায়গঞ্জ মেডিকেলের মর্গে মৃতদেহ রাখা হলেও বাইরের দেহ রাখার ক্ষেত্রে কড়াকড়ি রয়েছে। বেসরকারি মর্গে দেহ রাখতে মোটা টাকা গুনতে হয় পরিবারকে। পুরসভার উদ্যোগে মৃতদেহ সংরক্ষণকেন্দ্র গড়ে উঠলে এই সমস্যা দূর হবে।

সমাজকর্মী সুব্রত সরকার বলেন,'পুরসভা ভালো উদ্যোগ নিয়েছে। মানুষের ভীষণ উপকার হবে। রায়গঞ্জের বেশ কিছু পরিবারের ছেলেমেয়েরা ভিনরাজ্যে, এমনকি ভিনদেশেও থাকেন। পরিবারের কেউ মারা গেলে রায়গঞ্জে এসে পৌঁছতে কয়েকদিন লেগে যায়। মৃতদেহ সংরক্ষণকেন্দ্র হলে সুবিধা হবে।'

এই প্রসঙ্গে সমাজকর্মী নিবেদিতা ভট্টাচার্য বলেন, 'প্রিয়জনকে শেষবারের মতো দেখার জন্য দেহ ফ্রিজে রাখতে হয়। রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজের মর্গের ফ্রিজে দেহ রাখতে সমস্যায় পড়েন অনেকে। পুরসভার এই উদ্যোগ প্রশংসনীয়।'

জলজ্যান্ত মানুষটা আর নেই

প্রথম পাতার পর

পরিস্থিতি ছিল না। সকলেই একটা ট্রমার মধ্যে ছিলেন। আতঙ্ক ওঁদের সকলকেই গ্রাস করেছিল। আতঙ্কে যেন কান্নাও থেমে গিয়েছিল। ওই পরিবারটার দিকে তাকাতে পারছিলাম না।

আমাদের হোটেলটা ডাল লেক থেকে প্রায় ৩ কিলোমিটার দূরে। মালদার বাড়ি থেকে বেরোনোর আগে ভেবেছিলাম, ডাল লেকটা ঘুরব। শিকারায় উঠব। কিন্তু গতকালের ঘটনার পর ঘুরতে যাওয়ার কথা এখন কল্পনাও করতে পারছি না।

আজ পহলগামে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে সব বাতিল করে দিয়েছি। ফ্লাইটের টিকিটটা রিশিডিউল করছি। এজেন্ট বলছে, কোনও চার্জটার্জ নেবে না। রিশিডিউল করে দেবে। শুক্রবার যাওয়ার টিকিটটা কনফার্ম হলে ভালো। কী থেকে যে কী হয়ে গেল! এখন দেখি কী হয়!

ঘটনার পর থেকেই এখানকার রাস্তাঘাট শুনসান হয়ে যায়। শ্রীনগরে আজও সব বন্ধ। দোকানপাট সবকিছুই বন্ধ। সকলেই এখন হোটেলবন্দি। এখানে এমনিতেই রাস্তায় প্রচুর নিরাপত্তাবাহিনী থাকে। এখন তো আরও কড়াকড়ি দেখছি। আমাদের হোটেলের সামনেই সাঁজোয়া গাড়ি দাঁড়িয়ে। রাস্তায় সামান্য কয়েকটা গাড়ি অবশ্য চলছে। আজকের দিনটা হোটেলে বসেই কাটিয়ে দিলাম পুরো।

তবে ওই পরিবারটা এখন কোথায়, তা নিয়ে আর কেউ মুখ খুলছে না। আমরাও খুব একটা কারও সঙ্গে কথা বলিনি। এখানকার হোটেলের লোকগুলোও যে খুব উদ্বেগে রয়েছেন, স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। কারণ ওঁরা বুঝতে পারছেন, যা অবস্থা তাতে এখনই কেউ আর কাশ্মীরমুখো হবেন না। মোটামুটি যাঁরাই বেড়াতে এসেছিলেন, তাঁরা সকলেই ট্যুর ক্যানসেল করে ফিরতে চাইছেন। আমরা, পর্যটকরা এখন কাশ্মীর ছাড়তে পারলে বাঁচি।

তবে এখানকার লোকজন খুব হেল্পফুল। পর্যটক হিসাবে হোটেলে কোনও অসুবিধা হয়নি আমাদের। ঘুরতে বেরিয়েও তেমন কোনও সমস্যা হয়নি। আসলে পর্যটন ব্যবসাটাই তো এখানে মূল। তাই আমাদের আপ্যায়নটা ভালোই করেছে। কিন্তু এমন অবস্থা যে হবে, তা তো কেউ কল্পনা করতে পারেনি!

অনুলিখন : শুভদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

৪ কোটি টাকার মাদক পাচার করতে গিয়ে ধৃত

পরাগ মজুমদার

ভগবানগোলা, ২৩ এপ্রিল : হাজারো বিধিনিষেধের পরেও বদলাচ্ছেন স্বভাব। অল্প সময়ে বড়লোক হওয়ার হাতছানিতে সাড়া দিয়ে মাদক পাচারে হাত ক্রমশ সিদ্ধহস্ত হয়ে উঠছে মুর্শিদাবাদের সীমান্ত এলাকার একদল তরুণ। যদিও তৎপর পুলিশ। পুলিশের সেই তৎপরতায় জেলার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত ঘেঁষা ভগবানগোলার চরবাবুপুর পূর্বপাড়া এলাকা থেকে কয়েক কোটি টাকার উন্নতমানের মাদক হিরোইন ও ইয়াবা ট্যাবলেট সহ এক পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হল পুলিশ।

বুধবার গোপনসূত্রে খবর পেয়ে ওই চরবাবুপুর গ্রামে ওসি বিশ্বজিৎ হালদারের নেতৃত্বে একটি দল ফাঁদ পাতেন। তারপরেই মেলে সাফল্য। সন্দেহভাজন অবস্থায় এক ব্যক্তিকে দেখে প্রথমে আটক করে তাঁকে তল্লাশি করতেই চোখ ছানাবড়া পুলিশের। তার কাছে থাকা ব্যাগ থেকে উদ্ধার হয় প্রায় ৩ কোটি টাকারও অধিক ৩.৫ কেজি হেরোইন সহ ৩০ হাজার নিষিদ্ধ ট্যাবলেট। ধৃতের নাম সন্তু শেখ। সব মিলিয়ে মূল্য আনুমানিক প্রায় ৪ কোটি টাকা। এই ব্যাপারে ভগবানগোলার এসডিপিও উত্তম গড়াই বলেন, 'পুলিশের কাছে আগাম সোর্স মারফত খবর ছিল যে সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে মাদক দ্রব্য বিপুল পরিমাণে পাচারের ছক করা হয়েছে। সেই মতো পুলিশ হাতেনাতে একজনকে ধরে। তার সঙ্গে থাকা অন্যরা পালিয়ে গেলেও বাকিদের খোঁজে চিরুনি তল্লাশি শুরু হয়েছে। এই কারবারের সঙ্গে যুক্ত আরও কয়েকজনের নাম উঠে এসেছে। তদন্তের স্বার্থে এখনই তাদের পরিচয় জানানো সম্ভব নয়।'

> পুলিশের কাছে আগাম সোর্স মারফত খবর ছিল যে সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে মাদকদ্রব্য বিপুল পরিমাণে পাচারের ছক করা হয়েছে। সেইমতো পুলিশ হাতেনাতে একজনকে ধরে। তার সঙ্গে থাকা অন্যরা পালিয়ে গেলেও বাকিদের খোঁজে চিরুনি তল্লাশি শুরু হয়েছে।
>
> **উত্তম গড়াই**, এসডিপিও ভগবানগোলা

ধৃতের বাড়ি ভগবানগোলার চর বিনপাড়ায়। প্রাথমিক জেরায় জানা যায়, ধৃত আগে থেকেই মাদক কারবারের সঙ্গে যুক্ত। ধৃতের বিরুদ্ধে পুলিশের তরফ থেকে এনডিপিএস আইনের মামলা রুজু করে ৭দিনের পুলিশ হেপাজত চেয়ে আদালতে পেশ করা হয়। আদালত ২৯ এপ্রিল পর্যন্ত পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন।

সুপোষিত পঞ্চায়েত প্রকল্পে নজির তুলসীহাটার

হরিশ্চন্দ্রপুর, ২৩ এপ্রিল : সুসংহত শিশুবিকাশ কর্মসূচির অন্তর্গত সুপোষিত গ্রাম পঞ্চায়েত প্রকল্পে জায়গা করে নিল তুলসীহাটা গ্রাম পঞ্চায়েত। সারা রাজ্যের ১৭টি এধরনের গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে মালদা জেলার একমাত্র গ্রাম পঞ্চায়েত হিসেবে নজর কাড়ল তুলসীহাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩৭টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র। মঙ্গলবার বিকেলে এই কেন্দ্রগুলি সরেজমিনে খতিয়ে দেখলেন কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিদল। প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, এ দিন কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিদলের সদস্যরা প্রথমে যান কামারতা অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে। এই কেন্দ্রে ঠিকঠাক পুষ্টিযুক্ত খাওয়ার দেওয়া হচ্ছে কি না, গর্ভবতী থাকাকালীন নিয়মিত শারীরিক পরীক্ষা ও টিকাকরণ হয়েছে কি না,

হরিশ্চন্দ্রপুর

সাধভক্ষণ কর্মসূচি করা হয়েছে কি না সেব্যাপারে খোঁজ নেন। এরপরে যান ওই গ্রাম পঞ্চায়েতের শকতল উত্তর অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে। সেখানে গিয়েও শিশুদের ওজন ও উচ্চতার মাপ নেন তাঁরা।

এ প্রসঙ্গে হরিশ্চন্দ্রপুর এক নম্বর ব্লকের সুসংহত শিশুবিকাশ প্রকল্প আধিকারিক আব্দুস সাত্তার বলেন, 'উত্তরবঙ্গের সাতটি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে তুলসীহাটা গ্রাম পঞ্চায়েত 'অপুষ্টিবিহীন গ্রাম পঞ্চায়েত' হিসেবে চিহ্নিত করেছে কেন্দ্রীয় দল। ওই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিতে বাস্তবে সুপোষিত অভিযান ঠিকঠাক চলছে কিনা তা যাচাই করতেই দুই সদস্যের কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিদল এসেছিল। এই পঞ্চায়েতের দুটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র পরিদর্শন করে তাঁরা সন্তুষ্ট।'

সীমান্তে আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার বিএসএফের

কালিয়াচক, ২৩ এপ্রিল : ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে বিএসএফের ১১৯ নম্বর ব্যাটালিয়নের আউটপোস্ট নওদা বিওপিতে পাহারারত জওয়ানরা বিপুল সংখ্যক আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারে সাফল্য পেল। ৩টি পিস্তল, ৬টি ম্যাগাজিন এবং ১৩ রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধার হয়েছে।

মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭টা নাগাদ সীমান্ত এলাকায় দুই ব্যক্তিকে ঘোরাঘুরি করতে দেখে পাহারারত জওয়ানরা। তাদের সন্দেহজনক কার্যকলাপ দেখে জওয়ানরা সেই সময় অন্য জওয়ানদের সতর্ক করে এবং ওই দুই ব্যক্তির দিকে দৌড়ে যায়। জওয়ানদের আসতে দেখে ওই দুই ব্যক্তি অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে পালিয়ে যায়। এরপরই ওই এলাকায় তীব্র তল্লাশি অভিযান চালানো হয়। তল্লাশির সময় ঘটনাস্থল থেকে একটি ব্যাগ পাওয়া যায়। ব্যাগে তল্লাশি চালিয়ে আগ্নেয়াস্ত্রগুলি উদ্ধার হয়। সেগুলি পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। বিএসএফের দক্ষিণবঙ্গ সীমান্তের জনসংযোগ কর্মকর্তা বলেন, 'নওদা বিওপির সতর্ক জওয়ানরা পাচারকারীদের ব্যর্থ করে, প্রচুর আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করেছে। পাচারচক্রের সঙ্গে জড়িতদের খুঁজে বের করতে তদন্ত শুরু করা হয়েছে।'

শ্রীনগরের পথঘাট নিস্তব্ধ

প্রথম পাতার পর

অসুবিধায় না পড়েন সেজন্য ট্যাক্সি ইউনিয়ন এদিন ফ্রি সার্ভিসের ব্যবস্থা করেছিল। ফ্রি সার্ভিস না হলেও অটোচালকরাও এদিন পর্যটকদের কথা মাথায় রেখেই রাস্তায় ছিলেন। বনধে শ্রীনগরের ব্যস্ততম লালচকও ছিল শুনসান। এদিন বেলা সাড়ে বারোটা নাগাদ যাত্রীদের অপেক্ষায় লালচক ঘড়ি মোড়ে বসে থাকা দুই অটোচালক রামবাগের বাসিন্দা নাসির খান এবং জাহাঙ্গির চকের বেলাল দারের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। পহলগামের ঘটনার প্রসঙ্গ তুলতেই দুজনের সম্মিলিত প্রতিক্রিয়া, 'সত্যনাস হো গয়া'। ঘটনাস্থল থেকে অনেক দূরে থাকায় কী হয়েছে তা সঠিকভাবে বলতে না পারলেও বেলাল দারের কথায়, 'শুনেছি যেখানে জঙ্গি হামলা হয়েছে সেখানে সেনাবাহিনীর কড়া নিরাপত্তা রয়েছে। রয়েছে মিলিটারি ক্যাম্প। তা সত্ত্বেও কীভাবে এই ঘটনা ঘটল তা তারাই বলতে পারবে। তবে আমাদের জীবিকার যে সমস্যা তৈরি হল তা স্বাভাবিক হতে যে কত সময় লাগবে কে জানে।'

নাসির খানের পাঁচ সদস্যের সংসার চলে অটো চালিয়ে। নাসির খানের কথায়, অটো পরিষেবা পর্যটকদের ওপর অনেকটাই নির্ভরশীল। প্রতিদিন গড়ে তিন হাজার টাকা আয় হয় অথচ বুধবার বিকেল পর্যন্ত আয় হয়েছে মাত্র ৩০০ টাকা। শ্রীনগরের অন্যতম ব্যস্ত বাজার গনিখান মার্কেট। শুধুমাত্র খাবারের দোকান এবং ওষুধের দোকান ছাড়া কয়েকশো দোকানের শাটার এদিন নামানো ছিল। দুপুর দুটো নাগাদ রাস্তার ওপরেই ক্রিকেট খেলতে ব্যস্ত কিছু কিশোর। রাস্তার পাশে নিজের খুচরো ওষুধের দোকান খুলে ক্রেতার অপেক্ষায় খুরশিদ ওয়ানি। ২০ বছরের ওপর ওষুধের ব্যবসা খুরশিদের। খুরশিদ বলেন, 'কাশ্মীরের সাধারণ মানুষ এই অশান্তি চায় না। তা সত্ত্বেও বারবার অশান্ত হয় এই উপত্যকা। যার খেসারত দিতে হয় সাধারণ মানুষকে, এর উত্তর আমরা চাই।'

এদিনের বনধ নিয়ে শ্রীনগরের বাসিন্দা তরুণ আদিল ইমতিয়াজ বলেন, 'আমরা জানি প্যালেস্তাইনের ওপর হামলার ঘটনার প্রতীকী প্রতিবাদ করে যেমন কোনও ফল হয় না, ঠিক এই ঘটনারও কোনও ফল হবে বলে আমি মনে করি না।'

লরির ধাক্কায় মৃত

প্রথম পাতার পর

বাইক থেকে ছিটকে পড়ে দেবাংশী। লরির চাকা পিষে দেয় তাকে। গুরুতর জখম হন বাবাও।

সংঘর্ষের আওয়াজ পেয়ে ছুটে আসেন স্থানীয় মানুষজন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ট্রাফিক ও গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ। আহতদের উদ্ধার করে গঙ্গারামপুর সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে আসলে চিকিৎসকরা শিশুটিকে মৃত বলে জানান। আহত বাবা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। পুলিশ দুর্ঘটনাগ্রস্ত লরিটিকে আটক করেছে। ঘটনার পর গঙ্গারামপুর-তপন রুটে যান চলাচল অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। যদিও পরে পুলিশের তৎপরতায় পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।

মৃত শিশুর জেঠু সুধাংশু মণ্ডল বলেন, 'কখনও আমি আবার কখনও আমার ভাই মোটরবাইকে করে মেয়েটিকে স্কুলে দিয়ে আসতাম। আজকে স্কুল ছুটির পর আমার ভাইয়ের মোটরবাইকে ভাইজি বাড়ি ফিরছিল। বাড়িতে পৌঁছানোর আগেই দুর্গাপুর শ্মশান এলাকায় একটি লরি ভাইয়ের মোটরবাইকে ধাক্কা মারলে ভাইজির মৃত্যু হয়।'

দেবাংশীর আত্মীয় সুজয় দাস বলেন, 'আমাদের পাড়াতে আমার ছেলে ও ভাগ্নি পড়ত। স্কুল ছুটি হলে মাঝেমধ্যে আমাদের বাড়িতেও থাকত। ভাগ্নি আজকেও আমাদের বাড়িতে থাকতে চেয়েছিল। কিন্তু পরে ওর বাবার সঙ্গে বাড়িতে চলে যায়। বাড়ি ফেরার সময় এমন ঘটবে ভাবতে পারছি না।'

প্রত্যক্ষদর্শী প্রণব সরকার বলেন, 'দোকানে বসেছিলাম। এমন সময় একটি আওয়াজ শুনতে পাই। ছুটে গিয়ে দেখছি লরির ধাক্কায় মৃত্যু হয়েছে শিশুর। এমন ঘটনায় আমরা শোকাহত।'

পড়ুয়ার গুলিবিদ্ধ দেহ

প্রথম পাতার পর

চেষ্টা করে কয়েকজন দুষ্কৃতী। ওই পাচারকারীদের সঙ্গেই ছিল শুভঙ্কর ঘোষ। সেই সময়ই পাহারারত বিএসএফ জওয়ানরা পাচারকারীদের দেখতে পাওয়ার পরেই দুষ্কৃতীদের সতর্ক করেন। কিন্তু বিএসএফের নিষেধাজ্ঞা পাত্তা না দিয়ে কাপ সিরাপ পাচার করার জন্য মরিয়া প্রচেষ্টা চালায় পাচারকারীরা। এমনকি বিএসএফের ওপরেও হামলা চালায় বলে অভিযোগ। তারপরেই আত্মরক্ষার জন্য বিএসএফ গুলি চালায়। গুলি লাগে শুভঙ্করের বুকের ডানদিকে। ঘটনাস্থলে লুটিয়ে পড়ে সে। পাচারকারীরা দেহ লোপাটের চেষ্টা করলেও ব্যর্থ হয়। অবশেষে ওই তরুণের দেহ ফেলে ছেড়ে পালিয়ে যায়। বুধবার সকালে মানুষজন রক্তাক্ত অবস্থায় মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখে পরিবারকে খবর দেয়।

মৃতের বাবা প্রবীর ঘোষের দাবি, 'আমার ছেলে আবাসিক মিশনে দ্বাদশ শ্রেণিতে লেখাপড়া করে। কয়েকদিন আগেই বাড়ি থেকে মিশনে চলে গিয়েছিল। সকালে এলাকার মানুষজন বাড়িতে খবর দেন আমার ছেলে নাকি রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। গিয়ে দেখি ছেলের নিথর দেহ পড়ে রয়েছে। কে বা কারা আমার ছেলেকে খুন করল, কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না।'

কালিয়াচক থানার আইসি সুমন রায়চৌধুরী জানিয়েছেন, 'প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে, গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু হয়েছে ওই তরুণের। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরু করা হয়েছে।'

উত্তাল অমৃতি

প্রথম পাতার পর

পুলিশকে জানানো হলেও কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। গ্রাম পাহারা দিতে গিয়ে আমাদের প্রতিবেশী ভাই প্রাণ হারাল। আমরা প্রতিবাদে পথ অবরোধ করি। পুলিশ কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না।'

ঘটনার পর রাতে পুলিশ গেলে ক্ষোভ প্রকাশ করেন স্থানীয়রা। সকাল থেকেই মালদা-মানিকচক রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ শুরু হয়। পরিস্থিতি মোকাবিলায় বিশাল পুলিশবাহিনী পৌঁছায়। ধীরে ধীরে বিক্ষোভ ছড়াতে থাকে অমৃতি স্ট্যান্ড সহ শিবমন্দিরের সামনে। অমৃতি-মোথাবাড়ি রাজ্য সড়ক অবরোধ করা হয়। বন্ধ হয়ে পড়েএলাকার সমস্ত দোকান থেকে বাজার। পুলিশসূত্রে জানা গিয়েছে, সাধারণ মানুষ রাস্তায় যাতায়াত করতে গেলে বাধা দেয় উত্তেজিত জনতা। অবরোধকারীরা সাধারণ মানুষকে মারধর করে বলে অভিযোগ। তারপরেই পুলিশ জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে উদ্যোগ নেয়। এলাকা এখনও থমথমে। ঘটনায় মোট ১৮ জনকে আটক করা হয়েছে। গোটা অমৃতি জুড়ে মোতায়েন রয়েছে বিশাল পুলিশবাহিনী।

প্রাক্তন ‘বস’-কে কড়া জবাব লোকেশের

লখনউ, ২৩ এপ্রিল : নবাবের শহরে নবাবি মেজাজে বদলা।

গতবছর লখনউয়ের একানা স্টেডিয়ামেই প্রকাশ্যে তাঁকে তুলোধোনা করেছিলেন প্রাক্তন ফ্র্যাঞ্চাইজির মালিক। তাৎক্ষণিক ঘটনায় স্তম্ভিত লোকেশ রাহুল সেদিন কিছু বলতে পারেননি। চুপচাপ শুনেছিলেন।

দল ছেড়েছেন। জার্সি বদলেছে। বদলার হিসেবটা মঙ্গলবার সুদে-আসলে মেটালেন। ব্যাট হাতে পুরোনো দল লখনউ সুপার জায়েন্টস এবং দলের মালিক সঞ্জীব গোয়েঙ্কাকে চুপ করিয়ে দিলেন। ম্যাচ জেতানো ইনিংস (অপরাজিত ৫৭)। উপহার দিলেন দিল্লির ক্যাপিটালসের হয়ে।

লখনউয়ের ১৫৯/৬ রানের জবাবে ১৮তম ওভারের পঞ্চম বলে ছক্কা লাগিয়ে দিল্লির জয় নিশ্চিত করে দেন। একইসঙ্গে আইপিএলে দ্রুততম ব্যাটার হিসেবে ১৩০তম ম্যাচে ৫ হাজার রানের মাইলস্টোন স্পর্শ করেন। পরে ইঙ্গিতপূর্ণ পোস্ট- ‘লখনউয়ে পা রাখলে সবসময় ভালো লাগে।’

ম্যাচ শেষে কড়া বার্তা প্রাক্তন ‘বস’ সঞ্জীব গোয়েঙ্কা ও তাঁর ছেলে শাশ্বতকেও। দুজনে লোকেশের সঙ্গে সৌজন্যবশত কথা বলতে গিয়েছিলেন। কিন্তু ‘শীতল’ করমর্দনেই দায়সারাভাবে সৌজন্যতা সারেন লোকেশ। যথাসম্ভব দ্রুত সেখান থেকে বেরিয়ে যান। ক্যামেরার সামনেই উসকে দেন পুরোনো বিতর্কের স্মৃতি। বুঝিয়ে দেন, সেদিনের অপমান ভোলেননি।

লোকেশ-সঞ্জীব গোয়েঙ্কাকে ঘিরে যখন ‘করমর্দন নাটক’, তখন লখনউ ডাগআউটে প্রকাশ্যেই অশান্তির মেঘ।

মেন্টর জাহির খান বনাম অধিনায়ক ঋষভ পন্থ। সাত নম্বরে ব্যাট করতে নেমে ২ বলে ০। ব্যর্থতা জারি। আউট হয়ে ডাগআউটে ফেরার ঋষভকে নিয়ে পড়েন জাহির। ঋষভ কিছু বোঝানোর চেষ্টা করছিলেন। যদিও সহমত হতে পারছিলেন না জাহির।

লখনউয়ের অন্দরমহলের দাবি, ঋষভের চলতি ফর্ম নিয়ে দলে সমস্যা তৈরি হচ্ছে। ইতিমধ্যেই মাঠের মধ্যেই ঋষভ-গোয়েঙ্কা কথাবার্তা ঘিরে বিতর্ক তৈরি হয়। প্রশ্ন ওঠে, লোকেশের জায়গায় এবার কি ঋষভ? জাহিরের প্রতিক্রিয়া সেই সম্ভাবনা উসকে দিল।

দলের অধিনায়ক তথা ব্যাটিংয়ের অন্যতম ভরসা। অথচ, ব্যাটিং অর্ডারে ক্রমশ পিছোচ্ছেন ঋষভ। গতকাল সাত নম্বরে নামেন। ঋষভের যুক্তি, এটা দলের সমবেত পদক্ষেপ। আসলে যারা ফর্মে রয়েছে, তাদের আগে নামানো হয়েছে। অর্থাৎ, ঋষভও মেনে নিচ্ছেন তিনি ফর্মে নেই। অনেকের মতে, ২৭ কোটিতে দলে নেওয়া ঋষভ এই মুহূর্তে দলের বোঝা।

লোকেশের জবাবি ইনিংসের মাঝে লখনউ-বধের নায়ক বাংলা রনজি ট্রফি দলের সদস্য মুকেশ কুমার। চার উইকেট নিয়ে দিল্লিকে ১৫৯-এ আটকে দেন মুকেশ। দিল্লি দলে বাংলার অপর প্রতিনিধি অভিষেক পোড়েল ওপেন করতে নেমে ঝোড়ো ৫১ রানে জয়ের রাস্তা মসৃণ করে। অভিষেকের দাবি, দিল্লি টিম ম্যানেজমেন্টের ভরসা, তাঁকে আত্মবিশ্বাস জোগাচ্ছে। সবসময় লক্ষ্য থাকে পাওয়ার প্লে-কে যথাসম্ভব কাজে লাগানো। সেটাই করেছেন।

ম্যাচের সেরার পুরস্কার হাতে মুকেশ বলেছেন, ‘এই উইকেটে বোলিং করা উপভোগ করেছি। লেংথ বল দারুণ কার্যকর হয়েছে। সঙ্গে ইয়র্কার ও স্লোয়ারের মিশেল। চারের মধ্যে সেরা উইকেট মিচেল মার্শের। দলের জন্য দামিও। নিজের এই পারফরমেন্সে আমি খুশি। এটা বজায় রাখতে চাই।’

ম্যাচ শেষে লখনউ সুপার জায়েন্টসের মালিক সঞ্জীব গোয়েঙ্কার সঙ্গে দায়সারাভাবে হাত মিলিয়ে মাঠ ছাড়লেন লোকেশ রাহুল।

টানা ব্যর্থতা চাপ বাড়াচ্ছে ২৭ কোটির ঋষভ পন্থের।

ঋষভকে ঘিরে ‘আগুন’ লখনউ শিবিরে

ভারতও বদলা নেবে, হুংকার গম্ভীরের

কাশ্মীর-সন্ত্রাসে স্তব্ধ শচীনরা

নয়াদিল্লি, ২৩ এপ্রিল : হাড়হিম করা সন্ত্রাস।

আবারও নিরীহ মানুষের রক্তে লাল ভূস্বর্গ কাশ্মীর। পহলগামের যে সন্ত্রাসবাদী হামলার পর বাকি দেশের সঙ্গে ক্ষোভে ফুটছে ভারতীয় ক্রিকেটমহলও। প্রাক্তন বা বর্তমান ক্রিকেটার- প্রত্যেকেই মুখর অমানবিক হত্যালীলায়।

ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের তরফেও নিহত মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। বুধবারের মুম্বই ইন্ডিয়ান্স-সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ম্যাচে ক্রিকেটাররা ম্যাচের আগে নীরবতা পালন করেন। কালো আর্মব্যান্ড পরে মাঠে নামেন রোহিত শর্মা, হেনরিচ ক্লাসেন, প্যাট কামিন্সরা।

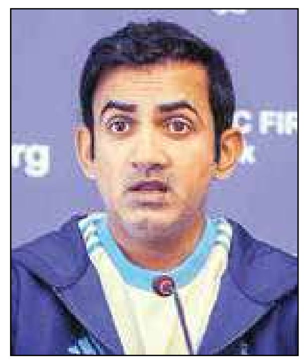

ভারতীয় দলের হেডকোচ গৌতম গম্ভীরের গলায় অবশ্য বদলার হুংকার। বরাবরের ঠোঁটকাটা গম্ভীর সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছেন, ভারতও বদলা নেবে। জুতসই জবাব দেবে এই আঘাতের। ঘটনার সঙ্গে যারা জড়িত কেউ রেহাই পাবে না।

শচীন তেন্ডুলকার গভীরভাবে শোকাহত। একইসঙ্গে গোটা বিশ্বকে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর বার্তা দেন। প্রার্থনা করেন, নিরীহ মানুষের ওপর পহলগামের সন্ত্রাসবাদী হামলায় যাঁরা পরিবারের প্রিয় মানুষকে হারিয়েছেন, তাঁদের জন্য।

বিরাট কোহলি কাপুরুষোচিত ঘটনা। নিহতদের পরিবারের প্রতি হৃদয় থেকে সমবেদনা। ভগবান ওদের শান্তি ও শক্তি জোগাক। আশা করি, এই ধরনের অমানবিক ঘটনার কুচক্রীরা সঠিক শাস্তি পাবে।

যুবরাজ সিং নিরীহ ট্যুরিস্টদের আক্রমণে গভীরভাবে মর্মাহত আমি। নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা। ঈশ্বর ওদের পরিবারকে শক্তি জোগাক। আসুন সবাই সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে এক হই।

ইরফান পাঠান যতবার নিরীহ মানুষের প্রাণ যায় এভাবে, তার সঙ্গে হত্যা হয় মানবিকতা। দু’দিন আগেই পহলগামে ছিলাম। যন্ত্রণাটা তাই আরও বেশি করে অনুভব করছি।

বীরেন্দ্র শেহবাগ গোটা দেশের সঙ্গে আমিও শোকাহত। সন্ত্রাসী আক্রমণে যাঁরা পরিবারের মানুষকে হারিয়েছেন, তাঁদের প্রতি সমবেদনা জানাই। আহতের দ্রুত সুস্থতার প্রার্থনা জানাই।

সুরেশ রায়না কাপুরুষোচিত ঘটনা।

লোকেশ রাহুল কাশ্মীরের আতঙ্কবাদী হামলার খবর শুনলাম। কঠিন সময়ে ঈশ্বর নিহতদের পরিবারকে শক্তি ও শান্তি জোগান।

শুভমান গিল হৃদয়বিদারক ঘটনা। নিহত ও নিহতদের পরিবারের জন্য প্রার্থনা করি। এই ধরনের হিংসার কোনও স্থান নেই আমাদের দেশে।

জসপ্রীত বুমরাহ পহলগাম ঘটনা মানসিকভাবে আমাকেও ধাক্কা দিয়েছে। নিহত এবং তাঁদের পরিবারের জন্য প্রার্থনা করি।

ট্রেনে চড়ে আজ মালদায় মহারাজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৩ এপ্রিল : আট বছর আগে শেষবার ট্রেনে চড়েছিলেন। ২০১৭ সালে শেষবার ট্রেনে চড়ে উত্তরবঙ্গের বালুরঘাটে গিয়েছিলেন। ফের ট্রেনে চড়ছেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। এবারও গন্তব্য উত্তরবঙ্গ। তবে বালুরঘাট নয়, মালদা।

আগামীকাল সকালে হাওড়া থেকে ট্রেনে (বন্দে ভারত) চড়ে মালদা যাচ্ছেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক। মালদা জেলা ক্রীড়া সংস্থার একটি অনুষ্ঠান রয়েছে কাল। সেই অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন্যই প্রথমবার মালদা যাচ্ছেন ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের প্রাক্তন সভাপতি। সন্ধ্যার ট্রেনে চড়ে (এনজিপি থেকে হাওড়ার বন্দে ভারত) রাতেই কলকাতায় ফিরে আসবেন তিনি। আট বছর আগে শেষবার যখন ট্রেনে চড়েছিলেন মহারাজ, তাঁকে এক ঝলক দেখার জন্য হুড়োহুড়ির শেষ ছিল না শিয়ালদহ স্টেশনে। কালকের ছবিটা কেমন হয়, সেটাই দেখার। মহারাজের সঙ্গে বেশ কয়েকজন সিএবি কর্তারও মালদা যাওয়ার কথা। এদিকে, পহলগাম কাণ্ডের তীব্র সমালোচনা করেছেন সৌরভ। এমন মর্মান্তিক ঘটনায় প্রাণ হারানো সাধারণ পর্যটকদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন তিনি। শুধু তাই নয়, জঙ্গিদের কাউকে যেন রেয়াত করা না হয়, কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এমন আবেদনও জানিয়েছেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক।

INDIAN PREMIER LEAGUE আইপিএলে আজ

রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু বনাম রাজস্থান রয়্যালস

সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : বেঙ্গালুরু

সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক, জিওহটস্টার

আজ শুরু অনুশীলন, পহলগাম কাণ্ডের নিন্দা

নাইটদের ‘ইনটেন্টের’ অভাব, বলছে দুনিয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৩ এপ্রিল : সময়টা একেবারেই ভালো যাচ্ছে না। চ্যাম্পিয়ন হিসেবে অষ্টাদশ আইপিএল অভিযান শুরু করে ক্রমশ তলিয়ে যাচ্ছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। ক্রমাগত ব্যর্থতার দোসর হিসেবে সামনে আসছে দলের কম্বিনেশন ও অদ্ভুতুড়ে স্ট্র্যাটেজি। ব্যাটিংয়ের বেসিকে গোলমাল তো রয়েইছে। এমন পারফরমেন্সের ফল হিসেবে আপাতত ৮ ম্যাচে ৬ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলে সাত নম্বরে রয়েছে কেকেআর। শনিবার ঘরের মাঠে পাঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে পরের ম্যাচেও ব্যর্থতার ধারা বজায় থাকলে নাইটদের প্লে-অফ স্বপ্ন কার্যত শেষ হয়ে যাবে।

মুল্লানপুরে পাঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে ৯৫ রানে অল আউটের লজ্জা ঢাকতে ম্যাচের পর তিনদিন বিশ্রাম নিয়েছিলেন আজিঙ্কা রাহানেরা। প্রায় একই ছবি শুভমান গিলদের বিরুদ্ধে ম্যাচ হারের পরও। দুইদিন বিশ্রাম। আগামীকাল বিকেলে ইডেন গার্ডেন্সে কেকেআরের অনুশীলন রয়েছে। একই দিনে নাইটদের পাশের নেটে দেখা যাবে শ্রেয়স আইয়ারদের। আজ রাতেই কলকাতায় পৌঁছে গিয়েছেন শ্রেয়সরা। আগামীকাল বিকেলের ইডেনে পাঞ্জাবেরও অনুশীলন করার কথা। দলকে চ্যাম্পিয়ন করা অধিনায়কের বিরুদ্ধে ফের বাইশ গজের যুদ্ধে নামার আগে নাইটরা একেবারেই ছন্দে নেই। দলের ফুরফুরে মেজাজটাও উধাও। কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে আজ কেকেআরের তরফে পহলগাম কাণ্ডের নিন্দাও করা হয়েছে। জঙ্গিদের কড়া সাজার দাবিও তোলা হয়েছে।

তার মধ্যেই প্রশ্ন উঠেছে, চলতি আইপিএলে কেকেআরের ভবিষ্যৎ নিয়ে। শনিবার শ্রেয়সদের বিরুদ্ধে ম্যাচের ফল কী হবে, সময় বলবে। তার আগে শনিবারের ম্যাচে নাইটদের প্রথম একাদশে বিস্তর বদলের সম্ভাবনা রয়েছে। আন্দ্রে রাসেলের বদলে রভম্যান পাওয়েলকে প্রথম একাদশে দেখার সম্ভাবনা ক্রমশ বাড়ছে। একইসঙ্গে নাইটদের ক্রিকেটে ‘ইনটেন্টের’ অভাব নিয়ে চলছে জোরদার আলোচনা। গুজরাট টাইটান্সের বিরুদ্ধে ইডেনে শেষ ম্যাচে শুভমানদের ১৯৯ রানের চ্যালেঞ্জের সামনে নাইটদের ‘টেস্ট’ ম্যাচের ব্যাটিং নিয়ে সমালোচনা এখনও চলছে। চেতেশ্বর পূজারা, অ্যারন ফিঞ্চদের মতো প্রাক্তনরা নাইট ব্যাটারদের, বিশেষ করে ২৩.৭৫ কোটির ভেঙ্কটেশ আইয়ারকে নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। পূজারা সরাসরি ভেঙ্কটেশকে নিয়ে বলেছেন, ‘চাপের মধ্যে কঠিন পরিস্থিতিতে ব্যাটাররা সিঙ্গলস অনেক সময় স্কোরবোর্ড সচল রাখতে চায়। ভাবনার মধ্যে ভুল নেই। কিন্তু কুড়ির ক্রিকেটে তারপরও বড় শট খেলতে হয়। ভেঙ্কির ব্যাটিংয়ে বড় শট খেলার চেষ্টার বড্ড অভাব ছিল।’

কঠিন সময় কাটিয়ে নাইটদের ক্রিকেটে নয়া সূর্যোদয় ঘটবে কি না, সময় বলবে। কিন্তু তার আগে শনিবার শ্রেয়সদের বিরুদ্ধে ম্যাচ রাহানেদের জন্য নিশ্চিতভাবেই অগ্নিপরীক্ষা।

কেকেআর ম্যাচের জন্য কলকাতা পৌঁছে গেলেন শ্রেয়স আইয়ার।

নায়ক নুনেজে মজে গুয়ার্দিওলা

ম্যাঞ্চেস্টার, ২৩ এপ্রিল : ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ খেতাব নয়, ম্যাঞ্চেস্টার সিটি লড়ছে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ছাড়পত্র পেতে। মরশুমের শুরুতে কোনও ফুটবলভক্ত এমন কথা বললে তাকে বদ্ধপাগল বলতে হত। কিন্তু মরশুম শেষের দিকে সিটির জন্য সেটাই বাস্তব হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সোমবার গভীর রাতে ইপিএলে অ্যাস্টন ভিলাকে ২-১ গোলে হারাল পেপ গুয়ার্দিওলার দল। সৌজন্যে ম্যাথিয়াস নুনেজের দ্বিতীয়ার্ধের সংযোজিত সময়ের গোল। তার আগে অবশ্য সিটিকে এগিয়ে দিয়েছিলেন বার্নার্ডো সিলভা। পেনাল্টি থেকে সেই গোল শোধ করেন ভিলার মার্কাস র‍্যাশফোর্ড। জয়ের নায়ক নুনেজে মজে কোচ গুয়ার্দিওলা। তাঁর মন্তব্য, ‘সংবাদমাধ্যমের সামনে নুনেজ গুরুগাম্ভীর হলেও সাজঘরে পুরো উলটো। সারাক্ষণ হাসতে থাকে। সবাই ওকে প্রচণ্ড ভালোবাসে।’ জয়ের সুবাদে ৩৪ ম্যাচে ৬১ পয়েন্ট নিয়ে সিটি তৃতীয় স্থানে উঠে এসেছে। গুয়ার্দিওলা বলেছেন, ‘চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ছাড়পত্র পেতে এই জয় খুব গুরুত্বপূর্ণ। তবে এই মুহূর্তে শান্ত থাকতে হবে। এক-একটি ম্যাচ ধরে এগোতে হবে।’

রাজস্থান-লখনউ ম্যাচে গড়াপেটা হয়নি : বোর্ড

নয়াদিল্লি, ২৩ এপ্রিল : ম্যাচ গড়াপেটার অভিযোগ খারিজ করে দিল ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড। বোর্ডের এক আধিকারিক পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিল, সর্বক্ষণ কড়া নজর রাখছে দুর্নীতি দমন শাখার। রাজস্থান রয়্যালস গড়াপেটা করে ইচ্ছাকৃতভাবে লখনউ সুপার জায়েন্টসের কাছে হেরেছে বলে যে অভিযোগ করা হয়েছে, তার কোনও ভিত্তি নেই।

গতকাল রাজস্থান ক্রিকেট সংস্থার (আরসিএ) অ্যাডহক কমিটির সদস্য জয়দীপ বিহানি দাবি করেন, গড়াপেটা করছে রাজ্যের আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজি রাজস্থান রয়্যালস। লখনউয়ের বিরুদ্ধে যেভাবে হেরেছে, তাতে গড়াপেটা পরিষ্কার। দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে জেতা ম্যাচ প্রতিপক্ষকে উপহার দেয়। যার নেপথ্যেও নাকি গড়াপেটা।

যদিও বোর্ডের এক শীর্ষ আধিকারিক যে দাবি উড়িয়ে পালটা বলেন, আরসিএ-র কোনও অস্তিত্ব নেই এই মুহূর্তে। বদলে অ্যাডহক কমিটি গঠন করা হয়েছে। সামনেই নির্বাচন। যাকে ঘিরে নানারকম নাটক চলছে। প্রত্যেকেই প্রচারে থাকার চেষ্টা করছে। গড়াপেটার অভিযোগ, তারই অঙ্গমাত্র।

ক্রিকেটমহলকে আশ্বস্ত করে বোর্ডের সংশ্লিষ্ট আধিকারিক আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে জানান, গড়াপেটার কোনও সুযোগ নেই এই মুহূর্তে। বিসিসিআইয়ের দুর্নীতি দমন শাখার সারাক্ষণ কড়া নজর রেখেছে। কোনওরকম উনিশ-বিশ নজরে পড়লেই পদক্ষেপ করা হচ্ছে। রাজস্থান রয়্যালসের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করা হচ্ছে, তা একেবারেই সত্যি নয়।

> কোনও প্রমাণ ছাড়াই আরসিএ-র অ্যাড হক কমিটির আহ্বায়ক (জয়দীপ বিহানি) প্রকাশ্যে এরকম মন্তব্য করেছেন বিতর্ক তৈরির জন্য। ওরা শুধু রাজস্থান রয়্যালসের নয়, রাজস্থান স্পোর্টস কাউন্সিল, বিসিসিআই এবং ক্রিকেটের অমর্যাদা করেছে।
>
> **বিসিসিআই কর্তা**

রাজস্থান রয়্যালস কর্তৃপক্ষের তরফেও লিখিতভাবে বোর্ডের কাছে পালটা অভিযোগ জানানো হয়েছে। বলা হয়েছে, ‘কোনও প্রমাণ ছাড়াই আরসিএ-র অ্যাড হক কমিটির আহ্বায়ক (জয়দীপ বিহানি) প্রকাশ্যে এরকম মন্তব্য করেছেন বিতর্ক তৈরির জন্য। ওরা শুধু রাজস্থান রয়্যালসের নয়, রাজস্থান স্পোর্টস কাউন্সিল, বিসিসিআই এবং ক্রিকেটের অমর্যাদা করেছে।’

রাজস্থান রয়্যালস ফ্র্যাঞ্চাইজির তরফে আরও দাবি করা হয়েছে, আইপিএলের টিকিট কম পাওয়ার কারণেই এরকম অভিযোগ করেছেন অ্যাডহক কমিটির আহ্বায়ক। অতীতে আরসিএ-কে প্রতিটি হোম ম্যাচের ১৮০০ টিকিট দিত রাজস্থান রয়্যালস। কিন্তু চলতি বছরে আরসিএ (রাজস্থান ক্রিকেট সংস্থা) ভেঙে দেওয়ার পর টিকিটের সংখ্যা কমে ১০০০ থেকে ১২০০ হয়েছে। তা নিয়েই যত গণ্ডগোল।

টিকিট না পেয়েই অভিযোগ!

রাজস্থান রয়্যালসের দাবি, বিসিসিআইয়ের নির্দেশ মেনেই আরসিএ-কে প্রদেয় টিকিট সংখ্যা কমিয়েছে তারা। কিন্তু আরসিএ অ্যাড হক কমিটি এবং তাঁর সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলি বাড়তি টিকিট দাবি করে চাপ দিচ্ছে। টিকিট বণ্টন নিয়েই রয়্যালস কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতবিরোধ। তারই প্রতিফলন ম্যাচ গড়াপেটার মতো মিথ্যা অভিযোগ।

ঘরের মাঠে প্রথম জয়ের খোঁজে বিরাটরা

বেঙ্গালুরু, ২৩ এপ্রিল : পাঁচ অ্যাওয়ে ম্যাচেই জয়।

বাইরের মাঠে এখনও অপরাজিত রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। যদিও ঘরের মাঠ চিন্নাস্বামীর ছবিটা সম্পূর্ণ আলাদা। তিনটি ম্যাচ খেলে হারের হ্যাটট্রিক! আগামীকাল চলতি লিগে এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামের হতাশাজনক যে রেকর্ডে ইতি টানতে ফের নামছে বিরাট কোহলি, রজত পাতিদাররা।

প্রতিপক্ষ মাঠে এবং মাঠের বাইরে জেরবার রাজস্থান রয়্যালস। আট ম্যাচে মাত্র দুটি জিত। লিগ টেবিলের আট নম্বরে। শেষ চার ম্যাচেই হার। তার ওপর ইচ্ছাকৃতভাবে শেষ দুই ম্যাচে হারের চাঞ্চল্যকর অভিযোগ।

সমস্যায় জর্জরিত এহেন প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে প্রথম জয় পেতে মরিয়া টিম বেঙ্গালুরু। ৮ ম্যাচে ১০ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থানে (মুম্বই-হায়দরাবাদ ম্যাচের আগে) রয়েছে গার্ডেন সিটির দল। আগামীকাল জয় মানে প্লে-অফের পথে আরও একধাপ এগিয়ে যাওয়া।

পাঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে গত ম্যাচে দাপুটে জয়। তবে ম্যাচ জেতানো পারফরমেন্সের পাশাপাশি বিরাট কোহলির সেলিব্রেশন আলোচনার কেন্দ্রে। জয়ের পর যেভাবে শ্রেয়স আইয়ারের দিকে তাকিয়ে উচ্ছ্বাস দেখান, তা নিয়ে বিতর্ক।

প্রাক্তনদের অনেকের দাবি, বিরাটের চেয়ে কম অপরাধ করে শাস্তি পাচ্ছে অন্যরা। অথচ, বিরাটের বেলায় সাত খুন মাফ! আগামীকাল শুধু রান করলেই চলবে না, দলকে জেতানোর দায়িত্ব কোহলির কাঁধে। একইসঙ্গে আবেগে, আগ্রাসনে কিছুটা নিয়ন্ত্রণও জরুরি। কিন্তু বিরাট চলেন নিজের মেজাজে। আগামীকাল কী করবেন, বলা মুশকিল।

অবাক লাগলেও আরসিবি-র মূল মাথাব্যথা ঘরের মাঠে মানিয়ে নেওয়া! হোম গ্রাউন্ড, চেনা পরিবেশ, পরিস্থিতি। অথচ, মানিয়ে নিতে ব্যর্থ ব্যাটাররা। চিন্নাস্বামীতে গত তিন ম্যাচে বিরাটদের স্কোর যথাক্রমে ১৬৯/৮, ১৬৩/৭ ও ৯৫/৯ (১৪ ওভারের ম্যাচ)।

বোলারদের হালও তথৈবচ। জোশ হ্যাজেলউড, ভুবনেশ্বর কুমারের মতো অভিজ্ঞ বোলাররাও চিন্নাস্বামীর বাইশ গজে কোন লেংথে বোলিং ঠিক হবে, তা বুঝে উঠতে পারছেন না। ফলস্বরূপ ইডেন গার্ডেন্সে, চিপকের মতো প্রশ্নের মুখে চিন্নাস্বামী এবং ঘরের দলের হোম অ্যাডভান্টেজ না পাওয়া নিয়ে বিতর্ক।

বৃহস্পতিবার চতুর্থ প্রচেষ্টায় সমর্থকদের হতাশ করতে নারাজ রজত পাতিদারের নেতৃত্বাধীন ব্রিগেড। সেক্ষেত্রে ব্যাটে-বলে ভালো শুরু জরুরি। ব্যাটিংয়ে যে দায়িত্ব ফিল সল্ট-বিরাটের। বোলিংয়ে ভরসা হ্যাজেলউড-ভুবনেশ্বরের জোশ।

রাজস্থান আবার অধিনায়ক সঞ্জু স্যামসনকে পাচ্ছে না। চোটের কারণে দিল্লি ক্যাপিটালস ম্যাচে খেলতে পারেননি। আগামীকালও খেলার সম্ভাবনা ক্ষীণ। রিয়ান পরাগই ফের নেতৃত্ব দেবেন। ওপেনিংয়ে ফের যশস্বী জয়সওয়ালের সঙ্গী বছর চোদ্দোর বৈভব সূর্যবংশী। মিডল অর্ডারে শিমরন হেটমেয়ার, নীতীশ রানারা থাকলেও হতাশ করছেন। জোফ্রা আর্চার সমৃদ্ধ বোলিং ব্রিগেডের হালও তথৈবচ।

চিন্নাস্বামী যেমন আরসিবি-র ঘরের মাঠ, তেমনই রাহুল দ্রাবিড়ের ক্রিকেটীয় আঁতুরঘরও। কর্ণাটক থেকে ভারতীয় দলের উজ্জ্বল সাফারিতে দীর্ঘ সময় কাটিয়েছেন এখানে। আগামীকাল বাড়তি তাগিদ নিয়ে নামবেন। ঘরের মাঠে বিরাটদের প্রথম জয় নাকি দ্রাবিড় ব্রিগেডের জয়ে ফেরা-কী ঘটতে চলেছে, সেটাই এখন দেখার।

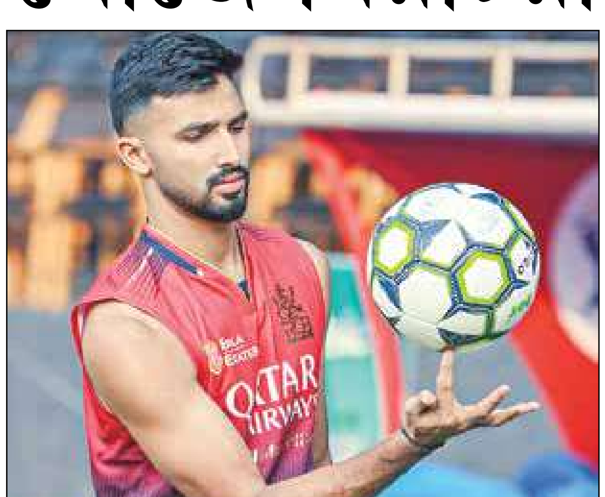

অনুশীলনের ফাঁকে ফুটবল নিয়ে মজে আরসিবি-র দেবদত্ত পাডিক্কাল।

ট্রেবল জয়ের স্বপ্নে বিভোর বার্সা

মাদ্রিদ, ২৩ এপ্রিল : আরও একটা জয়। লা লিগা খেতাবের দিকে আরও এগোল বার্সেলোনা। মঙ্গলবার ভারতীয় সময় গভীর রাতে মায়োর্কাকে ১-০ গোলে হারাল তারা। ম্যাচে একমাত্র গোলটি করেন ড্যানি ওলমো।

মায়োর্কাকে হারানোর পর উচ্ছ্বসিত বার্সা কোচ হ্যান্সি ফ্লিক বলেছেন, ‘দলের পারফরমেন্সে আমি খুশি। দলের প্রত্যেকে নিজেদের দায়িত্ব খুব ভালো করেই পালন করেছে। আমরা আরও গোল করতে পারতাম।’

চলতি মরশুমে দুরন্ত ছন্দে রয়েছেন ফ্লিকের ছেলেরা। লা লিগায় ৩৩ ম্যাচে ৭৬ পয়েন্ট নিয়ে লিগশীর্ষে থাকার পাশাপাশি কোপা ডেল রে-এর ফাইনালে উঠেছে তারা। দীর্ঘদিন পরে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শেষ চারে খেলবে ফ্লিকের দল। তিনটি প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়ে ট্রেবল জেতার সুযোগ রয়েছে তাদের সামনে। শেষবার ২০১৫ সালে লুই এনরিকের হাত ধরে ট্রেবল জিতেছিল বার্সেলোনা।

তবে লা লিগা জেতার ক্ষেত্রে বার্সার মূল লড়াই দ্বিতীয় স্থানে থাকা রিয়ালের সঙ্গে। কোপা ডেল রে ফাইনালেও ড্যানি ওলমোদের প্রতিপক্ষ সেই ভিনিসিয়াস জুনিয়াররা। এই প্রসঙ্গে বার্সা কোচ ফ্লিক বলেছেন, ‘এটা কোনও আশ্চর্যের বিষয় নয়। দুটি সেরা দলের মধ্যে খেতাবের লড়াই হচ্ছে। আমি রিয়াল কোচ কার্লো আন্সেলোত্তিকে শ্রদ্ধা করি। উনি এই মুহূর্তে বিশ্বের সেরা কোচ।’

গোলের পর উচ্ছ্বাস ওলমোর।

দীর্ঘমেয়াদি চুক্তির পথে ভিনিসিয়াস

মাদ্রিদ, ২৩ এপ্রিল : শোনা গিয়েছিল সৌদির এক ক্লাবের তরফে বিশাল অঙ্কের প্রস্তাব রয়েছে ব্রাজিলিয়ান উইঙ্গার ভিনিসিয়াস জুনিয়ারের কাছে। তবে স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম সূত্রের খবর, সেই প্রস্তাব উপেক্ষা করে রিয়াল মাদ্রিদের সঙ্গেই দীর্ঘমেয়াদি চুক্তির পথে হাঁটছেন ব্রাজিলিয়ান তারকা।

রিয়াল জার্সিতেই সাফল্যের শিখর ছুঁয়েছেন ভিনি। একাধিকবার লা লিগা, চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ও ক্লাব বিশ্বকাপ জিতেছেন। ফিফার বর্ষসেরাও হন। তবে ২০২৭ সালে তাঁর সঙ্গে মাদ্রিদ জায়েন্টদের চুক্তি শেষ হচ্ছে। নতুন চুক্তি নিয়ে সম্প্রতি রিয়ালকর্তাদের সঙ্গে আলোচনায় বসেছিলেন ব্রাজিলিয়ান তারকার এজেন্ট। জানা গিয়েছে, ২০৩০ সাল পর্যন্ত ভিনিসিয়াসের সঙ্গে চুক্তি করার পথে এগোচ্ছে লস ব্লাঙ্কোস। চ্যাম্পিয়ন্স লিগ থেকে বিদায় নিলেও চলতি মরশুমে এখনও দুইটি খেতাব জয়ের সুযোগ রয়েছে রিয়ালের সামনে। তার আগে ভিনির চুক্তিবৃদ্ধির খবর আত্মবিশ্বাস বাড়াবে রিয়ালের।

শুভেচ্ছা

☺ Shayan & Madhuparna (দুধমোড়) : শুভ প্রীতিভোজে শুভেচ্ছা রইল। শুভ কামনায়- মাতঙ্গিনী ক্যাটারার, ও চলো বাংলায় ফ্যামিলি রেস্টুরেন্ট। শিলিগুড়ি।

আজ মুক্তি পাচ্ছে ‘শতবর্ষে ইস্টবেঙ্গল’

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৩ এপ্রিল : বৃহস্পতিবার মুক্তি পেতে চলেছে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের শতবর্ষ উপলক্ষ্যে নির্মিত তথ্যচিত্র ‘শতবর্ষে ইস্টবেঙ্গল’। একঘণ্টা সাতাশ মিনিটের এই তথ্যচিত্রটি তৈরি করেছেন প্রখ্যাত পরিচালক গৌতম ঘোষ।

বৃহস্পতিবার বিকাল সাড়ে পাঁচটায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে রবীন্দ্র সদনে এই তথ্যচিত্র মুক্তি পাবে। এই উপলক্ষ্যে একটা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। সেই অনুষ্ঠানে শুরুতে পহলগাম জঙ্গিহানায় নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হবে। তারপর সদ্য মহিলাদের জাতীয় লিগ জয়ী ইস্টবেঙ্গল দলকে শুভেচ্ছা জানাবেন মুখ্যমন্ত্রী। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম, ইস্টবেঙ্গল পুরুষ দলের কোচ অস্কার ব্রুজোঁ সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা। বৃহস্পতিবার সকালে অবশ্য আগামী মরশুমের দলগঠন নিয়ে অস্কারের সঙ্গে বৈঠকে বসছে টিম ম্যানেজমেন্ট। এদিকে বুধবার অনুশীলনে পেনাল্টি শুটআউট প্র্যাকটিস করিয়েছেন মোহনবাগান কোচ বাস্তব রায়। টাইব্রেকারের জন্য ধীরাজ সিং মৈরাংথেম ও আর্শ আনোয়ার শেখ দুই গোলরক্ষককেই তৈরি রাখছেন তিনি।

‘কাশ্মীর নয়, এটা ভারতের উপর হামলা’

ইশফাকের আশঙ্কা পুরোনো জায়গায় ফিরে যাবে উপত্যকা

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৩ এপ্রিল : ‘একটা ঘটনা দিয়ে আমাদের কাশ্মীরিদের বিচার করবেন না।’

প্রায় আর্তনাদ শোনা যায় ইশফাক আহমেদের গলায়। আপাতত জম্মুতে বিবেকানন্দ কাপের জন্য অনূর্ধ্ব-২০ জম্মু-কাশ্মীর ছেলেদের নিয়ে কাজ করছিলেন। পহলগামের ঘটনায় স্তম্ভিত জাতীয় দলের প্রাক্তন এই ফুটবলার। বলছিলেন, ‘এই একটা ঘটনায় কাশ্মীর ফের পুরোনো জায়গায় চলে গেল। এখানে আর মানুষ আসতে চাইবেন না। ফলে এখানকার মানুষের রুটি-রুজিতে টান পড়বে। একইসঙ্গে রাজনৈতিক অস্থিরতা তৈরি করে দেওয়া হল। ফলে কাশ্মীরের মানুষ দুইদিক থেকেই ক্ষতিগ্রস্ত হল। অথচ আমরা কাশ্মীরিরা এরকম না। এটা যাঁরা কাশ্মীরে এসেছেন, তাঁরা সকলেই জানেন।’ তাঁর ব্যাখ্যা, ‘এর আগে সামরিক বাহিনীর উপর আঘাত নেমে এসেছে। কিন্তু সেটা যুদ্ধ। এখানে যেভাবে সাধারণ মানুষের উপর আক্রমণ হল তার জন্য কোনও নিন্দাই যথেষ্ট নয়। মুম্বইয়ের পর সবথেকে বড় সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ। সেই কারণেই আমি বলব, এটা শুধু কাশ্মীর নয়। সারা দেশের উপরেই আক্রমণ।’

ইশফাক দেশের হয়ে খেলেছেন। তাই তাঁর কাছে গোটা বিষয়টা যেন আরও বেদনাদায়ক। তিনি বলছিলেন, ‘সন্ত্রাসবাদের কোনও ধর্ম হয় না। তাহলে আর ঘোড়া চালানো ওই ছেলেটা মারা যেত না। সন্ত্রাসবাদ সমূলে বিনষ্ট হোক, এটাই এখন আমার একমাত্র প্রার্থনা। আর সবাইকে একটাই কথা বলার আছে। কাশ্মীরকে শেষ করে দেওয়া হল এই ঘটনার ফলে। আর কোনও মানুষ কাশ্মীরে আসতে সাহস

ইশফাক আহমেদ।

পাবেন? অথচ কাশ্মীরের সাধারণ মানুষের কাছে চিরকালই অতিথি দেব ভবো। সেই জায়গাটাকেই আঘাত করা হল। ওই বেড়াতে আসা মানুষগুলোর সঙ্গে কিন্তু এই রাজ্যের মানুষগুলোকেও মেরে ফেলা হল। তাই এই সন্ত্রাসবাদীরা কাশ্মীরের নয়, এরা বাইরেরই লোক। যদি এখানকার হত তাহলে এতটা সর্বনাশ করার আগে দু’বার ভাবত।’

ইশফাকের আর এক সতীর্থ মেহরাজউদ্দিন ওয়াড়ু আপাতত

> সন্ত্রাসবাদের কোনও ধর্ম হয় না। তাহলে আর ঘোড়া চালানো ওই ছেলেটা মারা যেত না। সন্ত্রাসবাদ সমূলে বিনষ্ট হোক, এটাই এখন আমার একমাত্র প্রার্থনা। আর সবাইকে একটাই কথা বলার আছে। কাশ্মীরকে শেষ করে দেওয়া হল এই ঘটনার ফলে। আর কোনও মানুষ কাশ্মীরে আসতে সাহস পাবেন?
>
> **ইশফাক আহমেদ**

ভুবনেশ্বরে। তিনিও এই ঘটনায় অত্যন্ত মর্মাহত। বলেছেন, ‘মৃতরা আমার-আপনার নিজের লোক। এঁদের পাশে থাকাই এখন একমাত্র কাজ আমাদের। যারা এই ঘটনা ঘটাল, তারা শুধু আমাদের দেশ নয়, পুরো মানবজাতীর শত্রু।’ এই ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন মোহনবাগানের বর্তমান ফুটবলার সুহেল আহমেদ ভাটও। সঙ্গে এঁদের বাড়তি ভাবনা নিজের রাজ্যের মানুষদের রুটি-রুজি চলে যাওয়া।

ঈশানের আউটে বাড়ল গড়াপেটা বিতর্ক

ক্লাসেন-অভিনবে মুখরক্ষা সানরাইজার্সের

হায়দরাবাদ, ২৩ এপ্রিল : পহলগামে জঙ্গি হামলায় নিহত পরিবারদের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে রাজীব গান্ধি স্টেডিয়ামে ম্যাচের শুরুতে এক মিনিট নীরবতা পালন করলেন দুই দলের ক্রিকেটাররা। একইসঙ্গে তাঁরা হাতে পরলেন কালো আর্মব্যান্ড। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড আগেই জানিয়েছিল এদিন মাঠে থাকবেন না কোনও চিয়ারলিডার এবং বন্ধ থাকবে আতশবাজির প্রদর্শনীও।

মাঠেও এদিন সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ব্যাটারদের শান্ত রাখলেন মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের ট্রেন্ট বোল্ট (২৬/৪), দীপকর চাহাররা (১২/২)। প্রথম ৪ ওভারে তাঁরা তুলে নিলেন বিপক্ষের প্রথম ৪ ব্যাটারকে। স্কোর বোর্ডে রান তখন মাত্র ১৩। ট্রাভিস হেড ফিরলেন খাতা না খুলেই। ঈশান কিশানের সংগ্রহ ১। নীতীশকুমার রেড্ডি ৬ বলে করলেন ২। অবশ্য বিতর্ক তৈরি হয়েছে ঈশানের আউট নিয়ে। চাহারের ব্যাক অফ দ্য লেংথ বল লেগে চালাতে গিয়ে মিস করেন ঈশান। বল জমা পড়ে উইকেট কিপার রায়ান রিকেলটনের দস্তানায়। চাহার বা রিকেলটন কেউই প্রথমে আউটের আবেদন করেননি। আম্পায়ারও শুরুতে ওয়াইডের ইশারা করতে যাচ্ছিলেন। তখন ঈশান নিজেই ক্রিজ ছেড়ে বেরিয়ে যান। পরে টিভি রিপ্লে-তে দেখা যায় স্নিকোমিটারে ব্যাট-বলের কোনও সংযোগ ধরা পড়েনি। এই ঘটনার পর আইপিএলে গড়াপেটার অভিযোগ আরও জোরাল হল।

টপ অর্ডার ফিরে গেলেও একা কুম্ভ হয়ে লড়াই চালিয়ে যান হেনরিচ ক্লাসেন (৪৪ বলে ৭১)। তাঁকে যোগ্য সংগত করেন অভিনব মনোহর (৩৭)। যার ফলে ১০০ রানের গণ্ডি পার করে হায়দরাবাদ। শেষপর্যন্ত সানরাইজার্স থামে ১৪৩/৮ স্কোরে। ক্লাসেনকে তুলে নিয়ে টি২০ ক্রিকেটে ৩০০তম উইকেট নিলেন জসপ্রীত বুমরাহ (৩৯/১)।

রানতাড়ায় নেমে শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত মুম্বইয়ের স্কোর ১১ ওভারে ৮৫/২। ক্রিজে রোহিত শর্মা (৫০) ও সূর্যকুমার যাদব (২)।

অর্ধশতরানের পর হেনরিচ ক্লাসেন (উপরে)। আউট হয়ে ফিরে যাওয়ার সময় সানরাইজার্স হায়দরাবাদের ঈশান কিষানের মাথায় হাত রেখে মশকরা হার্দিক পান্ডিয়ার। বুধবার।

অঘটন ইন্টার কাশীর, হার বেঙ্গালুরুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৩ এপ্রিল : সুপার কাপে অঘটন ঘটাল ইন্টার কাশী। প্রথম রাউন্ডের খেলায় টাইব্রেকারে ৫-৩ গোলে বেঙ্গালুরু এফসি-কে হারাল তারা।

নির্ধারিত সময়ে ম্যাচের ফল ছিল ১-১। ৬১ মিনিটে রায়ান উইলিয়ামসের গোলে এগিয়ে যায় বেঙ্গালুরু। ৮৭ মিনিটে সেই গোলশোধ করেন ইন্টার কাশীর মাতিয়া বাবোভিচ। নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ অমীমাংসিত থাকায় টাইব্রেকারে গড়ায়। টাইব্রেকারে বেঙ্গালুরুর আলবার্তো নগুয়েরা পেনাল্টি মিস করেন।

নাইটদের ‘ইনটেন্টের’ অভাব, বলছে দুনিয়া

- খবর এগারোর পাতায়

আজ অসম লড়াই মহমেডানের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৩ এপ্রিল : হাতে পর্যাপ্ত ফুটবলার নেই। প্রথম একাদশ সাজাতেই হিমসিম খাচ্ছেন মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের কোচ মেহরাজউদ্দিন ওয়াড়ু। সেখানে পূর্ণশক্তির দল নিয়ে সুপার কাপ খেলবে নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি।

নিঃসন্দেহে অসম লড়াই। তবে পরিস্থিতিটা নিজের মতো করেই মোকাবিলা করার চেষ্টা করছেন মেহরাজ। তিনি বলেছেন, ‘মাত্র তিনদিনের প্রস্তুতিতে সুপার কাপ খেলতে নামছি আমরা। ক্লাবের বর্তমান পরিস্থিতি কারোরই অজানা নয়। এই সমস্যা মহমেডানে তো নতুন নয়। ম্যানেজমেন্ট দ্রুত এর নিষ্পত্তির চেষ্টা করছে।’ নর্থইস্ট ম্যাচে প্রথম একাদশ সাজানোই চ্যালেঞ্জ তাঁর কাছে। বিশেষত, মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে রক্ষণ। বৃহস্পতিবার দুই সাইডব্যাক হিসাবে দেখা যেতে পারে ইসরাফিল দেওয়ান ও রেমসাঙ্গাকে। সেন্টারব্যাকে সামাদ আলি মল্লিকের সঙ্গে জুটি বাঁধতে পারেন অমরজিৎ সিং কিয়াম। দলের মাঝমাঠে কারা খেলবেন তা নিয়ে অবশ্য ধোঁয়াশা রয়েছে। তবে আক্রমণে মার্ক আন্দ্রে সমারবক থাকছেন, এটা একপ্রকার নিশ্চিত। রবি হাঁসদাকে পরিবর্ত হিসাবে ব্যবহার করার সম্ভাবনাই বেশি।

এই মুহূর্তে দলের যা পরিস্থিতি তাতে ফুটবলারদের উদ্বুদ্ধ করা যে কঠিন কাজ তা মানছেন মেহরাজ। তবে বলেছেন, ‘ছেলেরা সুপার কাপ খেলার জন্য মুখিয়ে আছে। অনেকেই আইএসএলে সেভাবে সুযোগ পায়নি। ওরাও চেষ্টা করবে নিজেদের প্রমাণ করার।’ প্রতিপক্ষকে সমীহও করছেন তিনি। বলেছেন, ‘আইএসএলের অন্যতম সেরা দল নর্থইস্ট। ডুরান্ড কাপ চ্যাম্পিয়ন। সেরা অস্ত্রদের নিয়ে মাঠে নামবে ওরা।’ অন্যদিকে, নর্থইস্ট কোচ হুয়ান পেদ্রো বেনালি মহমেডানকে হালকাভাবে না নিলেও ম্যাচটা যে সহজ হতে পারে তা মানছেন।

লক্ষ্য অলিম্পিক, বলছেন সুজাতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৩ এপ্রিল : সুজাতা কুজুর। ভারতীয় মহিলা হকি দলে বাংলার একমাত্র প্রতিনিধি। সোমবার অস্ট্রেলিয়া সফরের জন্য ২৬ সদস্যের ভারতীয় মহিলা হকি দল ঘোষণা করা হয়েছে। সেখানে স্থান পেয়েছেন সুজাতা। অনেকদিন পর বাংলা থেকে কেউ জাতীয় দলে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পেয়েছেন।

জাতীয় দলে সুযোগ পেয়ে উচ্ছ্বসিত সুজাতা। তিনি বলেছেন, ‘জাতীয় দলে সুযোগ পেয়ে ভালো লাগছে। আগে ভারতের জুনিয়ার দলের হয়ে খেলেছি। এবারই প্রথম সিনিয়ার দলে সুযোগ পেলাম।’ আদপে ওড়িশার বাসিন্দা সুজাতার উঠে আসা হকি হাব নামে পরিচিত ‘সুন্দরগড়’ গ্রাম থেকে। তাঁর বাবা একজন কৃষক। কেরিয়ারের শুরুতে আর্থিক প্রতিবন্ধকতার মুখেও পড়তে হয়েছে। তাতেও অবশ্য হকি খেলা বন্ধ হয়নি সুজাতার।

নিজের গ্রামেই হকি খেলা শুরু করেছিলেন সুজাতা। পরে সুন্দরগর সাইয়ে সুযোগ পান তিনি। সেখান থেকে কলকাতা সাইয়ে পাঠানো হয় সুজাতাকে। আপাতত তিনি বাংলার হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেন। চিলিতে জুনিয়ার বিশ্বকাপেও খেলেছেন সুজাতা। এবার সিনিয়ার দলের জার্সি গায়ে মাঠে নামবেন।

অস্ট্রেলিয়া সফরের প্রস্তুতি কেমন? উত্তরে লাজুক সুজাতা বলেছেন, ‘প্রস্তুতি খুব ভালো হয়েছে। প্রতিটা অনুশীলনে নিজেকে নিংড়ে দিয়েছি।’ আগামী অলিম্পিককে মাথায় রেখে এখন থেকেই প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন এই হকি খেলোয়াড়। সুজাতা বলেছেন, ‘২০২৮ লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিক আমার প্রধান লক্ষ্য। তবে এখন এশিয়া কাপ এবং প্রো লিগ নিয়েই চিন্তা করছি।’

২৪ তারিখ অস্ট্রেলিয়ার উদ্দেশে রওনা দিচ্ছেন সুজাতারা। ২৬ তারিখ তাদের প্রথম ম্যাচ অস্ট্রেলিয়া ‘এ’ দলের বিরুদ্ধে। আপাতত অস্ট্রেলিয়া সফরে নিজেকে প্রমাণ করতে চান সুজাতা।

মহমেডান সমর্থকরা চেরনিশভের হৃদয়ে

সায়ন্তন মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৩ এপ্রিল : ক্ষোভ এতটুকুও কমেনি। বরং কয়েকগুণ বেড়ে গিয়েছে।

মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের সমর্থকরা এখনও তাঁর হৃদয়ে। তবে ম্যানেজমেন্ট ও কর্তাদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ প্রাক্তন কোচ আন্দ্রেই চেরনিশভ। তিন মাস হতে চলল দেশে ফিরেছেন। এই মুহূর্তে রাশিয়া ফুটবল ফেডারেশনের স্পোর্টিং ডিরেক্টর হিসাবে কাজ

করছেন। জানালেন, নতুন মরশুমে কোচিংয়ে ফিরবেন। এদিকে বৃহস্পতিবার সুপার কাপ অভিযানে নামছে মহমেডান। সাদা-কালো শিবিরের বর্তমান পরিস্থিতির কথা কানে গিয়েছে চেরনিশভের। গোটা ঘটনার জন্য ক্লাবকর্তাদের দিকেই আঙুল তুলছেন রুশ কোচ। উত্তরবঙ্গ সংবাদকে তিনি বলেন, ‘যাঁরা ক্ষমতাসীন তাঁরাই পরিস্থিতিটাকে সংকটজনক জায়গায় নিয়ে এসেছেন। এটুকু বলতে পারি, যা হয়েছে এবং হচ্ছে তা ঠিক নয়। মস্কো থেকে দুঃখ প্রকাশ করা ছাড়া আমি আর কী-ই বা করতে পারি।’

আইএসএল শেষ হতেই নিয়ম মেনে ক্লাবের সঙ্গে চুক্তিভঙ্গ করেছেন অ্যালেক্সিস গোমেজ, মিরজালোল কাশিমভরা। ভারতীয়

কর্তাদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ

ফুটবলারদেরও অনেকেই দল ছেড়েছেন। চেরনিশভ এর মধ্যে কোনও ভুল দেখছেন না। তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য, ‘এটা হওয়ারই ছিল। আমি দীর্ঘদিন অপেক্ষা করেছিলাম। অনেক কিছু সহ্যও করেছি। এখন মনে হয় সিদ্ধান্তটা আরও আগেই নেওয়া উচিত ছিল। ভেবেছিলাম সব স্বাভাবিক হয়ে যাবে। ফুটবলারদেরও আশ্বস্ত করেছিলাম। আমার ভাবনা ভুল ছিল।’ তিনি আরও বলেছেন, ‘পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে লড়াই করার মতো জায়গায় থাকত দলটা। এখন সমর্থকদের জন্য খারাপ লাগছে।’ মহমেডানের প্রতি তিনি এতটাই রুষ্ট যে সুপার কাপের জন্য শুভেচ্ছাও জানালেন না। প্রসঙ্গ এড়িয়ে গেলেন সন্তর্পণে। তবে সমর্থকদের ভালোবাসা জানাতে ভুললেন না।

কলকাতায় খেলতে চান আলাদিন

সায়ন্তন মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৩ এপ্রিল : আইএসএলে নজির ভাঙা-গড়ার নায়ক আলাদিন আজারাই। প্রথম মরশুমেই সাড়া ফেলে দিয়েছেন। এক মরশুমে ২৩টি গোল করে ভেঙেছেন অতীতের সব রেকর্ড। সুপার কাপ অভিযানে নামার আগে উত্তরবঙ্গ সংবাদকে একান্ত সাক্ষাৎকার দিলেন মরক্কান গোলমেশিন।

ভারতে প্রথম মরশুম

ভারতীয় ফুটবলে প্রথম মরশুমটা অসাধারণ কাটল বললেও কম হবে। এই মরশুম আমাকে অনেক কিছু দিয়েছে। এককথায় অবিশ্বাস্য। আইএসএলে সোনার বুট এবং সোনার বল একইসঙ্গে জেতা দারুণ অনুভূতি। এটা কঠোর পরিশ্রমের ফল। সতীর্থদের সাহায্য ছাড়া এই সাফল্য কখনও সম্ভব ছিল না।

মরশুমের প্রিয় গোল ও প্রিয় মুহূর্ত

আইএসএলে এফসি গোয়ার বিরুদ্ধে গোলটাই আমার সবচেয়ে পছন্দের। আগেও অনেকবার ওইরকম গোল করার চেষ্টা করেছি। যে জায়গা থেকে বলটা জালে পাঠাই তা আমার জন্য বেশ কঠিনই ছিল। আর মরশুমের সেরা মুহূর্ত প্রথমটা অবশ্যই ডুরান্ড কাপ জয়। আরেকটা চেন্নাইয়ের মাঠে ওদের হারিয়ে আইএসএল প্লে-অফের ছাড়পত্র আদায় করা।

অভিধানে ‘আক্ষেপ’ শব্দটা নেই

নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি-কে ফাইনাল পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারিনি। ভুলগুলো থেকে শিক্ষা নিয়েছি আমরা। আমি জীবনে আক্ষেপ করতে শিখিনি। ওই শব্দটা আমার অভিধানে নেই। ডুরান্ড জিতে মরশুম শুরু করেছিলাম আমরা। মরশুমের শেষ শিরোপা সুপার কাপটাও জিততে চাই। প্রথম ম্যাচে প্রতিপক্ষ

মহমেডান। দুর্বলতাগুলো নিয়ে ভাবছি না। কীভাবে ম্যাচটা জিতব সেটাই মাথায় ঘুরছে।

কলকাতা ফুটবলে খেলার ইচ্ছা

এখনও আমি নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি-র ফুটবলার। তবে ভবিষ্যতে যদি কখনও সুযোগ পাই নিশ্চয় কলকাতায় খেলব। কলকাতার ক্লাবগুলোর বিশাল ঐতিহ্য রয়েছে। মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল সমর্থকদের আবেগ দেখেছি। সমর্থকরাই ক্লাবগুলোর প্রাণ। এমন ক্লাবে খেলার ইচ্ছা কার না থাকে। আমিও তার ব্যতিক্রম নই।

আগামী মরশুম নিয়ে পরিকল্পনা

নর্থইস্টের সঙ্গে আমার এক বছরের চুক্তি হয়েছিল। তবে কথা ছিল কমপক্ষে পাঁচটা গোল করতে পারলে এবং পাঁচটা গোলে অবদান রাখলে চুক্তির মেয়াদ বাড়বে। সেখানে আমি আইএসএলে ২৩টি গোল করেছি, সাতটা অ্যাসিস্ট রয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই নর্থইস্ট আমাকে রাখতেই চাইবে। এর বাইরে কিছু ভাবিনি। মরশুম শেষ হলে বাকিটা ভাবব।

রায়গঞ্জে অভিষেক

রায়গঞ্জ, ২৩ এপ্রিল : রায়গঞ্জ স্টেডিয়ামে আইপিএল ফ্যান পার্কে উপস্থিত থাকবেন আইপিএলের গভর্নিং কাউন্সিলের সদস্য অভিষেক ডালমিয়া। জেলা ক্রীড়া সংস্থার সচিব সুদীপ বিশ্বাস জানিয়েছেন, শনিবার কলকাতা নাইট রাইডার্স ও পাঞ্জাব কিংসের খেলা সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টা থেকে দেখানো হবে স্টেডিয়ামে। আবার রবিবার দুপুর আড়াইটা থেকে খেলা দেখানো হবে। রবিবার দেখানো হবে মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স-লখনউ সুপার জায়েন্টস এবং দিল্লি ক্যাপিটালস-রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর ম্যাচ।

জেতালেন অজয়

রায়গঞ্জ, ২৩ এপ্রিল : টাউন ক্লাবের রায়গঞ্জ সুপার লিগ ফুটবলে বুধবার সুরেন্দ্রনাথ মহাবিদ্যালয় ১-০ গোলে বেনুভারতী ফুটবল ক্লাবকে হারিয়েছে। গোল করেন অজয় সোরেন। বৃহস্পতিবার খেলবে কেএমএস ইটাহার এবং রায়গঞ্জ টাউন ক্লাব।

ফাইনাল আজ

বালুরঘাট, ২৩ এপ্রিল : দক্ষিণ দিনাজপুর ডিস্ট্রিক্ট প্রিমিয়ার লিগ টি২০ ক্রিকেটের ফাইনাল বৃহস্পতিবার হবে। বালুরঘাট স্টেডিয়ামে খেতাবি লড়াইয়ে নামবে বালুরঘাট লায়ন জায়েন্টস ও পতিরাম পাইথনস।

সুমন্তর দাপট

চ্যাংরাবান্ধা, ২৩ এপ্রিল : চ্যাংরাবান্ধা চ্যাম্পিয়ন লিগ ক্রিকেটে বুধবার চ্যাংরাবান্ধা অলস্টার চ্যাম্পিয়ন ৩ উইকেটে চ্যাংরাবান্ধা ব্ল্যাক প্যান্থারকে হারিয়েছে। টসে জিতে ব্ল্যাক প্যান্থার ১৯.৪ ওভারে ১২৪ রানের অল আউট হয়। ৩ উইকেট পেয়েছেন সুমন্ত সরকার। জবাবে অল স্টার ১৫.৩ ওভারে ৭ উইকেটে ১২৫ রান তুলে নেয়।

জয়ী নাইট

পারডুবি, ২৩ এপ্রিল : পশ্চিম পারডুবি প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেটে বুধবার নাইট ওয়ারিয়র ১২ রানে রয়্যাল কিংসকে হারিয়েছে। প্রথমে নাইট ১২ ওভারে ৭ উইকেটে ১৩৩ রান তোলে। জয়দেব রায় ৩৮ রান করেন। জবাবে রয়্যাল ১২ ওভারে ৬ উইকেটে ১২১ রানে আটকে যায়। ২৯ রান করেন আশরাফুল ইসলাম। বৃহস্পতিবার টিম ‘ডি’-র বিরুদ্ধে নামবে পয়েস্থি প্যান্থার ক্রিকেট দল।